গ্লোবাল ডায়ালগ

১৩.২

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
সিডনি ট্যারোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো
ব্রেনো ব্রিনিউ

উদারতাবাদ, অপর এবং ধর্ম

সিসিল লেবোর্ড
আজমি বিশারা
ফ্রেডেরিক ভ্যান্ডেনবেরঘে
আনা হালাফফ

সামাজিক তত্ত্বের পুনরুজ্জীবিতকরণ

মিকেল কার্লেহেডেন
আর্থার বুয়েনো
রিচার্ড সুয়েডবার্গ
আনা এনগস্টাম
নোরা হ্যাম্যালাইনেন
তুরো-কিমো লেহটোনেন
সুজাতা প্যাটেল

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

লুনা রিবেইরো ক্যাম্পোস
ভেরোনিকা টোস্টে ড্যাফলন

উন্মুক্ত বিভাগ

> ওপেন অ্যাক্সেস, প্রিডেটরি জার্নাল বা সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নাল

> ভারতের বিহার প্রদেশে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা

> স্পেনে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট : সমাজবিজ্ঞান কেন গুরুত্বপূণ

> মগ্নচৈতন্যগত সহিংসতা চিহ্নিত করে মানবাধিকার আলোচনার পরিসর বিস্তৃতি করা

> খালদুনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউক্রেনের রুশ আক্রমণ

খন্ড ১৩/ সংখ্যা ২/ আগস্ট ২০২৩
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

> সম্পাদকীয়

আশা করি আপনারা গ্লোবাল ডায়ালগ এর এই সংখ্যাটি উপভোগ করবেন। ক্যারোলিনা ভেস্টেনা এবং ভিটোরিয়া গঞ্জালেজের সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় সম্পাদনা। সম্পাদক হিসাবে প্রথম কয়েক মাসে আমি এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা শুরু করেছি এবং যেসব প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো নিলে এটিকে আরও সমন্বিত এবং প্রসারিত করা যায়, সেটা চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০২৪ সালের প্রথম সংখ্যা থেকে নতুন সংযোজনগুলো শুরু হবে এবং আমি এ নিয়ে আপনাদের মতামত এবং পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

এই সংখ্যা শুরু হয়েছে প্রখ্যাত স্কলার সিডনি ট্যারোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়ে যার নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো এবং আমি। আমরা সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং এর চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কথা বলি। উদাহরণস্বরূপ, কীভাবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করা যায়, আন্দোলনরত দলগুলোর অন্দোলন করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা যায়, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনা কীভাবে নতুন নতুন একাডেমিক গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা এই বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপি গবেষণা পরিচালনার মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী হতে পারে প্রভৃতি।

মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিকাল এসোসিয়েশন (আই এস এ) আয়োজিত সমাজবিজ্ঞানের ২০তম বৈশ্বিক সম্মেলনের প্রেসিডেন্সিয়াল অধিবেশনের অন্তভুক্ত প্রথম সিম্পোজিয়ামের শিরোনাম ছিল "উদারনীতি, 'অপর' এবং ধর্ম"; যেখানে সিসিল লেবোর্ড রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কে বিষয়ে একটি সৃজনশীল আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কের সূচনা করেন, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদারনৈতিক নীতির বৈধতার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে। এবিষয়ে বিশিষ্ট আরব বুদ্ধিজীবী আজমি বিশারা 'একাডেমিক বিতর্কে' উদারনীতির বৈচিত্র্য এবং এর রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। সমাজবিজ্ঞানের বিতর্কে আরও নতুন অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্রেডেরিক ভ্যান্ডেনবেরঘে নৈতিক দর্শনের ধারাবাহিকতা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানকে পুনর্বিবেচনার পরামর্শ প্রদান করেন; যেখানে 'উদার সম্প্রদায়বাদ' সহ সমাজবিজ্ঞানের রাজনৈতিক এবং নৈতিকতা সম্পর্কে পূর্ব ধারণাসমূহ পুনর্বিবেচনা করা হয়। পরিশেষে, আনা হালাফফ অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে রক্ষণশীলতা এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিবাদমান কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মিকেল কার্লেহেডেন এবং আর্থার বুয়েনো আয়োজিত দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামের শিরোনাম ছিল 'সামাজিক তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন'। উক্ত বিষয় নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ছাড়াও, ছয়টি প্রবন্ধ রয়েছে; যেখানে আমরা কীভাবে আমাদের সামাজিক ঘটনাকে তাত্ত্বিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রিচার্ড সুয়েডবার্গ এবং আনা এনগস্টাম সৃজনশীল লেখালেখির আহ্বান জানালেও মিকেল কার্লেহেডেন তাত্ত্বিক বহুত্ববাদের কথা বলেন। তত্ত্ব এবং অভিজ্ঞতাবাদ অথবা অনুশীলনের মধ্যে সম্পর্ক যা পরবর্তীতে নোরা হ্যাম্যালাইনেন ও তুরো-কিমো লেহটোনেন এবং আর্থার বুয়েনোর প্রবন্ধ দুটি ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি , 'গ্র্যান্ড থিওরি'র তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে আলোচনা করে এবং তত্ত্বের বাস্তবিক প্রয়োগ ও দর্শনে ফিল্ডওয়ার্কের ব্যবহারের প্রস্তাব করে। দ্বিতীয়টিতে, সমসাময়িক সামাজিক তত্ত্ব অনুশীলনে প্রচলিত যে বিরুদ্ধ ধারণাগুলো আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিম্পোজিয়ামের শেষ প্রবন্ধে, সুজাতা প্যাটেল সামাজিক তত্ত্বের ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাভাবনার বিকাশ এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে এর অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' বিভাগে ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদি সামাজিক তত্ত্বে নারীদের প্রধান অবদান কী কী এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে চিন্তা করার প্রধান সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ কী কী ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেই। এইসকল প্রশ্নের উত্তরে লুনা রিবেইরো ক্যাম্পোস এবং ভেরোনিকা টোস্টে ড্যাফলন সামাজিক তত্ত্বে নারীদের ভূমিকাকে শুধু দৃশ্যমান করেননি; বরং তাদের অবদানকে বিশ্বব্যাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন।

পরিশেষে, 'উন্মুক্ত বিভাগে' সমসাময়িক বিষয়ে পাঁচটি ভিন্ন কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয় একত্রিত করা হয়েছে। এগুলো হলো উন্মুক্ত, প্রিডেটরি জার্নাল এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালের মধ্যে বিরোধ (সুজাতা প্যাটেল); স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্বের প্রাসঙ্গিকতা এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রস্থান (আদিত্য রাজ এবং পাপিয়া রাজ); মানসিক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (সিজিতা ডবলিট); লিঙ্গ সহিংসতার কারণে সৃষ্ট জটিলতা এবং দৈনন্দিন অপ্রকাশিত সহিংসতাগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে মানবাধিকার আলোচনার ব্যর্থতা (প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য); এবং সবশেষে, বাস্তববাদ ও উদারতাবাদের বাইরে ইউক্রেনে রাশিয়ান আক্রমণের বিকল্প সমালোচনামূলক পাঠ (আহমদ এম. আবোজাইদ)। ■

ব্রেনো ব্রিনিউ
সম্পাদক
গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ:
globaldialogue.isa@gmail.com

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:
আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani; (লেবানন) Sari Hanafi

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, আবদুর রশীদ, সরকার সোহেল রানা, মো. সহিদুল ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, ইয়াসমিন সুলতানা, সালেহ আল মামুন, একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, খাদিজা খাতুন, আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, আরিফুর রহমান, ইসতিয়াক নূর মুহিত, মো. শাহীন আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আলমগীর কবির, তাসলিমা নাসরিন।

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, Ricardo Visser, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil

ভারত: Rashmi Jain, Rakesh Rana, Manish Yadav

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sayyed Muhamad Mutallebi, Elham Shushtarizade

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Joanna Bednarek, Anna Turner, Marta Blaszczynska, Urszula Jarecka

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca Mihăilă, Diana Moga, Luiza Nistor, Ruxandra Păduraru, Maria Vlăsceanu

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Zhi Hao Kerk, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren

বিখ্যাত পণ্ডিত সিডনি ট্যারো এই সাক্ষাৎকারে অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো এবং ব্রেনো ব্রিনিউয়ের সাথে সামাজিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পর্ক এবং পারস্পারিকভাবে কীভাবে তাদের বোঝা যায় সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

"উদারতাবাদ, অপর এবং ধর্ম" বিষয়ক এই বিভাগটি সমাজবিজ্ঞানের বিশতম কংগ্রেসের সভাপতির অধিবেশনে আমন্ত্রিত চারজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অবদানকে তুলে ধরে।

ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানে মহিলাদের অদৃশ্য অবদানগুলির গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার মাধ্যমে এখানে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং পৌরুষীকরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কভার ফটোঃ : ব্রাজিলের ফেডারেল সিনেটের ছাদ। কৃতজ্ঞতা: কারমেন গঞ্জালেজ, ২০২৩।

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

> সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

আন্দোলন এবং (রাজনৈতিক) দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা
সিডনি ট্যারোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার
অ্যাঞ্জেলা আলোনসো ব্রাজিল এবং ব্রেনো ব্রিনিউ
ব্রাজিল/স্পেন ৫

> উদারতাবাদ, অপর এবং ধর্ম

ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা : একটি মৃদু সমর্থন
সিসিল লেবোর্ড, যুক্তরাজ্য ৯

সামগ্রিক উদারনীতি, রাজনৈতিক উদারনীতি এবং মতাদর্শ
আজমি বিশারা, কাতার ১১

অন্য উপায়ে সমাজবিজ্ঞান নৈতিক দর্শনের ধারাবাহিকতা
হিসেবে পরিচিত
ফ্রেডেরিক ভ্যান্ডেনবেরঘে, ব্রাজিল ১৪

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং অ্যান্টি-কসমোপলিটান সন্ত্রাস
আনা হালাফফ,অস্ট্রেলিয়া ১৬

> সামাজিক তত্ত্বের পুনরুজ্জীবিতকরণ

সামাজিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা
মিকেল কার্লেহেডেন, ডেনমার্ক এবং আর্থার বুয়েনো, জার্মানি ১৮

তত্ত্ব নির্মাণে সৃজনশীলতার অন্বেষণ
রিচার্ড সুয়েডবার্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০

তাত্ত্বিকীকরণের পদ্ধতিসমূহ : বহুত্ববাদের আহ্বান
মিকেল কার্লেহেডেন, ডেনমার্ক ২২

চলুন মুক্ত-আত্মার সমাজবিজ্ঞান চর্চা করি
আনা এনগস্টাম, সুইডেন ২৪

গ্র্যান্ড থিউরীর উত্তরসূরি : দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক?
নোরা হ্যাম্যালাইনেন ও তুরো-কিমো লেহটোনেন, ফিনল্যান্ড ২৬

তত্ত্ব এবং চর্চার পরিসমাপ্তি
আর্থার বুয়েনো, জার্মানি ২৮

ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিকতত্ত্ব চর্চা
সুজাতা প্যাটেল, ভারত ৩০

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

ক্যানোনের বাইরে সমাজতত্ত্ব বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা
লুনা রিবেইরো ক্যাম্পোস এবং ভেরোনিকা টোস্টে ড্যাফলন, ব্রাজিল ৩২

> উন্মুক্ত বিভাগ

ওপেন অ্যাক্সেস, প্রিডেটরি জার্নাল বা সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নাল
সুজাতা প্যাটেল, ভারত ৩৪

ভারতের বিহার প্রদেশে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা
আদিত্য রাজ এবং পাপিয়া রাজ, ভারত ৩৬

স্পেনে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট : সমাজবিজ্ঞান কেন গুরুত্বপূর্ণ
সিজিতা ডবলিট, স্পেন ৩৮

মগ্নচৈতন্যগত সহিংসতা চিহ্নিত করে মানবাধিকার আলোচনার
পরিসর বিস্তৃতি করা
প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য, ভারত ৪০

খালদুনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউক্রেনের রুশ আক্রমণ
আহমদ এম. আবোজাইদ, যুক্তরাজ্য ৪৩

“উচ্চমানের জনসম্পৃক্ত রাজনৈতিক চক্র একই সময়ে গণতন্ত্রবিরোধী ও গণতান্ত্রপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলার সম্ভাবনা রাখে”

সিডনি ট্যারো

> আন্দোলন এবং (রাজনৈতিক) দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা

সিডনি ট্যারোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

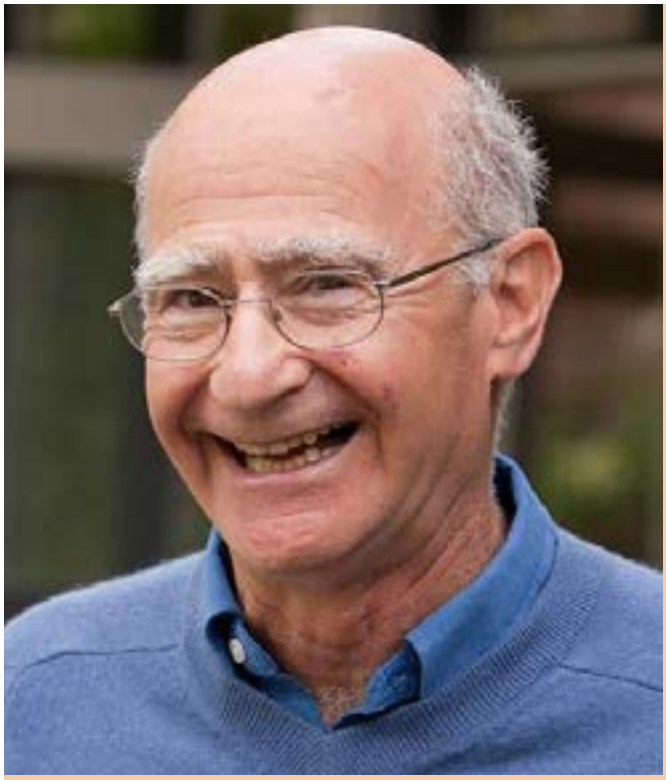

সিডনি ট্যারো হলেন ম্যাক্সওয়েল এম আপসন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, যেখানে তিনি সামাজিক আন্দোলন, বিতর্কিত রাজনীতি এবং আইনি সংহতকরণে বিশেষজ্ঞ। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক রাজনীতিতে তাঁর কাজ বিশ্বব্যাপি পরিচিত। তাঁর ব্যাপক এবং অসামান্য যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকে। তারপর থেকে, তিনি সামাজিক আন্দোলনের বিতর্কে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত বই পাওয়ার ইন মুভমেন্ট গত বছর একটি নতুন সংস্করণে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে বেশ কিছু নতুন অধ্যায় ও সমসাময়িক ঘটনা এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিবেচনা করে একটি নতুন উপসংহার সংযুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি ট্যারো মুভমেন্টস অ্যান্ড পার্টিজ : ক্রিটিক্যাল কানেকশনস ইন আমেরিকান পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২১) বইটি প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে তিনি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন যে, সামাজিক আন্দোলনগুলো কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে? যখন দলগুলোর সঙ্গে একীভূত হয়, তখন তারা কি সমন্বিত হয় নাকি তারা নিজেদের মধ্যে আরও আমূল পরিবর্তন আনে? যদিও বইটি আমেরিকান রাজনীতির উপর গুরুত্বারোপ করেছে, তবুও এটি ব্যাপক আগ্রহের আলোচনায় অবদান রাখে। বইটি এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

অধ্যাপক ট্যারোর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো** এবং **ব্রেনো ব্রিনিউ** যারা দুজনেই ব্রাজিলের নেতৃস্থানীয় সামাজিক আন্দোলনের পণ্ডিত। অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর গবেষণা এবং প্রকাশনাসমূহ সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি দ্য লাস্ট অ্যাবোলিশন : দ্য ব্রাজিলিয়ান অ্যান্টিস্লেভারি মুভমেন্ট ১৮৬৮-১৮৮৮ (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২১) বইয়ের লেখক। ব্রেনো ব্রিনিউ রিও ডি জেনেরিও স্টেট ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্টাডিজের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং স্পেনের ইউনিভার্সিড কমপ্লুটেনস ডি মাদ্রিদের সিনিয়র ফেলো। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা সামাজিক আন্দোলন এবং প্রকৃতিগত সামাজিক (ইকোসোশ্যাল) রূপান্তর এবং ল্যাটিন আমেরিকান চিন্তাভাবনার উপর লক্ষ্য করে। মরিয়ম ল্যাং এবং মেরি অ্যান মানহানের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী বই টি বিয়ন্ড গ্রিন কলোনিয়ালিজম: গ্লোবাল জাস্টিস অ্যান্ড দ্য জিওপলিটিক্স অফ ইকোসোশ্যাল ট্রানজিশনস (প্লুটো প্রেস, আসন্ন)।

অ্যাঞ্জেলা অ্যালোনসো এবং ব্রেনো ব্রিনিউ (এএ এবং বিবি) : আপনি কি সম্পর্কের পরিভাষায় আন্দোলন এবং দলগুলো বিশ্লেষণ করার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারেন?

সিডনি ট্যারো (এসটি) : এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে ১৯৬০-এর দশকে দক্ষিণ ইতালিতে করা আমার পিএইচডি গবেষণায় ফিরে যেতে হবে। আমার মতো তরুণ প্রগতিশীলদের জন্য, বাহ্যিকভাবে আন্দোলনগুলো রাজনীতির বাইরে ছিল এবং সে পর্যন্ত ভালো ছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে দলগুলো খারাপ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, যখন আমি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সম্পর্কের মুখোমুখি হয়েছিলাম যা এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল, তখন একে ভুল বলে মনে হয়েছিল। দক্ষিণে দলীয় আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট ছিল

>>

যা উত্তরে আর উপস্থিত ছিল না, যেখানে একটি সুসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দলের সঙ্গে সামঞ্জস্যে ছিল। গ্রামীণ দক্ষিণে দলের দ্বিধা ছিল যে তারা সেখানে এমন একটি কৌশল বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিল যা আদতে একটি শিল্পোন্নত দেশের আদলে গড়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম বইয়ে দক্ষিণ ইতালিতে কৃষক কমিউনিজম, উত্তর ও দক্ষিণে দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বোঝার একটি প্রচেষ্টা করেছিলাম এবং অন্য অঞ্চলে এর ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম।

দুই দশক পরে, চার্লস টিলি এবং ডগ ম্যাকঅ্যাডামের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডিসঅর্ডার (১৯৮৯) নামে একটি বইয়ে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ইতালির বিতর্কের চক্রটি বোঝার উদ্যম নিয়ে ফিরে আসি। আলবেরনির মতো সমাজবিজ্ঞানীদের বিপরীতে, যারা আন্দোলনসমূহকে রাজনীতির বাইরে দেখেছেন, আমি রাস্তায় যা ঘটছে এবং দলীয় ব্যবস্থাপনায় (পার্টি সিস্টেমে) যা ঘটছে তার মধ্যে গভীর সংযোগ খুঁজে পেয়েছি। এই অভিজ্ঞতাদ্বয় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সামাজিক আন্দোলনসমূহের ব্যাখ্যায় 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়া' পদ্ধতির ভিত্তি গড়ে তুলতে।

এবং আরও বিশ বছর পরে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সংকটময় মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে, ডেভিড এস মেয়ারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্য রেজিস্ট্যান্স (২০১৮) বইয়ে ট্রাম্প বিরোধী প্রতিরোধের উপর গবেষণা করার জন্য আমি ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি এবং তারপরে এই সাক্ষাৎকারে আমরা যে বইটি নিয়ে আলোচনা করছি আন্দোলন এবং পার্টি, সেই বইয়ে আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, আন্দোলন এবং দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আমেরিকান গণতন্ত্রীকরণের কেন্দ্রবিন্দু–কখনও এটি প্রসারিত হয়েছে এবং অন্য সময়ে, এখনকার মতো এটিকে বরাবরের মতো হুমকি দিচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতাগুলোকে সংক্ষেপে বলার জন্যে আমি দেখেছি যে, আন্দোলনগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দলগুলোকে পাঠ করার ফলে এই অধ্যয়ন আমাকে রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বের বাইরে দেখার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে এবং আমাকে বুঝতে সহায়তা করেছে যে কেন দলগুলো প্রায়শই তাদের নির্বাচনী পরিণতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক আচরণ করে। তারা আরও মতাদর্শগত আন্দোলনের ভিত্তি গড়ার আবেদন করেছিল। আপনার প্রশ্নে 'অ-সুবিধা' ছিল যে, আমি দুটি ঐতিহ্যের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম যেগুলো আসলে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল এবং সেগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন উপায়ে দেখেছিল। এটি ল্যাটিন আমেরিকার চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'সমস্যা' হিসেবে দেখা দিয়েছিল, যা আপনার মহাদেশে কেন আমার কাজের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করতে পারে।

এএ এবং বিবি : সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দল এবং আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার একটি উপায় হলো দলের আন্দোলনসমূহের ধারণার মাধ্যমে। এই ধারণা সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী?

এসটি : ইউরোপে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের সবুজ দলগুলোর কথা চিন্তা করে, এই ধারণাটি কিটশেল্ট তাঁর ২০০৬ সালের অধ্যায়ে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। ২০১৭ সালে ডেলা পোর্তা এবং তাঁর সহযোগীরা মুভমেন্ট পার্টিস আগেইন্সট অস্টেরিটি বইটিতে, এই ধারণাটিকে আরও বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। বলিভিয়ার এমএএস নিয়ে সান্তিয়াগো আনরিয়ার সাম্প্রতিক বইটি আমার নিজস্ব ধারণার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। ধারণাটিযদি সঠিক শব্দ না হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় হয়তো বা বেশি পরিচিত। তবে, আমার বইয়ের যুক্তি অনুসারে, আন্দোলনে তৎপর দলগুলো আমেরিকান ইতিহাস জুড়ে আবির্ভূত হয়েছে ১৮৫০–এর দশকে অ্যাবোলিশনিস্ট এবং রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পর হতে, যেমন অ্যাঞ্জেলা নিজেই এই বিষয়টি ভালোভাবে জানেন এবং তাঁর দাসত্ব বিরোধী বইয়ে সেটি তুলে ধরেছেন।

শব্দটিকে বিশ্লেষণমূলকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য, প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ। দলগুলোর বিষয়ে যেমনটি আমি আমার বইয়ে তর্ক করেছি, প্রাথমিকভাবে লেনদেনমূলক যে, তারা ক্ষমতা অর্জন বা ধরে রাখতে চায়। আন্দোলনগুলো বেশি মতাদর্শগত। এর অর্থ হলো একটি আন্দোলনরত দলে মতাদর্শগত এবং আদান-প্রদানমূলক উভয় ক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে। এই দ্বন্দ্বটি প্রায়শই আন্দোলনরত দলগুলোর টিকে থাকার জন্য প্রাতিষ্ঠানিককরণের দিকে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। যখন তারা তা করে না, তখন তারা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে যায়।যেমনটি আমেরিকান পপুলিস্ট পার্টি ১৮৯০-এর দশকে করেছিল, যখন একটি দল ডেমোক্রেটিক প্রার্থী উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানকে সমর্থন করেছিল এবং অন্যটি তার কৃষি আন্দোলনের কৌশলের উপর জোর দিয়েছিল।

ব্যতিক্রম হচ্ছে, বলিভিয়ার এমএএস যা একটি বিরল সংগঠন যার বিভিন্ন গঠনের তাদের বিবিধ আন্দোলন এবং দলের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে এবং উভয়কেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ১৯৩০-এর দশকে এই দ্বৈত চরিত্রটি বজায় রেখেছিল কারণ শ্রমিক-ভিত্তিক দলটি উত্তরে দখল নিয়েছিল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী দলটি দক্ষিণে নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি বিভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, যখন ১৯৬০-এর দশকে আরো প্রগতিশীল দলসমূহ নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যোগ দেয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী দলটি রিপাবলিকান পার্টিতে চলে যায়, যেখানে এটি আজও বহাল রয়েছে।

এএ এবং বিবি : আপনার বইটি আন্দোলন এবং পাল্টা আন্দোলনের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বের উপরও জোর দেয়। ট্রাম্পের ঘটনা এবং তাঁকে সমর্থন ও বিরোধিতাকারী আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে এই অবলম্বনকৃত পদ্ধতিটি বইটিতে একটি নাটকীয় সুর ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমসাময়িক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো কীভাবে আপনার গবেষণার উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করেছিল, যখন আপনি এই বিষয়ে বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? অন্য কথায়, আপনি বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যেও মধ্যে সম্পর্ককে কীভাবে দেখেন?

এসটি : পাল্টা আন্দোলনগুলোর বেশিরভাগ কাজ ডানপন্থী আন্দোলনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তবে, আমি এই কার্যকারিতাটিকে হ্রাসযোগ্য বলে মনে করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টি পার্টি এবং আজকের এমএজিএ (মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন) আন্দোলনের বিষয়টি গবেষণায় অতি সাধারণ উপলক্ষ হয়ে উঠেছে। উভয় আন্দোলনই বেশিরভাগ সামাজিক এবং জাতিগত পরিবর্তনের শিকার হওয়া লোকদের প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলন হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের রাজনীতিকরণের মধ্যে, একটি দ্বিতীয় বর্ণনামূলক মাত্রা প্রায়শই যোগ করা হয়। আলফিও মাস্ট্রোপাওলোর মতো ইতালীয়রা অনেক উগ্র ডানপন্থী ভোটারদের রাজনীতিবিরোধী প্রকৃতির উপর জোর দেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা প্রায়শই দাবি করে যে, তারা তার সম্পর্কে যা পছন্দ করেন তা হলো তিনি 'রাজনীতিবিদ নন'।

ডেভিড এস মেয়ার এবং সুজান স্ট্যাগজেনবার্গ তাঁদের ১৯৯৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে যেমনটি করেছেন, আমার বইয়ে আমি পাল্টা আন্দোলন শব্দটি ব্যবহার করেছি, দেখিয়েছি কীভাবে একটি আন্দোলনের উত্থান এবং আপাত সাফল্য বাম বা ডান যাই হোক না কেন; বিরোধী আন্দোলনের পারস্পরিক উত্থানকে উদ্দীপিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সম্মিলিত কাজ, দ্য রেজিস্ট্যান্সে, ডেভিড মেয়ার এবং আমি, ট্রাম্প বিরোধী প্রতিরোধের উত্থানকে একটি পাল্টা আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করেছি। বাম ও ডান উভয় পক্ষের পাল্টা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তা হলো তারা যে আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যে উৎসাহী হয়েছে তার আলোচনা এবং ক্রিয়াকলাপের পরিধি দ্বারা তার বহুলাংশ ধরা পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যাকসিন বিরোধী আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক-বিরোধী আলোচনা বরং একটি ভ্যাকসিনপন্থী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। যেটি কিনা এই বিজ্ঞান বিরোধী মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ডাক্তার, বিজ্ঞানী এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

>>

কিন্তু এসব আন্দোলনের অনেকগুলোই প্রাক-বিদ্যমান ও বিস্তৃত মতাদর্শগত আন্দোলনের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন সমাজ বিজ্ঞানীরা কোভিড-১৯-এ হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর হার হিসাব করেছেন, তখন তারা দেখতে পেয়েছেন যে, এটি ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পবাদের পক্ষে সমর্থনের স্তরটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যেসব রাজ্যে ট্রাম্পকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হয়েছে, সেখানেও কোভিড হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলো একাডেমিক এজেন্ডাকে প্রভাবিত করে এবং তাই, আমাদের এগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করতে হবে।

এএ এবং বিবি : অনেক সমাজবিজ্ঞানী গণতান্ত্রিক এবং কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখেছিলেন। পরে, গবেষণার একটি অংশ কর্তৃত্ববাদী বা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পথের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' উপর জোর দেয়। আপনার বইটি এমন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর সন্ধান করে যা মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে চিলি, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাংস্কৃতিকভাবে খুব ভিন্ন দেশে আন্দোলন এবং দলগুলোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। আপনার বই কি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে?

এসটি : এই প্রশ্নটি আমাকে আমার ক্যারিয়ারের শুরুতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যখন গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড এবং তাঁর সহযোগীরা 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' ধারণাটিকে বিকশিত করেছিলেন। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি 'নাগরিক সংস্কৃতি' হিসাবে দেখেছিলেন যা এমন একটি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, যেখানে গণতান্ত্রিকতা বিষয়ক চুক্তি নীতির পার্থক্যকে ছাড়িয়ে যায়। তাঁরা ইতালিকে একটি 'বৈষয়িক রাজনৈতিক সংস্কৃতি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল, যেখানে মৌলিক বিষয়ে এই চুক্তির অভাব ছিল। তাদের ইতালীয় সহকর্মী জিওভান্নি সারতোরি তাঁর দেশকে ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো 'কেন্দ্রীভূত' গণতন্ত্রের বিপরীতে 'কেন্দ্রকেন্দ্রিক গণতন্ত্র' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি যা আমি দক্ষিণ ইতালিতে অধ্যয়ন করেছি। আমি তথাকথিত 'কেন্দ্রকেন্দ্রীক' কমিউনিস্ট এবং মধ্যপন্থী খ্রিস্টান ডেমোক্রেটিক ভোটারদের গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে এই ধারণাগুলো পরীক্ষা করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে, প্রাক্তনদের গণতন্ত্রের প্রতি পরবর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি আস্থা ছিল। তারপর থেকে, আমি রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বিষয়ে সন্দেহভাজন হয়ে উঠি এবং গণতন্ত্রকে সমর্থন করে বা দূর্বল করে এমন প্রক্রিয়াগুলোর সন্ধান করতে শুরু করি।

মুভমেন্টস অ্যান্ড পার্টিস-এ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আমি সংক্ষিপ্তভাবে পিনোশেট-পরবর্তী চিলির দিকে নজর দিয়েছি, যা উত্তর আমেরিকার লেখকরা তার শক্তিশালী দল ব্যবস্থা (পার্টি সিস্টেম) এবং এর ভোটারদের 'গণতান্ত্রিক' বিশ্বাস ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি 'শক্তিশালী' গণতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু চিলি যেমন আপনি জানেন, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল যেখানে খুব কম সরাসরি জবাবদিহিতা ছিল। গণতন্ত্র নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি ছিল জবাবদিহিতা এবং আমরা এখন জানি, রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপকারী সমর্থকদের কাছে সিস্টেমটি যতটা শক্তিশালী মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক দূর্বল ছিল। সুতরাং আমার একাডেমিক ক্যারিয়ারের শুরুতে এবং শেষের দিকে আমি রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম।

এএ এবং বিবি : আন্দোলন এবং পাল্টা আন্দোলনগুলো গণতন্ত্রীকরণ এবং 'প্রতি-গণতন্ত্রীকরণের' প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গেও সম্পর্কিত, যেমনটি টিলি যুক্তি দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে, আমরা এই প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন সাময়িকতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখেছি। কিন্তু আমরা কীভাবে বিতর্কিত রাজনীতির অস্পষ্টতা, জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলো মোকাবেলা করব অর্থাৎ একই ঐতিহাসিক সময়ে কিছু ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণ এবং অন্যদের মধ্যে প্রতি-গণতন্ত্রীকরণ (ডি-ডেমোক্র্যাটাইজেশন)?

এসটি : টিলি গণতন্ত্রের কয়েকটি উত্তর আমেরিকান পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি সামাজিক আন্দোলনগুলোও অধ্যয়ন করেছিলেন। এটা আশ্চর্যজনক যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকটের অধ্যয়নকারীরা কখনই তাঁর ডেমোক্রেসি (২০০৭) বইয়ের কথা উল্লেখ করে না। কিন্তু এই বইটি আমাকে আন্দোলন এবং দলের উপর কৃত কাজটিকে গণতন্ত্রীকরণ এবং প্রতি-গণতন্ত্রীকরণের গতিশীলতার সঙ্গে সংযুক্তিকরণে অনুপ্রাণিত করেছিল। .

আমি যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করেছি তা আমাকে শিখিয়েছে যে, গণতন্ত্রপন্থী এবং গণতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনগুলো প্রায়শই একই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরস্পর জড়িয়ে পড়ে। ব্রেনো তাঁর নিজের কাজে যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তাতে বলতে গেলে আমি বলব যে, উচ্চ স্তরের জনসম্পৃক্ততার সাথে 'রাজনৈতিক চক্র'ও যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান, ঠিক একই সময়ে তারা গণতন্ত্রবিরোধী এবং গণতন্ত্রপন্থী উভয় মুহূর্তই তৈরি করতে পারে।

মুভমেন্টস অ্যান্ড পার্টিস বইটি লেখার সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম বেশ কয়েকটি মোড়ের মুখোমুখি হয়েছি। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারী-সমর্থক ভোটাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা করার জন্য একটি নারী-বিরোধী ভোটাধিকার আন্দোলন উত্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা গণতন্ত্র সম্প্রসারণের জন্য একটি আন্দোলন রুজভেল্টের নিউ ডিল এবং বেশ কয়েকটি গণতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন, যেমন রেডিও যাজক ফাদার কাফলিনের সেমিটিক বিরোধী আন্দোলন উভয়ই তৈরি করেছিল। অবশ্যই, ১৯৬০-এর দশকের নাগরিক অধিকার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার বিরোধী আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এগুলো কেবল আন্দোলন বা প্রতি-আন্দোলনের মিথস্ক্রিয়া ছিল না: বরং উভয় পক্ষই গণতন্ত্রের নামে সম্মিলিত হয়েছিল।

আমি ট্রাম্প বা ট্রাম্প-বিরোধী গতিশীলতার কথা উল্লেখ করে আমার উত্তরটি শেষ করতে চাই যা ৬ই জানুয়ারি ২০২১ এ ক্যাপিটল আক্রমণের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। সেই সুযোগে, আমার মতো প্রগতিশীলরা দেখেছিল জনতা কর্তৃত্ববাদের অভিব্যক্তি প্রকাশে ট্রাম্পকে একটি অটোগোলপ (একটি শব্দ যা ফলস্বরূপ ইংরেজিতে প্রবেশ করেছিল!) চালু করতে সহায়তা করেছিল। এটি সত্য যে, ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীরা জো বাইডেনের বৈধ এবং অপ্রতিরোধ্য নির্বাচনী বিজয়ের ফলাফলকে তিনি উল্টে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি ট্রাম্পের মিথ্যা নির্বাচনী দাবির সমর্থনে ক্যাপিটল ভবনে হামলাকারী বিদ্রোহীদের বাগাড়ম্বর মনোযোগ সহকারে শুনি, তবে তাদের অনেকেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে তাদের সহিংস কর্মকাণ্ডকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন।

এএ এবং বিবি : আপনি যখন সমসাময়িক সমাজের কথা বলেন, তখন আপনি উল্লেখ করেন যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কীভাবে সম্মিলিত পদক্ষেপকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আপনি যে বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত তা সামাজিক শ্রেণি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সম্পর্ককে একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে সরিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়টিকে এখন আপনি কীভাবে দেখছেন?

এসটি : আপনি ঠিকই বলেছেন যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি বিতর্কিত রাজনীতিতে বৈষম্য, শ্রেণি এবং এমনকি পুঁজিবাদের মতো কাঠামোগত কারণগুলোর গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করে। এর আংশিক কারণ ছিল আমার মতো পণ্ডিতরা নব্য-মার্কসীয় ঐতিহ্যের পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সমস্ত ধরণের প্রতিযোগিতা হ্রাস করার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিলেন (মনে রাখবেন যে, ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন এবং জিওভান্নি আরিঘি এবং তাদের শিষ্যদের বিশ্ব-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এটি এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য)। সুযোগ কাঠামোর (অপারচুনিটি স্ট্রাকচার) মতো রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলোর উপর লক্ষ্য শ্রেণি এবং শ্রেণি দ্বন্দ্বের গভীর প্রভাবকে হ্রাস করার দিকে ধাবিত করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মহামন্দা এবং ইউরোপে আসন্ন মিতব্যয়ীতা নীতির

>>

(অস্টেরিটি পলিসি) উপর ডেলা পোর্তা এবং তাঁর সহযোগীদের কাজের সঙ্গে আন্দোলনকে গতিশীল করার চালিকা শক্তি হিসাবে শ্রেণি এবং বৈষম্যের অধ্যয়নে ফিরে এসেছে। ম্যানচেস্টার স্কুলের কাজে আন্দোলন তৎপরতাকে ব্যাখ্যা করার মহাচাবি হিসাবে মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, যার মধ্যে দুজন আমেরিকানজেফ গুডউইন এবং জন ক্রিনস্কি রয়েছেন। আর পাওয়ার ইন মুভমেন্ট-এর চতুর্থ সংস্করণে আমি কিছুটা ভারসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

এএ এবং বিবি : আমাদের কথোপকথনে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সেতু গড়া বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। ভাগ্যক্রমে, এই সংলাপগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক আন্দোলন অধ্যয়নগুলো আরও বিশ্বব্যাপি হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আরও (এবং আরও ভালো) বৈশ্বিক সংলাপের জন্য এখনও কী অনুপস্থিত বলে আপনি মনে করেন?

এসটি : এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে অনেক কিছু উল্লেখ করার আছে। হ্যানস্পারটার ক্রিসি এবং ডোনাটেল্লা ডেলা পোর্টার মতো পণ্ডিতদের সতর্কতামূলক কাজ ছাড়াও কাঠামোগত আন্তঃআঞ্চলিক তুলনার অভাব রয়েছে; স্টিভেন লেভিটস্কি এবং ড্যানিয়েল জিব্লাটের মতো পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক পুনর্গঠন ছাড়াও, জনতাবাদি আন্দোলনগুলো (পপুলিস্ট মুভমেন্ট) কীভাবে গণতন্ত্রকে আক্রমণ করেছে এবং ধ্বংস করেছে তার আন্তঃদেশীয় তুলনার অভাব রয়েছে। এবং কয়েকজন তরুণ পণ্ডিতের অগ্রণী কাজ ছাড়া-ও আন্দোলন এবং আইনি ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে আন্তঃআঞ্চলিক গবেষণার অভাব রয়েছে।

কিন্তু যদি আমাকে অনুমান করতে বলা হয়, তবে আমি মনে করি, মহাদেশজুড়ে আন্দোলনগুলোর তুলনা করার পরবর্তী পদক্ষেপটি হলো ছোটো এবং মাঝারি (মাইক্রো-এবং মেসো) বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ ছাড়িয়ে বিতর্কিত রাজনীতির বৃহত্তর (ম্যাক্রো) কাঠামোগত প্রভাবগুলো পর্যবেক্ষণে এগিয়ে যাওয়া। ফ্লোরেন্সের ডোনাটেলা ডেলা পোর্টা এবং তাঁর দল মন্দা-পরবর্তী ইউরোপে কৃষ্টতা বিরোধী আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে এই পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে এই পণ্ডিতরা ব্যতীত খুব কম লোকই বৃহত্তর-কাঠামোগত দৃষ্টিকোণে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন যা আজকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পদ্ধতির মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি না হারিয়ে সামাজিক আন্দোলন গবেষণার পূর্ববর্তী দশকগুলোকে চিহ্নিত করেছিল। এ ক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের অগ্রগতি আশা করছি।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : সিডনি ট্যারো <sgt2@cornell.edu>

> ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা :

একটি মৃদু সমর্থন

সিসিল লেবোর্ড, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।

ইলাস্ট্রেশন- আরবু, ২০২৩।

উদারনৈতিক রাষ্ট্রের কি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত? উদারতাবাদ কি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে কঠোর পৃথকীকরণের দাবি করে? বিষয়টি শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয় বরং এর একটি ব্যবহারিক দিকও আছে। অনেক পশ্চিমা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবুও তারা প্রায়শই তাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থা বজায় রাখে। কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ এমন শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করে যা হয় সাংবিধানিক ধর্মতন্ত্র –যেখানে ধর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিতঅথবা যেখানে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা সমষ্টিগত রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি স্তম্ভ। মিশর, ইসরায়েল, তুরস্ক, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও পোল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে, রাজনীতি এবং ধর্ম এমনভাবে সংযুক্ত যা ধর্মনিরপেক্ষ বিচ্ছেদের যেকোনো সরলীকৃত মডেলকে অস্বীকার করে।. উদাহরণস্বরূপ, এই জাতীয় অনেক রাষ্ট্র আইন প্রণয়ণের সময় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থেকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের সদস্যদের বস্তুগত এবং প্রতীকী সুবিধা প্রদান করে এবং যৌনতা ও পরিবারের বিষয়ে রক্ষণশীল নিয়ম প্রয়োগ করে। তারা কি প্রকৃতপক্ষে উদারনৈতিক বৈধতা লঙ্ঘন করছে? উদারনৈতিক বৈধতার জন্য কি ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা বা রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণ প্রয়োজন? আমার উদারতাবাদের ধর্ম (Liberalism's Religion) বইয়ে, আমি যুক্তি দিয়েছি যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে যেমনটি উপলব্ধি করা হয় তার চেয়েও ধর্মনিরপেক্ষতা একটি জটিল রাজনৈতিক আদর্শ।

আমি আমার বইয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন ধারাকে বিভক্ত করি এবং দেখাই যে, আমরা (পাশ্চাত্যে) যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করেছি তার বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে তারা কীভাবে সম্পর্কিত। অপশ্চিমা দেশগুলো কি পশ্চিমা মডেলের ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করবে?–এই প্রশ্ন করার পরিবর্তে আমি এই বিশ্বাস দিয়ে শুরু করি যে, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং গণতন্ত্রের মতো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। এরপর আমি প্রশ্ন করি, এই আদর্শগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের কতটুকু এবং কী ধরনের পৃথকীকরণ প্রয়োজন। সংক্ষেপে, আমি উদার গণতন্ত্রের ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষ দিকগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ।

> চারটি উদার-গণতান্ত্রিক আদর্শ

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা ধরে নেওয়া ভুল যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য ফরাসি বা মার্কিন মডেলের আদলে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে কঠোর পৃথকী-

>>

করণ প্রয়োজন। অনুমোদিত ধর্মনিরপেক্ষতার একটি বিস্তৃত পরিসর রয়েছে। চারটি উদার-গণতান্ত্রিক আদর্শ : ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র, সীমিত রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট নূনতম ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে এবং ন্যায়সঙ্গত করে প্রত্যেকে ধর্মের একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বেছে নেয়। যেমন, ধমর্কে অপ্রবেশযোগ্য হিসাবে; ধর্মকে দুর্বল হিসাবে; ধর্মকে বিস্তৃত হিসাবে; এবং ধর্মকে ঈশ্বরতান্ত্রিক হিসাবে। এগুলোকে আমি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করছি।

ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্র এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তরা কেবল জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করবে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপসমূহ যেন প্রবেশযোগ্য কারণগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। নূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্বমতে, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তামাত্র জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে এবং কারণ দর্শানোতে বাধ্য। প্রবেশযোগ্যতার আক্ষরিক মানে হলো নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে সমাজে আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। অধিক তাৎপর্যময় বিষয়টি হলো যে সব ধরনের ধর্মীয় ধারণাগুলো প্রবেশযোগ্য না হলেও প্রবেশযোগ্যতার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সার্বজনীনতা এবং সার্বিক মতামতের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এছাড়াও, প্রবেশযোগ্যতার অর্থ হলো বিরূপ মতবাদের প্রতিও সম্মান রেখে গ্রহণযোগ্যতা এবং সহনশীলতা চর্চা করা। একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি বিদ্বেষপুর্ণ মনোভাব পোষণ করে তাদের শোষণ, দমন-পীড়ন এবং বঞ্চিত করা উচিত নয়। এটি, ধর্মীয় যে দৃশ্যপট বেছে নিয়েছে তা পূর্ববর্তী অবয়ব হতে ভিন্ন। প্রতীকীভাবে যদি এটি যেকোনো একটি ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে তবে তা অবশ্যই নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেটি কাঠামোগতভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক বিভাজন, দ্বন্দ্ব, জাতিগত বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পরিচয় প্রদান করে। একটি উদারনৈতিক রাষ্ট্র শুধু খ্রিস্টান রাষ্ট্র বা হিন্দু রাষ্ট্র হতে পারে না। কারণ, এই জাতীয় উপাধি দুর্বল রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে । কিন্তু যেসব সমাজে ধর্ম সামাজিকভাবে বিভাজন তৈরি করে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার ক্ষেত্র খুবই সীমিত ।

সীমিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে একটি উদারনৈতিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের উপর ঢালাওভাবে উদারনৈতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে পারে না। শিক্ষা, অবাধ যৌনতা, খাদ্যাভ্যাস, কাজের প্রকৃতি , পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন প্রভৃতির উপর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার হলো উদারনৈতিক মূল্যবোধের একটি উপাঙ্গ। অনেক উদারনৈতিক অধিকার প্রথাগত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলে, যার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়। উদারনৈতিকতাবাদ মননশীলতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত এবং সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠিত করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক আইনগুলোর পরিসীমা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, নারী অধিকার, এবং যৌনতা সম্পর্কিত আইন এবং আফ্রিকাসহ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় গর্ভপাত এবং সমকামীদের অধিকার বিষয়ক দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবুও, সব ধর্ম ব্যাপকভাবে ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতা সম্বলিত বিবরণ দেয় তাই শুধু নয়; ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমুহের সমন্বয় এবং সহযোগিতার বিনিময়ে একটি সুসংহত এবং সম্মিলিত নিয়ম প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, ছুটির দিন ঠিক করা যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্যে সহায়ক এবং কম হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে।

অতএব, নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নীতি-নৈতিকতা, সরকারি এবং বেসরকারি অধিকারসমূহ, সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার জন্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে। জন লক যুক্তি দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রের উচিত 'নাগরিক' স্বার্থগুলো রক্ষা করা এবং ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু নাগরিকদের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কি বা কেমন সম্পর্ক তার সিদ্ধান্ত কে নিবে? গির্জার স্বায়ত্তশাসন এবং বৈষম্য বিরোধী আইন, ব্যক্তিত্বের ধরন, পরিবার, বিবাহ, এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলোতে উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও সমাধান দেয় না। এই ধরনের দ্বান্দ্বিক অবস্থানের ক্ষেত্রে, গির্জার মতো চরম প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃপক্ষের বিপরীতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে। পার্থিব এবং অপার্থিব, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে গণতন্ত্র। আমার যুক্তি হলো, উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয় হলো যে, জনগণ তার ইচ্ছায় বৈধতার সন্ধান পায়; অরাজনৈতিক, ঐশ্বরিক বা দার্শনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বে নয়।

> গণতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব

অতএব, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি উদারনীতিবাদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা এই নয় যে, এটি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রাচীর বজায় রাখে বরং উদারনীতিবাদ গণতান্ত্রিক সার্বভৌমতগ্রহণ করে। উদারনীতিবাদের দর্শনে মতবিরোধসমূহকে বৈধতা ও মানবাধিকারের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে মোকাবেলা করতে হবে এবং প্রতিটা যুক্তি খণ্ডন করতে হবে। অবশ্যই, গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বৈরাচারের সঙ্গে সমতুল্য করা উচিত নয়। সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। উদারনৈতিক বৈধতার এই যে গণতান্ত্রিক ধারণা তা ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থি এবং ধর্মীয়ভাবে সক্রিয় উদারপন্থি–উভয়ের ধারণার চেয়ে অনুমোধিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় দিকে আরও বৈচিত্র্যের অনুমতি প্রদান করে। ধর্মনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেমন রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সীমানা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা চাপিয়ে দিতে পারে, একইরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তা করতে পারে। প্রবেশযোগ্যতা, সহজলভ্যতা, ন্যায্যতা, নাগরিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যে উদারনীতিবাদকে বহু রাষ্ট্র সমর্থন করে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে, রাষ্ট্রীয় আইন স্বভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মনিরপেক্ষতার নৈতিকতার প্রতিফলন এবং আধুনিকতার প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহ্যবাহী পরিবার কাঠামো এবং বিবাহ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, মানবাধিকার ও বৈষম্যহীনতা সম্পর্কিত নিয়মগুলো ব্যাপকভাবে প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে। একইভবে, যেসব সমাজে ধর্মীয় নাগরিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে এই নাগরিকরা তাদের সমাজের সর্বজনীন ক্ষেত্রকে আকার দিতে পারে। তবে, আমি যাকে নয়নতম উদার ধর্মনিরপেক্ষতা বলেছি তারও বেশকিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই বাইরে, ধর্মনিরপেক্ষতা রাজনৈতিক, সরকারি, ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং যৌনতা বিষয়ক মূল প্রশ্নগুলোর চূড়ান্ত মৌলিক উত্তর দেওয়ার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : সিসিল লেবোর্ড <cecile.laborde@nuffield.ox.ac.uk>

> সামগ্রিক উদারনীতি, রাজনৈতিক উদারনীতি, এবং মতাদর্শ

আজমি বিশারা, আরব সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পলিসি স্টাডিস, কাতার।

ক্যানভাসে তেল এবং আর্কিলিক।
কৃতজ্ঞতা: বেলা রিঘি (instagram.com/belafrighi),

সামগ্রিক উদারনীতি এবং রাজনৈতিক উদারনীতির মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে (অন্তত্যপক্ষে কেতাবী পরিমণ্ডলে) বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই চলমান চিন্তাধারার সরগরম বিতর্ক-আলোচনাসমূহ প্রায়োগিক উদার চিন্তার বিষয়কে এড়িয়ে যায়। রাজনৈতিক বা সামগ্রিকভাবে রলস্‌বাদী উদারনীতির শ্রেণিবিভক্তকরণ নিতান্তই অনাবশ্যক। রলসের রাজনৈতিক উদারনীতি উদারনৈতিক স্বতঃসিদ্ধান্তের উপর নির্মিত যা 'সামগ্রিক' উদারনীতির বেশিরভাগ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। তবে, এটি সেগুলোকে প্রধান মূল্যমান হিসেবে নয় বরং জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রদত্ত হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে যখন সামগ্রিক উদারনীতি নিজেকে ক্ষমতায় খুঁজে পায়, তখন তা রাজনৈতিক উদারনীতিতে পরিণত হয়। বাস্তবে দ্বিতীয় ধারাটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুরূপ এবং এই অর্থে এটি সামগ্রিক। যেকোনো মতবাদের রাজনৈতিক সংস্করণকে অবশ্যই অরাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে আরও সামগ্রিক হতে হবে।

>>

> প্রথম চিন্তা

এটি দাবি করে যে, রাজনৈতিক উদারনীতি একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করে যা নাগরিকদের সামগ্রিক উদারনৈতিক মতবাদের প্রেক্ষিতে সুন্দর জীবনাচার যাপন করার, মেনে চলার এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার অধিকার নিশ্চিত করে এবং এই অর্থে এই মতবাদগুলোকে যুক্তিসংগত তর্ক-বিতর্ক দিয়ে উপস্থাপন এবং প্রতিহত করা যায়। যেহেতু রাজনৈতিক উদারনীতি একটি সামগ্রিক উদারনৈতিক মতবাদ আরোপ করে না, এটি অনুমিত যে অধিকাংশই সাংবিধানিক নীতিগুলোর সঙ্গে একমত যা থেকে এটি প্রায়োগিক অনুশীলনের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষমতাসীন উদারপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে উদার। সরকারি পরিমণ্ডলের বাইরেও তাদের উদারনৈতিক বিশ্বাস নিজেদের মতো করে চর্চা করার অধিকার আছে। কিন্তু তারা 'সুন্দর জীবন' গঠনের প্রত্যয় সম্বলিত একটি সামগ্রিক উদারনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না। কারণ, এটি চাপিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

জন রলস্ দাবি করেন যে, সামগ্রিক উদারনীতি রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে ঝুঁকছে যা তাত্ত্বিক বা অভিজ্ঞলব্ধ উপায়ে যুক্তিসিদ্ধ করা যায় না। যারা সার্বিক উদারনৈতিক বিশ্বাস ধারণ করে (এই উপাধী সম্পর্কে আমার অননুমোদন থাকা স্বত্ত্বে), তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমিতকরণের ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটিকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এই উদারপন্থীরা সমাজে সরকারি অনুপ্রবেশের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সীমিতকরণের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে এবং জনগণকে তাদের স্বাধীনতার সুবিধা পেতে ক্ষমতায়ন করতে সবচেয়ে আগ্রহী। এই যুক্তিতে উদারপন্থীদের সামাজিক কল্যাণনীতি কেবল গ্রহণ নয় বরং সেই দাবিতেও নেতৃত্ব দিয়েছে।

যেহেতু রাজনৈতিক উদারনীতি রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই কাজটি সম্পাদন সক্রিয়ভাবে সম্পাদনার প্রচেষ্টা না করা পর্যন্ত এর কোনো অর্থ নেই। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের অস্থিরতা থেকে রাজনৈতিক উদারনীতির সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, গণতান্ত্রিক সমাজ জুড়ে সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার জোয়ার ছাপিয়ে গেছে, যেখানে অনুদার ডানপন্থীরা রাজনৈতিক উদারনীতিবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির সুবিধা গ্রহণ করছে অথবা একটি সাধারণ মনোভাবের কথা ধরুন যা অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকারের অস্তিত্বের প্রতিকূল যা অনির্বাচিত সংস্থাগুলোর কাজকে নির্দেশনা প্রদান করে। উদারনীতি বনাম গণতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সংকটের ফলে বিংশ শতাব্দীতে উদার গণতন্ত্রের এই দুটি দিক একত্রিত হওয়ার পর থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। উদার মূল্যবোধ অনুযায়ী শাসনসমূহের মধ্যে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনের মধ্যে। সর্বোপরি, এই ধরনের সংকটগুলো এই অর্থে কার্যকর যে, তারা সিস্টেমকে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিনাস করতে সক্ষম করে। তবে, কেবল এই শর্তে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক উদারনীতির মূল্যবোধ রক্ষা করে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রিক দেশসমূহের অবস্থার একটি শিক্ষণ বিরুদ্ধ উপসংহারে পৌঁছাতে পারে যে, এটি রাজনৈতিক উদারতাবাদ যা রাষ্ট্র দ্বারা প্রয়োগ করা প্রয়োজন (অন্ততপক্ষে উপরে উল্লিখিত সংকট সংঘটনকালে), যেখানে সামগ্রিক উদারনীতিকে একটি উপসংস্কৃতি এবং এমনকি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জীবনধারায় পরিণত করা যেতে পারে যা মধ্যবিত্তরা জীবনযাপন করতে, রক্ষা করতে বা না করতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে বিভিন্ন মাত্রার সত্যতা বা কপটতা বেছে নেয়। এই ধরনের প্রবণতা সমাজের বৃহত্তর অংশগুলোর মধ্যে উদ্ভূত আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো থেকে নিজেকে আলাদা বলে মনে করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন বৃহত্তর সমাজে রাজনৈতিক শুদ্ধতারের রীতিনীতি আরোপে চেষ্টা করা হয়, তথাকথিত ব্যাপক উদারপন্থীরা জনপ্রিয় জোয়ার এবং গোষ্ঠীগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে হতবাক হয় যারা পৃষ্ঠপোষকতার মতো প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দেয়।

সামগ্রিক উদারনীতি যা 'সুন্দর জীবন'-এর একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়কে সমুন্নত করে, আমার মতে তা সরকার ব্যবস্থার বাইরে উদারনীতি। এর কারণ হলো, এই মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা–স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসনের অধিগমননের সুরক্ষা এবং সক্ষম করার বাইরে–আত্ম-পরাজিত এবং অনুদারবাদে পতিত হওয়ার ঝুঁকি প্রমাণিত হবে।

ক্ষমতার দিক থেকে রাজনৈতিক উদারতা উদারনীতির চেয়ে কম বা বেশি নয়; একটি উদারনীতি যা শাসনের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। সরকারে থাকাকালীন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা, সাম্যের অর্থ, সমষ্টিগত অধিকার বা শুধুব্যক্তিগত অধিকার বৈধ কিনা এই বিষয়ে বিভিন্ন উদারনৈতিক স্রোত যে দ্বিধাগুলোর সন্মুখীন হয় সে সম্পর্কে (নৈতিক এবং রাজনৈতিক দর্শন এবং আইনশাস্ত্রের মধ্যে) দার্শনিক আলোচনার প্রাচুর্য রয়েছে। সমষ্টিগত অধিকারের প্রবক্তাগণ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত; একটি গোষ্ঠী যারা এই অধিকারসমূহকে ব্যক্তির অধিকারের স্বেচ্ছাসম্পৃক্ততা থেকে প্রাপ্ত হিসেবে দেখে এবং অন্য গোষ্ঠীটি সেই অধিকারসমূহকে তাদের সম্প্রদায়ের অধিভূক্ত করে। গোষ্ঠীগত অধিকার ব্যক্তির অধিকারের উপর এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার উপর কতটা প্রাধান্য পায় তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি বিভক্ত।

এই ধরনের বিতর্ক-আলোচনা শত শত বই এবং হাজারো নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। আমি এগুলোতে 'সামগ্রিক' ইস্যুর বিষয়ে তেমন কিছু পাইনি এবং উদারনীতি চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হয়। রাজনৈতিক উদারপন্থা কি এই ইস্যুতে তাদের নৈতিক বিচারে ভিন্নমত পোষণ করে? হ্যাঁ, তারা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক উদারনীতি সামগ্রিক উদারনীতির চেয়ে আর ব্যাপক। কারণ, এটি মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে সামগ্রিক উদারনীতির অস্পষ্টতার সাথে লড়াই করার পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে।

> দ্বিতীয় চিন্তা

কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে জীবনযাপনের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে উপরের মন্তব্যটির অনেকাংশেই সামঞ্জস্য রয়েছে; যেখানে ক্ষমতা-কাঠামোর বাইরে উদারনীতিকে এখনও রাজনৈতিক উদারনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের প্রকারভেদ সম্ভব কারণ এটি কালেভদ্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতার পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাবের মাধ্যমে কিংবা রাজনৈতিক বিরোধী শক্তির দাবির মাধ্যমে ঐ শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে উন্মোচিত করে।

মতবাদ-সংক্রান্ত উদারনৈতিক চিন্তাধারা এবং জীবনপ্রণালী–যেমন ব্যক্তির নৈতিক স্বায়ত্তশাসন, নাগরিক অধিকার এবং (পুরুষ ও নারী উভয়ের) ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতি দ্বারা অবহিত–এই রাষ্ট্রসমূহের সামাজিক স্তরে কর্তৃত্ববাদী অনুশীলনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। কিন্তু তারা একই সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী মতবাদের আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে যারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায় এবং রাষ্ট্রকে তাদের মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের পতনের পর থেকে বিশ্বের অধিকাংশ শাসক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা আর সর্বগ্রাসী নয়; তারা সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বাত্মক মতবাদ চাপিয়ে দেয় না। আজ এই ধরনের অধিকাংশ শাসনব্যবস্থা সার্বভৌমত্বের নীতি, জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিষয়, গণতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের কথিত সাংস্কৃতিক অসঙ্গতি এবং ক্রমবর্ধমানভাবে, যাকে তারা পশ্চিমে উদারনীতির ব্যর্থতা বলে অভিহিত করে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তি দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে ন্যায্যতা দেয়। সমস্ত কর্তৃত্ববাদী শাসনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা সুরক্ষিত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে শারীরিক এবং মানসিক সহিংসতার প্রয়োজন হয়। সাধারণত, কিছু বিরোধী গোষ্ঠী আছে যারা সামগ্রিক উদারনীতিবাদকে সমর্থন করে। তারা প্রান্তিক হতে পারে কিন্তু কর্তৃপক্ষ যেকোনো পরিবর্তনকে নিরুৎসাহিত করতে

>>

তাদের ব্যবহার করে।

এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সামগ্রিক বনাম রাজনৈতিক পরিসরে অন্তর্ভূক্তির পরিবর্তে উদারনীতি এমন একটি সংস্করণে বিভক্ত হয়েছে যা রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা এবং স্বৈরাচার-বিরোধী নীতিগুলোকে সমর্থন করে এবং অন্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জীবনধারা পছন্দের ভিত্তিতে ব্যক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (আবারও আমি এখানে সেই নব্য-উদারনীতিপন্থীদের উপেক্ষা করি যারা উদারনীতিকে অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, যেহেতু আমি তাদের উদারনৈতিক হিসেবে গণ্য করি না)। আপত্তিজনকভাবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জীবনপ্রণালী সংক্রান্ত পরবর্তী উদারনৈতিক ধারাটি অন্য বিদ্যমান কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে; যদিও সেই শাসনব্যবস্থাগুলো রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে দমন করে এবং এ ধরনের শাসনব্যবস্থা নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতার নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নয়।

কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র সমর্থিত উদারপন্থীরা যখন রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করে তখন তারা এই দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছাতে পারে যে, তাদের রাজনৈতিক স্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম দমন করা উচিত এমন একটি শাসনব্যবস্থার জন্য যা একটি উদার কর্মসূচি প্রস্তাব করার পক্ষে বিভিন্ন সামগ্রিক মতবাদের অনুসারীদের জন্য এবং ব্যক্তির স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক বহুত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এটি এক ধরনের আত্ম-প্রতারণার হতে পারে। উদারতাবাদের মূল মূল্যবোধের জন্য সংগ্রাম না করেই বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করা অন্তত রাজনৈতিক অভিজাতদের স্তরে–সেই শক্তিগুলোর জন্য ক্ষমতার পথ খুলে দিতে পারে যারা স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত নৈতিক স্বায়ত্তশাসন রক্ষার পরিবর্তে কেবল নির্বাচনী উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মতবাদ বিরোধিতা থাকা স্বত্ত্বেও রাজনৈতিক উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক অভিজাতদের উপস্থিতি একটি স্বৈরাচারী শাসন পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অপরিহার্য। কয়েক দশক ধরে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে থাকার পর এমন একটি মুহূর্তে প্রভাবশালী জনপ্রিয় সংস্কৃতিক একটি উদার সাংবিধানিক বা অধিক্রমণ ঐক্যমতের অনুরূপ কিছুতে সহজেই নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার সম্ভাবনা নেই। এমনকি নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাও জনসংস্কৃতিতে শিকড়বিস্তার করার সম্ভাবনাও নেই।

এটা প্রায়ই বলা হয় যে, উদারনীতি একটি আদর্শিক তত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ এবং কেতাবি সম্মেলন স্তরে এটি সত্য হতে পারে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ একটি আদর্শে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। দার্শনিক উদারনীতিবাদ এই অর্থে সামগ্রিক নয় বরং এটি সর্বদাই বিমূর্ত। এমনকি যখন এটি একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট জটিল হয় তখনও এটি বিমূর্ত থাকে। অন্যদিকে, মতাদর্শ সামগ্রিকও হতে পারে; যদিও এটি সর্বাঙ্গীণ মতবাদের অর্থে নয়। বরং এটি সমাজে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কৃতি (ভাষা, ধর্ম, আরও অনেক কিছু) এবং আগ্রহের মধ্যে বিস্তৃত। একইভাবে এটি তাদের সংস্কৃতি, স্বার্থ এবং দেশপ্রেমবোধের সঙ্গে স্বাধীনতাকে বেঁধে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তির জন্য উদার রাজনৈতিক কর্মসূচি উপস্থাপন করে। যখন এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বে বা বাস্তবিক অনুশীলনে জড়িত হওয়ার জন্য দর্শনের ক্ষেত্র ছেড়ে যায়, তখন উদারনীতি দেখতে পায় যে এটি অবশ্যই সামগ্রিক হতে হবে কারণ এটি রাজনৈতিক। তদনুসারে উদারপন্থীরা আধিপত্যবাদী ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে জনগণকে বিচ্ছিন্ন না করে স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তির আহ্বান জানায়। তারা স্বীকার করে যে তাদের অবশ্যই দারিদ্র দূরীকরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা বুঝতে অপারগ, তারা অর্থনৈতিক দুর্দশার সমাধান করতেও ব্যর্থ হয়। এদিকে একজন 'উদারনীতিতে বিশ্বাসী' যিনি একটি প্রগতিশীল ব্যক্তিগত জীবনধারা মূল সমস্যা একটি ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃত্ববাদী শাসনের সাথে সহাবস্থান করতে পারে। এই ধরনের একজন উদারপন্থী অন্যদের সঙ্গে একমত হতে পারে যাদের 'উদারনীতি' বাজার অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে যাতে প্রতিদিনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে চোখ ফেরানো যায় বা ক্ষমতাসীন কর্তৃত্ববাদী শাসনকে আরও ঋণের বিনিময়ে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করতে রাজি করানো যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগ : আজমি বিশারা <azmi.beshara@dohainstitute.org>

> অন্য উপায়ে সমাজবিজ্ঞান নৈতিক দর্শনের

ধারাবাহিকতা হিসেবে পরিচিত

ফ্রেডেরিক ভ্যান্ডেনবেরঘে, ফেডেরাল ইউনিভার্সিটি অফ রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের (আর সি ১৬) উপর আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য।

জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা এবং মিশরীয়বিদ্যার মতে, সমাজবিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়। জ্ঞানকাণ্ডসমূহ হচ্ছে বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের প্রাথমিক এককসমূহ। যাই হোক, বিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডসমূহে পরিণত হওয়ার এই ধরনটি একটি আধুনিক আবিষ্কার। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা (পেশাদার ও অপেশাদার উভয়ই) ছিলেন সাধারণকারী এবং তাঁদের জ্ঞান ছিল ব্যাপক বা বিশ্বকোষীয়। বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষনের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে উনবিংশ শতকে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ জ্ঞানকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার নতুন উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

একটা লম্বা সময় ধরে, বিজ্ঞানসমূহ দর্শনের অর্ন্তভূক্ত ছিল। ষোড়শ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপনার ও পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এর পরে অষ্টাদশ শতকে, যখন ঐ বিষয়সমূহ দর্শন থেকে আলাদা হয়েছিল, আরেকটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাকৃতিক দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যার জন্ম দিয়েছিল। একইভাবে, নৈতিক দর্শন প্রতিস্থাপিত হয়েছিল অনেকগুলো বিষয়ের (ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান) একটি সংমিশ্রণের মাধ্যমে যা সামাজিক বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। মানববিদ্যাসমূহকে তাদের বিভক্তির জন্য দূর্বলভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং সেই সমস্ত বিষয়সমূহ এর অর্ন্তভূক্ত করা হয় যা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের বহির্ভূত ।

বিজ্ঞানের বিশেষীকরণের এই প্রেক্ষিতের মধ্যেই সমাজবিজ্ঞান ইউরোপে উনবিংশ শতকে বিকশিত হয়েছিল, যখন বিসমার্কের জার্মানিতে হাম্বল্ডটিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের ফ্রান্সে বড় ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মানির মানববিদ্যাসমূহ ব্রিটিশ নৈতিক বিজ্ঞানসমূহ (রাজনৈতিক অর্থনীতি যার অন্তর্ভূক্ত) এবং ফরাসী রাজনৈতিক তত্ত্বের আন্তঃবিভাজনের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস দর্শনের একটি অভিজ্ঞতালব্দ বিজ্ঞান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও নতুন বিষয়সমূহ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গবেষণা বিজ্ঞানসমূহ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয় এবং এর ফলে বাস্তব বিজ্ঞানসমূহ হয়। তারপরও তারা তাদের নিজস্ব উপায়ে নৈতিক দর্শনের ঐতিহ্যকে (এর বৃহৎ অর্থে) চলমান রাখে।

> সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিক দর্শন

বৃহৎ অর্থে নৈতিক দর্শনের অর্ন্তভূক্ত শুধু নৈতিক, প্রায়োগিক এবং রাজনৈতিক দর্শনই নয় বরং ইতিহাসের দর্শনও। অদ্যবধি সমাজবিজ্ঞান পল রিকোউর কাছ থেকে একটি উপযুক্ত কিন্তু বিরোধী মতবাদ গ্রহণ করার জন্য 'পোস্ট-হেগেলিয়ান নব্য-কান্টিয়ানিজম' এর ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে রয়ে গেল। এটা নব্য-কান্টিয়ান কারণ তার গবেষণাকে গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে পদ্ধতিগতভাবে সম্বনিত ধারণাসমূহের একটি তালিকার প্রেক্ষিতে যা সামাজিক কী এবং কীভাবে এটা অধ্যয়ন করতে হয় তা সংজ্ঞায়িত করে; এবং এটা পোস্ট-হেগেলিয়ান কারণ এর পরমতার দ্বান্দ্বিকতাকে দূরীভূত করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বস্তুনিষ্ঠ চেতনার ঐতিহাসিক বিকাশের একটি বিশ্লেষণের মধ্যে নিজেকে সংযত রাখে।

মূলত, সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি সামাজিক বৈজ্ঞানিক বিষয় হওয়ার কথা ছিল না। এটা ছিল নিশ্চিতভাবে একটি বিশেষায়িত বিষয় যা সামাজিক বিষয়াবলি অধ্যয়ন করে। যাই হোক, এটা ছিল একটি অতি-বিষয় যা আশেপাশের বিষয়সমূহকে একটি সাধারণ সমাজবিজ্ঞানে একত্রিত করেছিল। আজ আমরা এটাকে একটি সামাজিক তত্ত্ব বলতে পারি। ফরাসী ও জার্মান উভয় ঐতিহ্যই সমাজবিজ্ঞানকে একটি অতি-বিষয় হিসেবে কল্পনা করেছিল যা সামাজিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎপাদনকে সুষ্ঠভাবে সমন্বিত করেছিল এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের গবেষণার সমন্বয়ের মাধ্যমে পরমকারণবাদ অথবা আধিবিদ্যাগত নিশ্চয়তা ছাড়া ইতিহাসের একটি নৈতিকভাবে সঠিক, রাজনৈতিকভাবে জড়িত, বাস্তবিক দর্শনে পরিণত করেছিল।

> সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

যদি সমাজবিজ্ঞানের প্রাক-ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে মনে হবে যে, আজ আমাদের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহকে সামগ্রিকভাবে পুর্নগঠন করা প্রয়োজন। বিষয়টি ক্রমাগতভাবে নিজের মধ্যে ঘুরছে যা দর্শন এবং মানববিদ্যা থেকে দূরে, এটা নিজেকে সংজ্ঞায়িত করছে নিজের পদ্ধতি ও নিজের তথ্য ব্যবহার করে। এর ফলে বিশ্বব্যাপি ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক রূপান্তরকে বোঝতে এটা অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের ডিজিটালাইজেশন যে সামাজিক পরিবর্তন এনেছে তার গতিতে অভির্ভূত, বিভিন্নমূখী সংকটের জটলার, যার আগমন এটা বোঝতে পারেনি। কাঁপন, নতুনতম সামাজিক আন্দোলনসমূহের ঝাঁকুনির প্রতি এটা কম গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু এই বিষয়গুলো বা দাবিগুলো ইহা তাত্ত্বিকভাবে উপযোজন করতে পারে নি। সমাজবিজ্ঞান তার তাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে এবং দর্শনের জীবনরেখা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যম পরিসরের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহের উদ্‌যাপন থেকে সামাজিক তত্ত্বের এই বিপর্যয়, যা বিশেষভাবে আমেরিকা ও ফ্রান্সে উচ্চারিত ঐ প্রেক্ষিতে এটা সহায়ক নয়। সামাজিক তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান থেকে বেরিয়ে গেছে; এটা এখন চর্চা করা হয় সমালোচনামূলক তত্ত্বে (জাগতিক অর্থে, ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের

>>

“সমাজবিজ্ঞানের নৈতিক ও রাজনৈতিক অনুকল্পকে অধ্যয়নকারী সমাজবিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান ‘উদার সম্প্রদায়বাদ’ সংশ্লিষ্ট সামাজিক অন্যায় ও ক্ষতের সমালোচনাকে প্রকাশ করবে”

মিউনিসিপাল ধারনায় নয়) এবং স্টাডিজে (যা দ্বারা আমি আন্তঃবিভাগের একটি সমন্বয়কে বুঝিয়েছি যা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম কার্যকর করে)। এ নিউ ক্লাসিক্যাল সোসিওলজি, একটি বই আমি এলাইন ক্যালের সাথে লিখেছি। আমরা সামাজিক তত্ত্ব, নীতি এবং রাজনৈতিক দর্শন এবং স্টাডিজের মধ্যে একটি নতুন বন্ধন তৈরি করার প্রস্তাব করেছি। এই দৃষ্টিতে, সামাজিক তত্ত্ব এমন জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে দর্শন, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এবং নতুন মানববিদ্যাসমূহ পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা যাবে এবং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ তার নিজস্ব উপায়ে নৈতিক দর্শনের প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারবে।

যদিও কেউ আর এখন ইউরোপ কেন্দ্রিকতা যার উৎপত্তি সাধারণত সামাজিক বিকাশের বিবর্তনবাদী কারণসমূহের একটি সমগ্রতাকে নির্দেশ করে প্রাধান্য বা গণ্য করে না, ইতিহাসের দর্শন ও তার প্রাকধারণা যে একটি ইতিহাসের মতো এমন কিছু আছে যা সময় ও স্থান ভেদে সমাজ ও মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পুরোপুরি অস্বীকার করা কঠিন। ইতিহাসের একটি পোস্ট- হেগেলিয়ান দর্শন থেকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসমূহের একটি নব্য-কেন্টিয়ান দর্শনে পদার্পন সঠিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞানের জন্য যা আধুনিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে ওতোপোতভাবে জড়িত এবং যার জন্য আধুনিকতা একটি অনুকল্প ও একটি বিধেয় বা বস্তু উভয়ই, ইতিহাসের দর্শনের ছাপ অস্পষ্টভাবে থেকে যাবে। এটা কখনই পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হবে না।

যখন কেউ আধুনিক সমাজ নিয়ে অধ্যয়ন করে তখন তার জন্য ইতিহাসের দর্শন থেকে পালানো কঠিন হয়ে যায়, এর থেকেও বেশি কঠিন হয়ে যায় আধুনিকতার আদর্শিক নীতিগুলোকে সম্পূর্ণরুপে প্রত্যাখান করা। নিজেই আধুনিকতার একটি পণ্য হওয়ায়, সমাজবিজ্ঞান বিষয়াগত ও স্বাধীনতার আদর্শিক নীতিসমূহকে মেনে নেয় যার উপর ভিত্তি করে আধুনিক সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই নীতিসমূহ চলমান থাকবে বিজ্ঞানসমূহের ব্যবস্থাকে তৈরি করার জন্য। যদি সমাজবিজ্ঞান নৈতিক ব্যক্তিবাদের সামাজিক পূর্বশর্তসমূহ অধ্যয়ন করে, এটা করা হয় আদর্শিক নিতিসমূহের বৈধতাকে অস্বীকার না করার জন্য নয় বরং তাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনকে বোঝার জন্য। যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নীতিসমূহকে অস্বীকার করা হয়, তাদের বৈধতা বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের সমালোচনার মধ্যে নিহিত থাকে।

সমাজবিজ্ঞানের একটি সমাজবিজ্ঞান যা সমাজবিজ্ঞানের নৈতিক ও রাজনৈতিক অনুকল্পসমূহকে অধ্যয়ন করে এটা তুলে ধরবে যে সামাজিক অন্যায় (বৈষম্য) এবং সামাজিক ক্ষত (বিচ্ছিন্নতা) তার সমালোচনা মূলত ‘উদার সম্প্রদায়বাদের’ নিয়মসমূহ মেনে চলবে। কখনও কখনও এটি পরিচয় ও বৈধতার সাম্প্রদায়িকতার দিকে বেশি পরিমাণে ঝোঁকে পড়ে; অন্য সময় স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উদারতার দিকে। যখন এই বিষয়কে কর্তৃত্ববাদী অথবা ‘নিয়ন্ত্রিত’ শাসন দ্বারা আক্রমণ করা হয়, এর প্রথম নীতিসমূহ পুনঃনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক তা না হলে পৃথিবী থেকে এই বিষয়টি হারিয়া যাবে যার বিশ্লেষণ ও রক্ষা করার কথা ছিল। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ফ্রেডেরিক ভ্যান্ডেনবেরঘে <fredericvdbrio@gmail.com>

> ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

এবং অ্যান্টি-কসমোপলিটান সন্ত্রাস

আনা হালাফফ, ডেকিন ইউনিভার্সিটি,অস্ট্রেলিয়া।

ইলাস্ট্রেশন- আরবু, ২০২৩।

বিশ্বব্যাপি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসঙ্গে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ব্যবহার করে সরাসরি ও কাঠামোবদ্ধভাবে 'অপর'দের উপর সহিংসতা ঘটানোর সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে 'অন্য' বলতে সাধারণত মানব সংস্কৃতি, ধর্ম, লিঙ্গ ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের এবং আদিম জীবন ধারাকে বোঝানো হচ্ছে। যদিও মনে করা হয়, দুষ্কৃতকারীরা অন্যের ক্ষতি করার জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে, তবে 'এমবিভ্যালেন্স অফ দি স্যাক্রেড' মতবাদ অনুসারে অধিকাংশ ধর্মেরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা একইসঙ্গে সহিংসতা এবং শান্তির কথা বলে।

>>

> মানুষের আধিপত্য বিস্তার এবং রক্ষণশীলতা বৃদ্ধির মারাত্মক ফলাফল

ধর্মীয় মূল্যবোধে একত্ববাদের ধারণা অনুযায়ী সত্যকে জানার কেবল একটি সঠিক পথ রয়েছে এবং বর্জনবাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ফলে, ধর্মীয় এবং অ-ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি রাষ্ট্র এবং অন্যান্য কর্মকের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত সৃষ্টি হয়। কিছু ধর্মের ঐতিহ্যে 'পবিত্র যুদ্ধ' রয়েছে যা ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সহিংসতাকে সমর্থন করে। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থে নারী ও সমকামীদের নিম্ন মর্যাদা বা নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ধর্ম আইনের ঊর্ধ্বে গিয়ে শিশু, নারী, লিঙ্গ ও যৌনতা ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। বেশিরভাগ ধর্মের প্রবক্তা হচ্ছেন পুরুষ এবং ধর্মীয় মতাদর্শগুলো সমাজের সকল স্তরে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আধুনিক যুগে ধারণা করা হয়েছিল যে, ধর্মীয় নিরপেক্ষতার বিকাশ ঘটবে। যেমন, রাষ্ট্র ও সমাজের উপর ধর্মের ক্ষমতা ও প্রভাব কমে যাবে কিন্তু হয়েছে তার বিপরীত। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং মিডিয়া ভিত্তিক জোটগুলোর রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।ফলস্বরূপ আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

> কসমোপলিটানিজম এবং অ্যান্টি-কসমোপলিটান সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া

সমাজবিজ্ঞানী উলরিচ বেক এঁর মতানুসারে, সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের মাধ্যমে নয় বরং কসমোপলিটানিজমের পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করলে, এই বিষয়টি অধিক বোধগম্য হবে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ছিল বিশ্বজনীন। সেই সময়ে মানুষ এবং পরিবেশগত অধিকার ও বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন স্থানীয় আইন ও নীতি সহ বিশ্বব্যাপি ঘোষণাপত্র ও চুক্তিসমূহে এই বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে সংখ্যালঘু এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ধর্ম, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানসহ রক্ষণশীলদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়ায় তারা এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করেনি। ফলে, কসমোপলিটানিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং চরমপন্থি ধর্মীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়েছিল। এরা সংখ্যালঘু অধিকার, উদারনৈতিকতা এবং গণতন্ত্রের প্রকাশ্যে সমালোচনা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্যগত 'পারিবারিক মূল্যবোধ'-এর পক্ষে কথা বলে।

উদাহরণ স্বরূপ, নরওয়েতে অ্যান্ডার্স ব্রেভিকের ২০১১ সালের ভয়াবহ হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি ২০১৪ সালে প্রথম 'অ্যান্টি-কসমোপলিটান সন্ত্রাস' শব্দটি ব্যবহার করেছি। তার ইশতেহারে অভিবাসন এবং নারীবাদের বিরোধিতা করা হয়েছিল যা অস্ট্রেলিয়ান মূল্যবোধ বিতর্কের সময় অস্ট্রেলিয়ান রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা প্রদত্ত মুসলিম বিরোধী বক্তব্য উল্লেখ রয়েছে। ২০১৯ সালে ক্রাইস্টচার্চে ব্রেন্টন ট্যারান্টের ভয়াবহ মসজিদে গুলিবর্ষণসহ অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে উদ্ভূত ব্রেভিক কাণ্ড, অভিবাসন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের পেছনে দায়ী ছিল তার ইশতেহার।

ভারতে নরেন্দ্র মোদির কর্তৃত্ববাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদের ফলেও মুসলিম-বিরোধী কুসংস্কার বেড়েছে এবং হিন্দুত্বকে সমর্থনকারী এবং বিরোধিতাকারীদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভ্লাদিমির পুতিন সবচেয়ে অপ্রীতিকরভাবে অনলাইন প্রচারের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষণশীল বিশ্বের নেতা হিসাবে তার অবস্থান বজায় রেখেছেন। পুতিনের শাসনব্যবস্থা রাশিয়ান এবং রাশিয়ান অর্থোডক্স মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটি বিপজ্জনক ভাবে রাশিয়াকে তার আগের গৌরবে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্ঠা করছে। পুতিন ও প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল ইউক্রেনে এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে একটি নৃশংস ধর্মীয় যুদ্ধ লড়ছেন। তারা বিশ্বব্যাপি অন্যান্য অ্যান্টি-কসমোপলিটান নেতা এবং অতি ডানপন্থী আন্দোলনগুলিকে সমর্থন দেয়ার সময় গণতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করতে ঘৃণা ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। ভ্লোদিমির জেলেনস্কি, ইউক্রেনীয় জনগণ ও তাদের মিত্ররা এবং রাশিয়ায় পুতিন বিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী কর্মীরা যেমন, আলেক্সি নাভালনি ও তার সমর্থকরা পুতিনের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করে যাচ্ছেন।

> সমাজবিজ্ঞানী (ধর্ম বিষয়ক) হিসেবে আমাদের বর্তমান দায়িত্ব

বিশ্ব নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও সহিংসতা বৃদ্ধিতে রক্ষণশীল ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা আরও ভালোভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। প্রগতিশীল ধর্মীয় এবং অ-ধর্মীয় শান্তিবাদীদের পাশাপাশি থেকে সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত সন্ত্রাস ও সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে নিন্দা ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সমতা ও অসমতার পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা পরিচালনা করবেন। অনেক যুগ ধরে সমগ্র বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীরা বর্ণবাদ এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান যে, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের শান্তি ও সুস্থতার জন্য অন্তর্ভুক্তি ও একত্বতাবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মবিষয়ক সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাবগুলি অধিক বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে কম আলোচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য এটি স্বীকার করা গুরত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়েছে।

ধর্মকে ঘৃণার বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে বর্তমানে বৈষম্যমূলক মতামতকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সমাজবিজ্ঞানীদেরকে ধর্ম সম্পর্কিত সকল ধরনের ঘৃণা ও ক্ষতি অনুসন্ধানের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: আনা হালাফফ <anna.halafoff@deakin.edu.au>

> সামাজিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা

মিকেল কার্লেহেডেন, কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি, ডেনমার্ক এবং **আর্থার বুয়েনো**, পাসাউ বিশ্ববিদ্যালয় ও গেটে বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।

কৃতজ্ঞতা: লাক্লান ডোনাল্ড, আনস্প্ল্যাশ ।

'তত্ত্বের আগে তাত্ত্বিকতা আসে'–এ কথাটি সর্বস্বীকৃত হলেও তত্ত্ব এবং তাত্ত্বিকতার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং সারবস্তুর পারস্পারিক পরিচর্যার ও পরিচালনার মাধ্যমে তত্ত্বের সারসত্তা তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্ষেত্র উন্মোচন করে। একজন তাত্ত্বিক হিসেবে আমরা কীভাবে তত্ত্ব তৈরি করি এবং কীভাবে আমাদের তা করা উচিত আর এর সাথে কি কোনো বিশেষ দক্ষতা বা কৌশল জড়িত? কোনো শিল্প বা কারুশিল্প কিংবা তাত্ত্বিক পদ্ধতি রয়েছে কি? এবং যদি তা রয়ে থাকে; তবে, কীভাবে সেটি আত্মস্থ করে আরও বিকশিত করা যেতে পারে? আমরা যখন এইরূপ প্রশ্ন করা আরম্ভ করি, তখন দেখতে পাই যে, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বিষয়ের উপর খুব অল্পই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

আমরা এই ধরনের প্রশ্ন করি, 'অধিক স্পষ্ট এবং সাহসী তত্ত্ব' তৈরি করার অভিপ্রায়ে যা মূলত আমাদের চিন্তাভাবনাকে তত্ত্ব থেকে তাত্ত্বিকতার দিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রাথমিকভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এর পাশাপাশি আরও বিবিধ কারণ রয়েছে। যেমন, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক তত্ত্বসমূহের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা। 'পেশা বা বৃত্তি অথবা লক্ষ্য হিসেবে সামাজিক তত্ত্ব' কি এখনও গ্রহণযোগ্য? মনে হচ্ছে, শুধু 'তত্ত্বের সোনালি সময়' ক্ষান্ত হয় নি বরং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক তত্ত্বসমূহ বিকশিত করার জন্যে একটি 'স্বদিচ্ছার ক্ষয়' চলমান। এহেন শোচনীয় অবস্থার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার পরিবর্তে এটি কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল তার একটি যথাযথ প্রতিফলন ঘটানো উচিত। বিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রধান সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজবিজ্ঞানে যে বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেটি বিবেচনা করলে বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যাই হোক, ইতোমধ্যে গত শতাব্দীর শেষ চতুর্ভাগে এমন প্রবণতাসমূহ আবির্ভূত হয়েছিল যা সে সময় হতে অদ্যবধি কেবল তীব্রতর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন উপ-শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষামূলক গবেষণার উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, যেখানে পরিমাণগত পাঠ একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নিশ্চিতভাবে বলা যে, সে সময়টি সমাজতাত্ত্বিকদের একটি নব প্রজন্মের উত্থান দ্বারাও চিহ্নিত হয়েছিল তা

>>

সত্ত্বেও, গত প্রজন্মের বহু মনীষী ব্যাপক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় তাত্ত্বিক হলেন ব্রুনো লাতুর যাকে বলা হতো তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক।

এইরূপ প্যারাডাইম পরিবর্তনের জন্যে অবশ্যই কিছু উপযুক্ত কারণ ছিল। তত্ত্বের দীর্ঘ জয়যুক্ত সফল সময়ের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানে কিছু বিতর্কের আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষত্বের উপর আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান বিনির্মাণে জনসাধারণের অবদানের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তদপুরি, জ্ঞান উৎপাদনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক অনুশাসনগুলোতে কিছু যুগান্তকরী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং পূর্বে উপেক্ষিত প্রান্তিক পরিপ্রেক্ষিতগুলোকে সংজ্ঞায়িত করেছে (বুয়েনো এট অল, ২০২২)। অতঃপর, এই নবধারাগুলো কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের রূপ ধারণ করেনি; বরং তারা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ভিত্তিক কাঠামোগুলোতেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল।

ব্যাপকতা তত্ত্বের (গ্র্যান্ড থিওরির) পতনের সঙ্গে তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় গবেষণার বিশেষ অবস্থান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। পেশা হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব চর্চার শর্তগুলো অর্থাৎ 'প্রকৃত বিজ্ঞানের' অংশ হিসেবে ধীরে ধীরে বি-লুপ্ত হয়েছে। বিপরীতক্রমে, ব্যাপকতা তত্ত্বের (গ্র্যান্ড থিওরির) সমালোচনা অনিশ্চিত বলে প্রতিষ্ঠিত নব্যধারাগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে। ব্যতিক্রমী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার দরুণ তত্ত্ব লেখকদের একচেটিয়া ক্রিয়াকলাপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে। অধিকন্তু, অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা এবং সামাজিক তত্ত্বের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তৈরি হয়ে যাওয়ার একটি আশংকা রয়ে যায়।

উক্ত পরিস্থিতিতে, তাত্ত্বিকতার উপায়গুলোর উপর যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করলে তা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করতে পারে। তাই, আমরা মনে করি যে, সামাজিক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময়। গৌরবোজ্জ্বল অতীতে ফিরে যাওয়া নয় (যা আদতে মোটেও গৌরবজনক ছিল না), বরং তত্ত্বীকরণের বিবিধ উপায়, পদ্ধতি ও তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। যদি প্রশ্ন করি, সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক তত্ত্বের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? তাত্ত্বিকতার পদ্ধতিগুলো কি বিভিন্ন জ্ঞানের রকমফের এবং সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত? সুপ্ত হয়ে যাওয়া তাত্ত্বিক ধারপ্লাগুলো কি কমবেশি নীরব আর অন্যান্য তত্ত্বসমূহ কি পূর্ববর্তী আধিপত্যবাদী ধারণা কর্তৃক প্রভাবিত?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করলে, পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন যে, এই সব প্রশ্নের কোনো সমন্বিত উত্তর নেই। তাই, পাঠকরা বহুত্ববাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলোয় ফিরে না গিয়ে বর্তমান প্রতিবন্ধকতাসমূহকে চিহ্নিত করবে এবং এই সমস্যাগুলোকে অবহেলা না করে সামাজিক তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার আশু সম্ভাবনা সন্ধান করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
মিকেল কার্লেহেডেন <mc@soc.ku.dk>
আর্থার বুয়েনো <arthur.bueno@uni-passau.de> / টুইটার : @art_bueno

> তত্ত্ব নির্মাণে সৃজনশীলতার অন্বেষণ

রিচার্ড সুয়েডবার্গ, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কৃতজ্ঞতা: অ্যালেক্স ল্যান্টিং,

তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষা থাকা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু আদৌ কি তা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে তার সঠিক পথ কোনটি? প্রায় সবাই স্বীকার করে নেবে সৃজনশীলতার কোনো সার্বজনীন দাওয়াই নেই। আমরা যা করতে পারি তা হলো, তত্ত্ব নির্মাণে সৃজনশীলতাকে স্বাগতম জানাতে পারি যার স্বপক্ষে এই নিবন্ধে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। আর সেটা হলো আমরা নিজেদেরকে এমন একটি স্থানে প্রতিস্থাপন করতে পারি যা আমাদেরকে নতুন ও অর্থবহ কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাফল্য এনে দেবে।

সৃজনশীলতাকে স্বাগতম জানানোর ক্ষেত্রে একজন সমাজবিজ্ঞানীর স্বভাবজাত মাধ্যম হবে সৃজনশীলতার সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আবিষ্কার এর গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকসমূহকে চিহ্নিত করা। শুনতে যতটা সহজ লাগছে, কাজটি প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ নয়। কারণ, একজন সমাজবিজ্ঞানীর দ্বারা উদঘাটিত গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকসমূহ অধিকাংশ সময়ে ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থী। যেমনটি গিলবার্ট রাইল বলেছেন, 'কী' জানা আর 'কীভাবে' জানা এক নয়।

তবে, সৃজনশীলতা সম্পর্কিত গবেষণা ও 'কী' সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে 'কীভাবে' সংক্রান্ত জ্ঞানে পরিণত হওয়ার উপায় থাকতে পারে। এ প্রক্রিয়াটিকে অনুবাদ বলা যায়, এক্ষেত্রে আমি প্রথমে সৃজনশীলতা সম্পর্কিত কতিপয় সুপরিচিত সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ উপস্থাপন করবো এবং পরবর্তীতে তাদের কাজকে 'কী' সংক্রান্ত জ্ঞানকে 'কীভাবে' সংক্রান্ত জ্ঞানে রূপান্তর করার চেষ্টা করব।

গবেষণা ১ : রবার্ট মার্টন দাবি করেছেন যে, সৃজনশীলতা একটি আকস্মিক কিংবা সৌভাগ্যজনিত ব্যাপার হতে পারে যা 'সিরেনডিপিটি' বলে পরিচিতি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং অপ্রত্যাশিতভাবে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন। একটি বস্তু পেট্রি ডিশে পড়ে গেলে তিনি লক্ষ্য

>>

করলেন যে সেটি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করছে। 'সিরেনডিপিটির ভ্রমণ ও অভিযান' নামক রচনায় মার্টন ও এলিনর বার্বার আরও দাবি করেছেন। বিশেষ কিছু পরিবেশে সেরিনডিপিটি ঘটার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে যা সিরেন্ডিপাস মাইক্রোইনভাইরোনমেন্টস নামে পরিচিত। পালো আল্টোর 'দ্যা সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডি ইন দ্যা বিহাভিয়ারাল সাইন্স' (যা মার্টন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন) একটি উদাহরণ ও 'হার্ভার্ড সোসাইটি অব ফেলোস' অন্য একটি উদাহরণ।

গবেষণা ২ : আধুনিক সমাজবিজ্ঞান চর্চায় নেটওয়ার্ক একটি জনপ্রিয় বিষয় এবং টেকনিক্যাল নেটওয়ার্ক ক্রিয়েটিভিটির উদাহরণ হিসেবে রোনাল্ড বার্টের স্ট্রাকচারাল হোলস এবং গুড আইডিয়াস এর কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রধান দাবি হলো একজন তথাকথিত ব্রোকার যে দুইটি নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে সে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে অধিক ভালো অবস্থানে থাকে। আরও একটি উদাহরণ হলো আপনি একজন সমাজবিজ্ঞানী, কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের মানুষদের সঙ্গে আপনার নেটওয়ার্ক থাকতে পারে। যেমন কগনিটিভ সাইন্টিস্ট বা বায়োলজিস্ট।

গবেষণা ৩ : নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৃজনশীলতার রহস্য উন্মোচন এর ক্ষেত্রে আরেকটি ঐতিহাসিক চেষ্টা রয়েছে যা র‍্যান্ডল কলিন্স এর বৃহৎ দর্শন ইতিহাস 'দ্যা স্যোশিওলজি অব ফিলোসফি'তে পাওয়া যায়। এর দাবি হলো, সৃজনশীলতা সমাজ, সংগঠন ও নেটওয়ার্ক এর ত্রিস্তর মিথস্ক্রিয়ার ফল। উদাহরণস্বরুপ জার্মান এনলাইটেনমেন্ট এর কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে সামাজিক অনুঘটক ছিলো ফরাসি বিপ্লব; কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিলো বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইমানুয়েল কান্টের একটি বিশেষ নেটওয়ার্ক ছিলো যার সঙ্গে সহকর্মী, ছাত্র ও অন্যান্যরা বিশেষভাবে সংগঠিত ছিল। একটি সৃজনশীল নেটওয়ার্কের প্রাক্কালে একাধিক উৎস থাকে যা পরিবর্তীতে সমস্ত স্থান দখল করে নেয়।

গবেষণা ৪ : যখন একটি নেটওয়ার্ক এর প্রশস্ত সীমা থাকলেও, দলের নয়; আধুনিক বিজ্ঞানে এর ভূমিকাও হয় ভিন্ন। ২০১৯ সালে কম্পিউটেশনাল সমাজবিজ্ঞানী জেমস এ ইভান্স এবং তাঁর সহকর্মীরা মিলে একটি দলে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ও এর সঙ্গে সৃজনশীলতার সম্পর্ক নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেছেন। তাদের ফলাফল অনুযায়ী, ছোট দলগুলো এমনকি ব্যক্তিগত কাজও বড় দলগুলোর চেয়ে বিধ্বংসী আবিষ্কার করতে সক্ষম। এখানে বিধ্বংসী বলতে বোঝানো হচ্ছে শক্তিশালী ও অত্যন্ত অসম্ভাব্য তত্ত্বসমূহ। অন্যদিকে বড় দলগুলো প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে যা তেমন বৃহৎ আবিষ্কার এনে দিতে পারেনা।

> সৃজনশীলতাকে স্বাগতম জানানোর উপায় :

এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃজনশীলতার দাওয়াই লিখে দেওয়া সম্ভব নয় বরং তাকে স্বাগতম জানানো যায়। আরও দাবি করা হয়েছে যে, সৃজনশীলতা সম্পর্কিত অধিকাংশ গবেষণা 'কী' সংক্রান্ত জ্ঞান এর ভিত্তিতে হয়; যেখানে কিনা প্রয়োজন 'কীভাবে' সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চারএবং এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আমি একটি অনুবাদ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছিলাম যা এখন উপস্থাপন করার সময় এসেছে।

প্রথমেই আমাদেরকে সৃজনশীলতাকে স্বাগতম জানায় এমন কিছুকে চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নিবন্ধে কতিপয় গবেষণা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো মার্টনের সিরেনডিপিটাস মাইক্রোইনভায়রনমেন্ট, বার্ট ও কলিন্সের বিশেষ নেটওয়ার্ক, এভান্স ও অন্যান্যদের ে ক্ষেত্রে দলের আকার।

দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আপনি যদি এই অনুঘটকসমূহ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চান তবে তা কিভাবে করবেন। আপনি যদি তা করতে পারেন ফলাফলও আশানুরূপ হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কিছু সিরেনডিপিটাস মাইক্রোএনভায়রনমেন্ট এর কিংবা একটি সৃজনশীল নেটওয়ার্ক এর অংশ হতে পারেন অথবা নিজেকে উদীয়মান প্রাণবন্ত কোনো দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন। আশা করা যায় এর মাধ্যমে আপনার সচেতন ওঅবচেতন মন সৃজনশীল পন্থায় কাজ করা শুরু করবে তবে এটি তখনও সম্ভব যখন আপনি একা পথ চলছেন, ধরুন বার্ট ব্রোকারের একাধিক নেটওয়ার্ক এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মতো। এক্ষেত্রে কয়েকটি পন্থা আছে। উদাহরণস্বরুপ, নিজের স্বতন্ত্র ধারণার সঙ্গে অন্য দল বা ব্যক্তিবর্গের ধারণাসমূহের মেলবন্ধন ঘটানো।

এটি সত্য যে, আপনি কখনোই নিশ্চিত হতে পারবেন না। আপনি সৃজনশীলতাকে সফলভাবে স্বাগতম জানাতে পেরেছেন কিনা। তবে, তত্ত্ব নির্মাণের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এতে নতুন ও সৃজনশীল কি রয়েছে? এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যয় হতে পারে, *যদি তুমি চেষ্টা না করো তবে তুমি উড়তে পারবে না*। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : রিচার্ড সুয়েডবার্গ <rs328@cornell.edu>

> তাত্ত্বিকীকরণের পদ্ধতিসমূহ : বহুত্ববাদের আহ্বান

মিকেল কার্লেহেডেন, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্ক।

একজন সমাজবিজ্ঞানী তিন পা বিশিষ্ট একটি টুলের উপর বসে আছেন। পা তিনটি হলোঃ গুণগত গবেষণা, পরিমাণগত গবেষণা এবং সামাজিক তত্ত্ব। তিনটি পায়ের একটি ভেঙ্গে খারাপ হয়ে গেলে টুলটি ভেঙ্গে যাবে এবং সমাজবিজ্ঞানী নীচে পড়ে যাবেন। কৃতজ্ঞতা: চার্লস ডেলেভিও, আনস্প্ল্যাশ।

কীভাবে আমরা তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক কাজের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারি? সমাজবিজ্ঞানীগণ এটিকে অত্যন্ত জটিল বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একে পার্সনস 'গভীর খাঁজযুক্ত' ; ব্লুমার 'পৃথক'; জোস ও নোবল 'অত্যন্ত পার্থক্যযুক্ত বিভাজন' হিসেবে বিশেষায়িত করেছেন। তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক কাজের সম্পর্কের বোঝাপড়াটা সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের মতোই পুরানো। সময়ে সময়ে প্রভাবশালী পদ্ধতিগত মতবাদগুলোর সঙ্গে এই বিশেষণগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। এর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিযুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। যেমন, একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিম্নরূপ : একজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তিনপায়া চৌকিতে বসে থাকেন। এই পায়াগুলো নির্দেশ করে যথাক্রমে গুণগত গবেষণা, পরিমাণগত গবেষণা এবং সামাজিক তত্ত্বকে। এই পায়াগুলোর একটি খারাপ অবস্থায় থাকলে, চৌকি ভেঙে যেতে পারে এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ নিচে পড়ে যাবেন।

এই 'পা' গুলো সমাজবিজ্ঞানের প্রধান তিনটি উপক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যকে যেমন প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি চৌকিটির পায়াগুলো পরস্পরের আন্তঃনির্ভরতাকে প্রকাশ করে। এই তিনটি উপক্ষেত্রের সমন্বয়ে বিভিন্ন দক্ষতা এবং জ্ঞান তৈরি হয় যা পরস্পরকে সাহায্য করে। পার্থক্য এবং বিশেষীকরণ কোনোটিকে না সরিয়ে এই দক্ষতা এবং জ্ঞানকে একীভূত করার উপায়কে বর্তমানে 'মিশ্র পদ্ধতি' বলে। যাইহোক, এই ধরনের কাজের উদ্দেশ্য হলো পরিমাণগত এবং গুণগত গবেষণাকে একত্রে সম্পন্ন করা। তাহলে তৃতীয় পায়ের কী হবে? গবেষণা কর্মকে দ্বিমুখী সম্পর্কের পরিবর্তে একটি ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার জন্য মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্ত করা উচিত হবে? এই নিবন্ধে, আমি অন্য উপায় সুপারিশ করব।

> আমরা সকলেই তাত্ত্বিক

আমার পরামর্শটি এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বেশিরভাগ সমাজবিজ্ঞানী নিজের মত বা ভিন্নমত অনুযায়ী নিজেকে তাত্ত্বিক বলে দাবি করেন। তাত্ত্বিককরণ প্রথম দুটি উপক্ষেত্রকে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্যদিকে সামাজিক তত্ত্ব পরোক্ষভাবে শুধু অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়াও, তৃতীয় উপক্ষেত্রে সামাজিক তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ এবং পরীক্ষা করার মতো করে প্রথম দুটি উপক্ষেত্রে তাত্ত্বিককরণকে মনেই করা হয় না; অন্তত প্রাথমিকভাবে তো নয়ই বরংতিনটি উপক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি ভিন্ন তাত্ত্বিক ধারা অনুশীলন করা হয়। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আমি যে প্রশ্নটি দিয়ে এই নিবন্ধটি শুরু করেছি, তার উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক কাজের মধ্যকার সম্পর্ককে বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়াও, তাত্ত্বিকীকরণকে বিভক্ত এবং

>>

একত্রীকরণের প্রয়োজন হিসাবে বোঝা উচিত, যা ছাড়া এর পার্থক্যকে বোঝা যায় না।

> তাত্ত্বিককরণের অনুপস্থিত পদ্ধতি

এই নিবন্ধে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের শুধু অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি নিয়ে কথা বলা উচিত নয়; তাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্পর্কেও কথা বলা উচিত। প্রাথমিক ধাপে, আমরা চলক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করতে পারি। যাইহোক, এটি প্রায়শই অস্পষ্ট যে, সমাজবিজ্ঞানীরা কী দাবি করছেন বা তারা কী তত্ত্ব দিচ্ছেন বা কীভাবে সেই তাত্ত্বিককরণটি সম্ভব হচ্ছে। অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির তুলনায়, সমাজবিজ্ঞানীরা আশ্চর্যজনকভাবে কদাচিৎ তাত্ত্বিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করেন; এমনকি সামাজিক তত্ত্বের উপক্ষেত্রের উপরেও নয়। তাত্ত্বিককরণ পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক, কোর্স, জার্নাল, গবেষণা পদ্ধতি বিভাগে আমরা খুবই কম আলোচনা দেখি। এ বিষয়ে কোনো গবেষণা নেটওয়ার্কও গড়ে উঠতে দেখা যায় না। সুতরাং, তাত্ত্বিক অনুশীলনগুলো 'সেটা জানা'র পরিবর্তে 'কীভাবে জানা' দ্বারা চিহ্নিত করা হয় (রাইল)। সুতরাং, পদ্ধতিগত এবং তাত্ত্বিক উভয় ক্ষেত্রের একছত্রকরণকে প্রতিহত করতে এবং তাত্ত্বিকীকরণের একাধিক ধারা অনুশীলন করতে; আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোকে স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ, তাত্ত্বিকীকরণের পদ্ধতিগুলো প্রণয়ন করতে হবে।

গ্যাব্রিয়েল অ্যাবেন্ডের বৈশিষ্ট্যের পুনর্গঠন এবং বিকাশের উপর ভিত্তি করে তত্ত্বের সাত ধরনের অর্থ একটি আসন্ন নিবন্ধে[১] আমি সমাজবিজ্ঞানের তিনটি উপক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তাত্ত্বিককরণের সাতটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছি যা নিচে দেওয়া হয়েছে।

- পরিমাণগত গবেষণা (চলক বিশ্লেষণ) :

টি[১] ফ্যাক্ট এর অভিজ্ঞতামূলক সাধারণীকরণ এবং চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

টি[২] মধ্য-পরিসর স্তরে চলকের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে অনুমান নির্মাণ

- গুণগত গবেষণা (ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ) :

টি[৩] ব্যাখ্যা : প্রেক্ষিত নির্ভর (কাছাকাছি ও মোটা দাগে) অর্থের ধারণা তৈরি

- সামাজিক তত্ত্ব :

টি [৪] সামাজিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

টি[৫] সামাজিক অন্টোলজি : সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারণা তৈরি

টি[৬] সামাজিক সমালোচনা : সামাজিক নিয়ম এবং অনুশীলনের নির্মাণ, পুনর্গঠন বা বিনির্মাণ

টি[৭] সমাজের তত্ত্ব : সমাজের গঠনমূলক কাঠামোগত নীতিগুলোর ধারণা এবং সময়ের সঙ্গে তাদের রূপান্তর (ব্যাপক অর্থে)

> পর্যবেক্ষণ বনাম হাতলওয়ালা চেয়ার পদ্ধতি

তাত্ত্বিকীকরণ পদ্ধতির এই পার্থক্যটি দুটি মাত্রার উপর নির্ভর করে। একটি হলো তাত্ত্বিকীকরণ ও পর্যবেক্ষণের (যেমন, সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার, ফিল্ড স্টাডি এবং পরীক্ষণ) মধ্যে সম্পর্কের ধরন এবং অন্যটি তাত্ত্বিককরণের বিষয়বস্তু। একথাও সত্য যে, প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকীকরণ অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকলেও অভিজ্ঞতামূলক ও তাত্ত্বিক কাজকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ছাড় দেই না। তাত্ত্বিকীকরণের সমস্ত পদ্ধতিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে, তত্ত্বটি '*প্রমাণ দ্বারা নির্ধারিত*'। যা শেষের চার নম্বর পদ্ধতি থেকে প্রথম তিনটিকে বিভক্ত করে তা হলো সামাজিক তত্ত্বায়নে তদন্তাধীন সমস্যাগুলো পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। এই সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে 'আর্মচেয়ার সমাজবিজ্ঞান' দাবি করে।

যাইহোক এটি জোর দিয়ে বলা যায় যে, উপরের তালিকার পদ্ধতিগুলোকে বিশুদ্ধ প্রকার হিসাবে ধরা উচিত। তাত্ত্বিক কাজ প্রায়শই বিভিন্ন ধারার সমন্বিত রূপ। হাইপোথেটিকো-ডিডাক্টিভ পদ্ধতিটি। উদাহরণস্বরূপ, টি১ এবং টি২ এর সংমিশ্রণ হিসাবে বোঝা যেতে পারে। টি৫, টি৬ বা টি৭ অর্থে সামাজিক তাত্ত্বিকীকরণ প্রায়শই টি৪ থেকে আলাদা। চলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্যকরি অর্থ তৈরির জন্য বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় এবং বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের ফলাফলের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করার জন্য চলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু, উভয় ধরনের বিশ্লেষণের জন্য তাদের অধ্যয়নের বস্তুর উপর কাঠামোগত নীতির প্রভাব সনাক্ত করার জন্য টি৭ প্রয়োজন, টি৫ তাদের প্রস্থানের অনটোলজিক্যাল পয়েন্টগুলোতে প্রতিফলিত করার জন্য এবং তথ্যের মূল্য-ভারসাম্য বিবেচনা করার জন্য টি৬ প্রয়োজন। বিপরীতভাবে, বিশুদ্ধ সামাজিক তত্ত্বের শূন্যতা এড়াতে সামাজিক তত্ত্বায়নের জন্য অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার ফলাফল প্রয়োজন। যাইহোক, সমাজবিজ্ঞানকে উপক্ষেত্রে পার্থক্যের অর্থ হলো যে, কোনো নির্দিষ্ট গবেষণা প্রকল্পে তাত্ত্বিকীকরণের কিছু পদ্ধতিই শুধু কার্যকর। প্রায়শই, তাদের মধ্যে মাত্র একটি বা দুটিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনুসরণ করা হয় আর অন্যগুলো অধস্তন, তাদেরও অনানুষ্ঠানিক মর্যদা রয়েছে এবং সাধারণ ধারণার উপর ভর করে তাত্ত্বিককরণ দ্বারা স্বচ্ছভাবে প্রতিস্থাপিত হয়। দক্ষ তাত্ত্বিককরণের জন্য বিশেষীকরণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একই সঙ্গে এটি সাবফিল্ডের মধ্যে সহযোগিতার তাৎপর্যকেও গুরুত্বারোপ করে।

> তাত্ত্বিককরণে বহুত্ববাদের আহ্বান

উপসংহারে আমার পরামর্শ হলো তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞতামূলক কাজকে যুক্ত করার সময় আমাদের প্রস্থানের কেন্দ্র হিসাবে তত্ত্বায়নের একাধিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া উচিত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানে তাত্ত্বিককরণ শুধু অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় সামাজিক তত্ত্ব প্রয়োগ এবং পরীক্ষা করা বা পরিবর্তনশীল বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের সঙ্গে সামাজিক তত্ত্বের প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত নয়। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ভ্রান্তদয়ই ধারণাই প্রচলিত। বর্তমানে, চলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত একটি সমাজবিজ্ঞানের পুনর্বাসনের দিকে নির্দেশ করে এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা হয়তো এমনভাবে সমাজবিজ্ঞানের 'বৈজ্ঞানিকতার' সম্মুখীন হচ্ছি যা আমরা ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশক থেকে দেখিনি। এই ধরনের ইঙ্গিতগুলো তাত্ত্বিক বহুত্ববাদের জন্য আহ্বানের পটভূমি। আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা যে চেয়ারের উপর বসে আছি তার তিনটি পায়ের যত্ন নিতে ব্যর্থ হলে আমরা সবাই চেয়ার থেকে পড়ে যাব। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : মিকেল কার্লেহেডেন <mc@soc.ku.dk>

১. Carleheden, M. (forthcoming) "Unchain the beast! Pluralizing the method of theorizing" in Fabian Anicker and André Armbruster (eds.) *Die Praxis soziologischer Theoriebildung*. Springer.

> চলুন মুক্ত-আত্মার সমাজবিজ্ঞান চর্চা করি

আনা এনগস্টাম, লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন।

ক্যাথরিন ক্রাস্টারের (১৮৪১-১৮৭৪) 'দ্য সেন্টিপিডস ডিলেমা': সেন্টিপিড বেশ খুশি ছিল, / যতক্ষণ না একটি ব্যাঙ মজা করে / বলল, প্রার্থনা, কোন পা কোনটির পরে যায়?/ এবং এমন একটি পিচে তার মন কাজ করেছিল, / সে একটি খাদে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল / কীভাবে দৌড়ানো যায় তা বিবেচনা করে।
কৃতজ্ঞতা: জাক লেজনিভিচ, আনস্প্ল্যাশ ।

আমরা যদি জানতাম যে, আমরা কি করছিলাম, তাহলে এটাকে গবেষণা বলা হবে না, তাই না?'–এই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটিকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বলে প্রচার করা হয় যিনি নিঃসন্দেহে প্রতিভার প্রতীক। যিনি এটি বলেছেন তিনি অন্তর্দৃষ্টির অপরিহার্যতা চিহ্নিত করেছেন; যেগুলো হলো আপনি যা করছেন তা নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন না করে চালিয়ে যাওয়া; শৃঙ্খলাহীন, নিয়মবহির্ভূত চিন্তাভাবনায় নিমজ্জিত হওয়া; সুস্পষ্ট যৌক্তিক চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই আগ্রহের কিছু অর্জন করতে নিজ ক্ষমতার উপর আস্থা রাখা। এটি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায়, আপনি কেবল সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই অভিনব কিছু নিয়ে আসতে পারবেন না, পারবেন কি? মূল ধারণা এবং তার ধাঁধা তৈরি করতে সৃজনশীল চিন্তার প্রয়োজন এবং তার চেয়েও বেশি যা প্রয়োজন তা হলো: আপনাকে স্বাভাবিক সৃজনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে! আপনাকে প্রতিভাবানের মতো ভাবতে হবে

প্রথমেই রবার্ট কে. মার্টন কি আপত্তি জানাবেন? *রিচার্ড সুয়েডবার্গ* উল্লেখ করেছেন যে মার্টন সম্ভবত 'প্রথম সমাজবিজ্ঞানী যিনি জ্ঞান, অধ্যয়ন এবং শিক্ষার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে তত্ত্বের বিষয়বস্তুকে এককভাবে তুলে ধরেন।' তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের বলতেন, 'এটি একটি ভালো জিনিস যে, আপনি জানেন যে আপনি কি করছেন।' এইভাবে *মার্টন* তত্ত্ব তৈরি করার সময় কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। সুইডবার্গ এটিকে সহায়ক বলে মনে করেন এভাবে, 'এটি এই সত্যটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে যে আপনি যখন তত্ত্বটি তৈরি করেন তখন আপনাকে অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি সতর্ক মনোযোগ দিতে হবে যা প্রায়শই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়।' অন্যদিকে, 'এটি [তাত্ত্বিকতা] রৈখিক এবং যৌক্তিক ভাবে ঘটে না '–এই অন্তর্দৃষ্টি মার্টনের সুশৃঙ্খল গবেষণার ধারণার সাথে খুব কমই মানানসই।

'সামাজিক জগত সম্পর্কিত যে ধাঁধা, যা বলে সামাজিক জগত অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত কিংবা মহান' এবং 'একটি বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা উক্ত ধাঁধার উত্তর দেয় কিংবা ব্যাখা করে কিংবা সমাধান করে' সেটির আগমন নিঃসন্দেহে যে কোনো উত্তম সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরির কেন্দ্রে রয়েছে (*অ্যান্ড্রু অ্যাবট*)। কিন্তু উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে বুদ্ধিবৃত্তিক করা কতটা ভালো? বর্ধিত সংক্রান্ত জ্ঞান 'কীভাবে' জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম? তর্কাতীতভাবে, বুদ্ধিবৃত্তিকতা বা বুদ্ধিবৃত্তিবিরোধী এই প্রশ্নটি তত্ত্ব তৈরির তত্ত্বায়নের মূলে রয়েছে। আইনস্টাইন খুব বেশি বিশ্লেষণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন (জর্জ সিলভেস্টার ভিয়েরেক এর ১৯২৯ সালের *সাক্ষাৎকারটি* দেখুন)। এভাবে, 'সম্ভবত আপনি ব্যাঙ্গাচি এবং বিছের গল্প মনে রেখেছেন?' (যদি মনে না থাকে, ক্যাথরিন ক্রাস্টারের ১৮৭১ সালের সুন্দর *কবিতাটি* পড়ুন!) 'এটি সম্ভব যে বিশ্লেষণ আমাদের মানসিক এবং মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে একইভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে।' যে শিক্ষাটি শিখতে হবে তা হলো আপনি যা করছেন তা নিয়ে সাবধানে চিন্তা করা আপনার কাজকে ব্যাহত করতে পারে এবং এর ফলে কর্মক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। *চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্সের ১৯০৭ সালে লেখা চিত্তাকর্ষক গল্প* যে কীভাবে তিনি সোজাসাপ্টা অনুমানের মাধ্যমে চুরি হওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করেছিলেন সে সম্পর্কে অনেকটা একইভাবে বোঝা যায়। বার্তাটি পরিষ্কার, আপনার সঠিক অনুমান করার ক্ষমতার উপর কিছুটা আস্থা রাখুন! এবং আইনস্টাইন ঠিক তাই করেছিলেন।

আইনস্টাইনকে যখন 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আকস্মিক অগ্রগতির বিষয়ে' জিজ্ঞাসা করা হয়, আইনস্টাইন তাঁর নিজের আবিষ্কারগুলোকে অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুপ্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করেন এভাবে, 'আমি মাঝে মাঝে অনুভব করি যে আমি সঠিক। কিন্তু আমি জানি না সেটি আমিই।' আকর্ষণীয়ভাবে, তিনি শিল্প এবং বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছেন এভাবে, 'আমার কল্পনার উপর অবাধে আঁকার জন্য শিল্পী হিসেবে আমি যথেষ্ট'। পিয়ার্সও তাই বলেন, বিজ্ঞানীদের 'অনুসন্ধানের শিল্প'কে স্বীকার করতে হবে, যা হলো অনুমান গঠনের সৃজনশীল দিক যা তথাকথিত জবরদস্ত যুক্তির অনুমানজনিত (অ'প্রয়োজনীয়) দিককে প্রতিফলিত করে। আপনি অবশ্যই সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, তবে আপনি 'কী হলে ...?' এ বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন! আপনার অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করুন! আপনার কল্পনার উপর নির্ভর করুন! এখন আমরা বুঝতে পারছি প্রতিভার সঙ্গে গবেষণার সম্পর্ক কী। আমি আপনাকে একটি কুনঅনুসারী উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

জীবনের শেষ দিকে, *থমাস কুন* পদার্থবিজ্ঞানের দুর্বলতাগুলোর তত্ত্ব তৈরির উপায়ের উপর মতামত দিয়েছিলেন যে, "আমি গতিশীল ক্যাটাগরিসহ একজন কান্টঅনুসারী।' কুন একজন কান্ট অনুসারী যার অস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, একজন কান্ট অনুসারী যিনি শিল্পের জগতের বাইরে প্রতিভার তাৎপর্যকে

>>

স্বীকৃতি দিয়েছেন –একজন কান্ট অনুসারী যাকে নিৎসে স্পর্শ করেছেন? সঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন, আমি অগ্রগামী ব্রিকলেজ হিসাবে *দ্যা স্ট্রাকচার অফ সাইন্টিফিক রেভ্যুলিউশন*' (১৯৬২) পড়ি গবেষণা কার্যকলাপের ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলোকে দেখে বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিশ্রুতির অসাধারণ পরিবর্তনগুলোকে বোঝার জন্য। কুন, কান্টের ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট (১৭৯০) এর প্রতিভা এবং শিল্পের উপর লেখাগুলোর ওপর জোর দেন। ৪৬ থেকে ৫০ অনুচ্ছেদ কান্ট আমাদের বলেন কোন জিনিসটি প্রতিভা তৈরি করে; তদুপরি, তিনি চিন্তাভাবনা এবং সৃষ্টির একটি শৈলী হিসাবে উদ্ভাবনকুশলতাকে তুলে ধরেন। আমি এটাকে এভাবেই বুঝি যে, শৃঙ্খলাহীন সৃজনশীলতার মাধ্যমে একজন প্রতিভাবান শিল্পের একটি শৃঙ্খল অংশ তৈরি করে। আরও নির্দিষ্টভাবে কুন উদাহরণ দিয়েছেন, একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বহুগুণে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে অতিক্রম করে এমন একটি সৃষ্টিতে পরিণত হয় যা আগেকার একটি অসংক্রামক ধারণাকে তুলে ধরে অন্যদের পাশাপাশি 'সুরকারের' মধ্যে। সংক্ষেপে, একজন ব্যক্তি অনানুষ্ঠানিক চিন্তাভাবনাকে কাঠামোতে পরিণত করেন এবং, ভবিষ্যতের সন্তান হিসাবে অনুরণনের মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিভাবান ব্যক্তিকে প্রগতিশীল চিন্তাবিদ হিসাবে ডাকা হয় যিনি বরফ ভেঙে ফেলেন যখন গুরুতর অসঙ্গতিগুলো তাকে বিব্রত বোধ করায়; যার কাঠামোগুলো শিল্প, বিজ্ঞান এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুকে প্রাণবন্ত করে তোলে। গাই সাবের! তবে কুন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে ছোট করেন না (১৯৬২: ১২২): 'অন্তর্জ্ঞানের ঝলকানি' যার মাধ্যমে একটি নতুন উদাহরণ/দৃষ্টান্তের জন্ম হয় তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরানো দৃষ্টান্তের সাথে অর্জিত উভয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বিজ্ঞানে নিযুক্ত হয়ে। কিন্তু এই 'বিদ্যুতের ঝলকানি' যা এটির উপাদানগুলোকে একটি নতুন উপায়ে দেখাতে সক্ষম করে প্রথমবারের মতো এর সমাধানের অনুমতি দিয়ে একটি পূর্বের অস্পষ্ট ধাঁধাকে 'সরিয়ে দেয়' তা প্রত্যাখ্যাত বা অবহেলিত হতে পারে, যদি আপনি ব্যাখ্যা স্থগিত করতে খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ হন। আমরা গবেষকরা ঐতিহ্যকে কেন একটি নিয়মানুবর্তিতার ম্যাট্রিক্স (কুন) বানাবো না তার এটিই প্রধান কারণ। কীভাবে না? 'সামাজিক তত্ত্বের শিল্প' (সুয়েডবার্গ) কে স্বীকার করুন এবং নিজে একজন শিল্পী হন! বিষয়টি হলো, আপনি একজন প্রতিভাধর না হয়েও প্রতিভাধরের মতো ভাবতে পারেন। জিনিয়াস হলো আপনি কী ভাবছেন তার বিষয়, আপনি কীভাবে ভাবছেন তার বিষয় নয়। এবং যতক্ষণ না আপনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি থেকে কিছু তৈরি করেন–অনানুষ্ঠানিক চিন্তাভাবনাকে ফর্মে পরিণত করেন-আপনি কিসের সাথে আছেন তা বলা কঠিন। একটি প্রাক-অধ্যয়ন (সুয়েডবার্গ) করা একটি ভালো শুরু হতে পারে। ধাঁধা সমাধানের প্রচেষ্টা স্থগিত করুন!

কুন নিজেই গাই সাবেরের উদাহরণ দিয়েছেন। শুধু মজা করার জন্য নয়, আমরা 'দ্যা স্ট্রাকচার' গল্পটিকে একটি ধ্রুপদী গ্রীক নাটক হিসাবে চিত্রিত করতে পারি, হুব্রিস (বিজ্ঞানের দর্শনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে), পেরিপেটি (সমালোচনা যা তাকে স্পষ্ট করতে প্ররোচিত করেছিল) এবং ক্যাথারসিস ('রিফ্লেকসনস অন মাই ক্রিটিকস' এবং অন্যান্য পোস্টস্ক্রিপ্ট) তিনি কি দিয়ে শুরু করেছিলেন? তিনি আগেই পূর্বপ্রতিচ্ছবি বা প্রিফ্লেক্সিভিটি দিয়েছেন। কখনও কখনও আপনার চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করা ভাল জিনিস এবং এটি করতে লাগে পূর্বেই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টির ক্ষমতা।

কলা	বিজ্ঞান
কৌশলপূর্ণ মনোভাব	পদ্ধতিগত
উদ্ভাবনী দক্ষতা	নিয়মানুবর্তিতা
অন্তর্দৃষ্টি	যৌক্তিকতা
নিয়মবিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা	নিয়মনিষ্ঠ চিন্তাভাবনা
অনুমান নির্ভর	যৌক্তিক
অনুমান নির্ভর যুক্তি	সমালোচনামূলক যুক্তি
অমনোযোগী	মনোযোগী
আনন্দোচ্ছল	কঠোর
লক্ষ্য বিহীন	লক্ষ্য অনুযায়ী
কেন্দ্রাভিমুখী	কেন্দ্রাবিমুখী
প্রাক-নমনীয়তা	নমনীয়তা

এই নিবন্ধে আমি আপনাকে আমার তৈরি প্রাক-নমনীয়তা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি প্রাক-নমনীয়তা দ্বারা কী বোঝাতে চাই এবং এই আনাড়ি অভিনবত্ব কীসের জন্য ভালো হতে পারে? একটি হাইফেন এখানে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, একটি আনাড়ি শব্দ বরং হঠাৎ করে একটি অযোগ্য ধারণায় পরিণত হয়; প্রাক-নমনীয়তা। আপনি যদি অগ্রে স্থাপিত বস্তু কী তা জানেন তবে আপনি অবশ্যই প্রাক-এর অর্থের সাথে পরিচিত। ফ্লেক্স একটি ইংরেজি মরফিম যা ল্যাটিন মরফিম ফ্লেক্সের সাথে পরিচিত এবং যা ক্রিয়াপদ ফ্লেক্টেরে থেকে তৈরি, এর অর্থ হলো বাঁকা। তদনুসারে, প্রিফ্লেক্সিভ মানে বেঁকে যাবার পূর্বে বা অন্য কথায়, বাঁকানোর কাজের আগে এবং বাঁকানোর অবস্থার আগে। আমি প্রিফ্লেক্সিভকে রিফ্লেক্সিভের বিপরীত হিসাবে প্রস্তাব করতে চাই, যেটি নতুনভাবে বাঁকানোর কাজগুলোকে বর্ণনা করে বলে মনে করি। তাই, [প্রি]রিফ্লেক্সিভিটি বলতে (রিফ্লেক্সিভিটি এবং সেই সঙ্গে প্রিফ্লেক্সিভিটি) বোঝা যেতে পারে শুধু পথচলার বিপরীত কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলার স্বাভাবিকতার বিপরীতে যাওয়াকে। একজন পূর্বসূরি (প্রগতিশীল চিন্তাবিদ) যেভাবে একটি জ্ঞাত সমস্যার তুলনামূলক সমাধান করেছে অর্থাৎ 'কোনো বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা ছাড়াই কোনো প্রকৃত ধাঁধার সমাধান বা উত্তর করা', কুনঅনুসারী দৃষ্টিকোণ সেটির মতো। 'একটি চতুর ধারণা যা [সত্য] ধাঁধার প্রতিক্রিয়া, ব্যাখ্যা বা সমাধান করে'। আমার দৃষ্টিতে, কুন ঘটনাটির নাম উল্লেখ না করে প্রিফ্লেক্সিভিটির সম্পর্কে লিখেছেন। প্রিফ্লেক্সিভিটি এবং রিফ্লেক্সিভিটির মধ্যে পার্থক্যটি তাই অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যাখ্যার পার্থক্যের আলোকে স্পষ্ট করা যেতে পারে; রিফ্লেক্সিভ চিন্তাভাবনার তুলনায় প্রিফ্লেক্সিভ চিন্তাভাবনা অন্তর্দৃষ্টিকে এমন মাত্রায় নিয়ে যায়, যেন অসংগঠিত পরিবর্তন-এর মতো কিছু। একইভাবে, বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কুনঅনুসারী তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে প্রিফ্লেক্সিভিটি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : আনা এনগস্টাম <anna_helena.engstam@soc.lu.se>

> গ্র্যান্ড থিউরীর উত্তরসূরি : দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক?

নোরা হ্যাম্যালাইনেন, ইউনিভারসিটি অফ হেলসিঙ্কি এবং **তুরো-কিমো লেহটোনেন,** টাম্পেয়ার ইউনিভারসিটি, ফিনল্যান্ড।

কৃতজ্ঞতা: *নীল, আনস্প্ল্যাশ ।*

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে 'সামাজিক তত্ত্ব' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে এবং এটি একটি সাধারণ বিষয়। অবশ্য ঠিক কী ঘটেছে এবং পরিস্থিতি কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে ।

> মধ্য শতাব্দীর 'গ্র্যান্ড থিওরি' থেকে শতাব্দীর শেষের 'গবেষণা' পর্যন্ত

'তত্ত্ব'-এর এর সমর্থক বা রক্ষকদের এই বলে বিলাপ করতে শোনা যায় যে, সামাজিক বিজ্ঞানের ধারাগুলো অগণিত পরীক্ষামূলক গবেষণা দ্বারা দখল করা হয়েছে, যেখানে সমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলার সামান্য আকাঙ্ক্ষা নেই এবং গবেষণায় স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করার ক্ষমতা নেই। এই পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের দশকগুলোতে বিশেষ করে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত যখন 'গ্র্যান্ড থিওরি'র সুদিন ছিল, সেই সময়কার সামাজিক তত্ত্বের সৃজনশীল উত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানে এই সময়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক দেখা যেত; যেখানে বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রায়শই একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান করত। মার্কসবাদের বিভিন্ন রূপ আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের 'উদার' ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করত। উদাহরণ স্বরূপ যোগাযোগ বা সিস্টেম তত্ত্ব সম্পর্কে প্রভাবশালী অথচ ভিন্ন যুক্তি বিনিময় করতেন নিকলাস লুম্যান এবং ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাস। অ্যান্থনি গিডেনস এবং পিয়েরে বুরদো-এঁর মতো চিন্তাবিদরা নতুন গবেষণা কার্যক্রম চালু করেছিলেন; যার লক্ষ্য ছিল 'এক্টর' এবং 'কাঠামো' এর মঝে একটি মধ্যমস্থল খুঁজে বের করা, যাতে 'চর্চা' এর ভূমিকার উপর জোর দেওয়া যায়। এমনকি ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে আরও বেশি দার্শনিক বিতর্ক ঘটেছিল। যেমন জিন-ফ্রাঙ্কোস লিওটার্ড বা জিন বউড্রিলার্ডের 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' এর উপর লেখা এবং আরো স্থায়ীভাবে সাবজেক্টিভিটির ঐতিহাসিক পশ্চিমা চেহারা প্রদানে মিশেল ফুকোর ক্ষমতা এবং জ্ঞানের সংক্রান্ত গবেষণা।

আশির দশকের শেষের দিকে এবং নব্বই এর দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন 'অধ্যয়ন'-এর আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্রগুলো একীভূত হয় সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, নগর অধ্যয়ন, জেন্ডার অধ্যয়ন, উত্তর-ঔপনিবেশিক অধ্যয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়ন এবং সাম্প্রতিককালে, লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য অধ্যয়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন। যদিও এই ক্ষেত্রগুলোর গবেষণায় তত্ত্বের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ধারণাগত কাঠামো পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়টি ছিল নতুন। সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো নৃবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এবং সাহিত্য এর কাজগুলোর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল এবং সমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলার পরিবর্তে গবেষণাগুলোর বিষয় পরীক্ষানির্ভর ছিল এবং পদ্ধতিগত বহুত্ববাদ ও তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের ব্যবহার হয়েছিল। এই বহুত্ববাদ পরীক্ষানির্ভর গবেষণার সঙ্গে জড়িত ধারণাগত উদ্ভাবনের জন্য উপযোগী ছিল যার মধ্যে স্থানিকতা ও স্থায়িত্বহীনতা, মূর্ততা, বস্তুবাদ, যত্নের চর্চা, অন্যায্যতার জ্ঞান-কাণ্ডিক রূপ ইত্যাদি প্রশ্ন সংযুক্ত হচ্ছিল।

অবশ্য, এই ঘটনাগুলো 'গ্র্যান্ড সোশ্যাল থিওরি'র ধারণার সঙ্গে খাপ খায়। বর্তমানে উচ্চাভিলাষী ধারণাগত প্রচেষ্টা এবং তাত্ত্বিক অভিনবত্ব আমাদের সমসাময়িকদের কল্পনাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগগুলোতে বেশিরভাগ গবেষণা হলো কুন অনুসারী 'স্বাভাবিক বিজ্ঞান': পদ্ধতি এবং বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও অনুসরণ করার জন্য বেশ কিছু সম্ভাব্য পথ রয়েছে যেগুলোকে বৈধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগ উচ্চমানের তত্ত্ব দ্বারা নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার আশা করে বলে মনে হয় না; যেটি নিজেই একটি প্রায় অবসরকালীন শখে পরিণত হয়েছে।

> প্রাণবন্ত চর্চার তাত্ত্বিক কার্যকারিতা

তাহলে কী এটাই সামাজিক তত্ত্বের সমাপ্তি? আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি ভুল উপসংহার হবে। কেবল তত্ত্ব তৈরির প্রক্রিয়াগুলো আগের মতো দেখা যায় না কিংবা অনুভূত হয় না বলে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শোক প্রকাশ করার পরিবর্তে আমরা সেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণার স্পর্শে বিভিন্ন অধ্যয়নের সঙ্গে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা জীবিত এবং সক্রিয়। তদুপরি, আমরা বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের মধ্যে চলার এই পদ্ধতির জন্য একটি নাম বা লেবেল প্রস্তাব করি যা হলো দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক।

দর্শনের বিভ্রান্তিকর সরলীকরণকে দূর করার জন্য সাধারণ ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তার কারণে দার্শনিক জে.এল. অস্টিন 'দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক' শব্দগুচ্ছটি প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে পিয়েরে বুরদো এটি ব্যবহার করেন এবং দার্শনিকের কার্যকলাপকে কীভাবে সামাজিক অধ্যয়নের একটি বস্তুতে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করতে এটি সহায়ক ছিল। পল রবিনো এই শব্দটিকে আমাদের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিমূর্ত জটিল সমসাময়িক বাস্তবতাগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য প্রশ্ন

>>

উত্থাপনের দার্শনিক-তাত্ত্বিক উপায়গুলোকে দরকারী বলে মনে করেছেন।

চিন্তাবিদদের মধ্যে যাদের কাজ দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক এর সঙ্গে খাপ খায় তা হলো প্রাণবন্ত চর্চার দিকে মনোযোগ দেওয়ার বিষয়গুলো (ভাষাগত, প্রাতিষ্ঠানিক, ইত্যাদি) যা তাত্ত্বিকভাবে নিজের অধিকারে কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। তারা যে বিশ্বকে অধ্যয়ন করে তার জন্য একটি 'মহান' (ব্যাখ্যামূলক) তত্ত্ব প্রয়োগ করার পরিবর্তে সামাজিক বাস্তবতাকে কীভাবে এটি বিবেচনা করতে হয় তা একটি গ্রাউন্ড-আপ পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা তাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল তৈরি করে।

> যেকোনো বিস্তৃত ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

'দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক' বাক্যাংশটি দর্শন এবং নৃতাত্ত্বিক অনুশীলনের মধ্যে একটি বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে। অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে এটি আজকাল সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনার শৈলীটিও সুন্দরভাবে ধারণ করে। সেই জন্য বর্তমানে অনেক প্রকাশনার রেফারেন্সের তালিকায় 'গ্র্যান্ড' তত্ত্বের লেখক খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে বিশেষ ধরনের পণ্ডিতদের খুঁজে পাওয়া যারা অভিজ্ঞতামূলক উপকরণ এবং ঐতিহাসিকভাবে অবস্থিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দর্শন চর্চা করেন। এই বৈশিষ্ট্যটি শুধু মিশেল ফুকো, ব্রুনো লাতুর, ইয়ান হ্যাকিং, ডোনা হারাওয়ে এবং অ্যানেমারি মোলের মতো দার্শনিকদের কাজের ক্ষেত্রেই নয় বরং আনা টিসিং, মেরিলিন স্ট্রাথার্ন, এডুয়ার্ডো কোহন এবং টিম ইনগোল্ডের মতো নৃবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লেখাগুলো বিশেষত সেই সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করে যারা বিভিন্ন 'অধ্যয়ন' এবং গুণগত গবেষণার আরও ক্লাসিক্যাল ধাঁচের সংযোগস্থলে কাজ করেন। আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে দর্শনে ফিল্ডওয়ার্ক এর বিস্তৃত বিভাগের চারটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

১. এই কাজটি সম্ভবত সার্বজনীন বিভাগগুলোর সাথে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে স্বতন্ত্র স্থানিক-স্থবির সীমাবদ্ধতার সঙ্গে মানুষের জীবন এবং কার্যকলাপের একটি নির্দিষ্ট অংশের উপর মনোনিবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এই ধরনের অংশগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে; যেখানে সম্ভাবনার একটি আধুনিক উপলব্ধি একত্রিত হয়। যেমনটা ে দেখানো হয়েছে হ্যাকিংয়ের দ্যা টেমিং অফ চান্স বইয়ে ।

২. দর্শনে ফিল্ডওয়ার্কের তাত্ত্বিক সংবেদনশীলতা একটি অংশে যা ঘটবে তার একটি বর্ণনা দেয় এই অর্থে যে, এই বর্ণনার তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক প্রভাব রয়েছে; এটির একটি উদাহরণ হলো নেদারল্যান্ডসের একটি ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে মোলের ২০০৩ সালের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা যা 'অভিজ্ঞতামূলক দর্শন'কে তুলে ধরে।

৩. অধ্যয়ন করা স্থানগুলোতে ব্যবহৃত ধারণা এবং স্থানগুলোতে কী ঘটছে তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বিকশিত উভয় ধারণাই দর্শনের ফিল্ডওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত। তাই, ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ গ্রন্থে ফুকো উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কারাগার, হাসপাতাল, স্কুল এবং সেনাবাহিনীতে নতুন রূপের উত্থানের ক্ষেত্রে কেবল 'সদস্য বিভাজনের' বর্ণনা করে নিজেকে সন্তুষ্ট করেননি বরং নতুন নতুন ধারণাগত পদ্ধতির বিকাশও করেন। তাঁর বিখ্যাত ধারণা যেমন 'ক্ষমতার মাইক্রোফিজিক্স'কে তাই নির্দিষ্ট স্থানে সংযুক্তির কারণে কখনও 'গ্র্যান্ড থিওরি' হিসেবে বলা হয় না যদিও তারা কার্যকরভাবে অন্য স্থানগুলোতে এবং ভিন্ন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

৪. সবশেষে অনেক অধ্যয়ন যদিও দর্শনে ফিল্ডওয়ার্কের সংবেদনশীলতাকে ধারণ করে না তবুও এগুলো একটি অনটোলজিক্যাল সমস্যাগুলোর সমাধান করে; যা মূলত বাস্তবতার নেপথ্যে। লাতুরের আরামিস একটি ভালো উদাহরণ। একটি প্রযুক্তিগত প্রকল্পের উত্থান এবং পতন বিশদভাবে অধ্যয়ন করার সময় পরীক্ষামূলক বর্ণনা তাকে অন্টোলজিকাল বিবেচনায় মানবিক একতা বা সমষ্টিকে বুঝতে সাহায্য করে।

একটি তত্ত্বের আকারে পরবর্তী গবেষণার উপর একটি ছাপ রেখে যাওয়ার পরিবর্তে, যে গবেষণাটি দর্শনে ফিল্ডওয়ার্কের সাথে সংবেদনশীল সেটি ধারণাগত পদ্ধতি এবং নতুন করে দেখার উপায় বাতলে দেয়। এসব গবেষণা নতুন স্থানে কাজ করতে পারে এবং নতুন প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। অন্য কথায়, ফুকো, লাতুর এবং মোলের মতো লেখকরা যে তাত্ত্বিক সংবেদনশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেন তা উদীয়মান গবেষকদের গবেষণার নতুন বস্তু এবং নতুন প্রশ্ন উভয়ের জন্যই ধারণাগত এবং পদ্ধতিগত উন্নতির আমন্ত্রণ জানায়। এইভাবে, তত্ত্বের বিকাশ প্রাথমিকভাবে 'সামাজিক তত্ত্ব'-এর বলয়ের মধ্যে ঘটে না বরং ঘটে পরিস্থিতির মধ্যে চলমান কাজের ভেতরেই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
নোরা হ্যাম্যালাইনেন <nora.hamalainen@helsinki.fi>
তুরো-কিমো লেহটোনেন <turo-kimmo.lehtonen@tuni.fi>

> তত্ত্ব এবং চর্চার পরিসমাপ্তি

আর্থার বুয়েনো, পাসাউ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্যেটে বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।

কৃতজ্ঞতা: ব্রিস্টল ফটোগ্রাফিতে ছেলেরা, পিক্সেল।

সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবশালী কিছু তৎপরতা 'প্রাকটিসের' ধারণার সঙ্গে একীভূত হয়েছে (Schatzki et al. 2000)। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, এই ধারণাগুলোর অভিনবত্ব তাদের বিষয়বস্তু থেকে বোঝার উপায় নেই। এজেন্সি এবং স্ট্রাকচার নিয়ে চলমান বিতর্কগুলো বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সমাজবিজ্ঞানকে চিহ্নিত করে। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে সমাজবিজ্ঞানে এজেন্সি ও স্ট্রাকচার নিয়ে দীর্ঘ চলমান বিতর্কে এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, এটি মার্ক্সবাদে প্রাক্সিস এর যে মর্মার্থ তা পরিবর্তনে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সর্বহারা শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবী কর্মের দিকে ইঙ্গিত করার পরিবর্তে, বুর্দো ও গিডেনস্ এর মতো তাত্ত্বিকরা প্র্যাকটিসকে আরও বেশি রাজনৈতিকভাবে পরিমিত কিন্তু অতি বিস্তৃত হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সামাজিক পুনরুৎপাদন ও সামাজিক রূপান্তরের মোড়কে থাকা সত্ত্বেও, প্র্যাকটিস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল উৎখাত করেনি বরং এটি সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণকরণ এবং বাহ্যিকীকরণের একটি দৈনন্দিন প্রক্রিয়া হিসেবে চলমান রয়েছে।

যাই হোক, পরবর্তী প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্র্যাকটিসকে ব্যাখ্যা করার এই ধরনের পন্থা খুব সংকীর্ণ। যেহেতু তারা দেখেছে যে, সামাজিক কাঠামোর বেশিরভাগ অপ্রতিফলিত বাস্তবায়ন হিসেবে 'অ্যাকশনের' বিশ্লেষণ ব্যক্তির প্রতি একটি 'অতি সমন্বিত' দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে এজেন্সিকে অগুরুত্বপূর্ণ করে দেখতে চায় (আর্চার, ১৯৮২) এবং শেষ পর্যন্ত তাদের 'সাংস্কৃতিক নেশাগ্রস্থতা'হিসেবে চিত্রিত করে (বোলটানস্কি, ২০১১)। এটি মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক অসমতার সঙ্গে জড়িত। কারণ, সমাজবিজ্ঞানীদেরকে কাঠামোগত সত্য উন্মোচনের একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যা অন্যরা অনুধাবন করতে সক্ষম হতো না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে লাতুর এবং বোলটানস্কির মতো লেখকরা নন-হিউম্যান এজেন্সি এবং মানুষের আত্মবাচক ক্ষমতার উপর আলোকপাত করেছেন। বাহির থেকে চাপানো জ্ঞানের পরিবর্তে তারা জোর দিয়েছিলেন যে, কীভাবে অন্যদের কাছ থেকে শিখতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়ে। পরবর্তীতে কাঠামোর ধারণাটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল। সমাজ বা পুঁজিবাদের মতো বিভাগগুলোকে একসময় প্র্যাকটিস এর অভ্যন্তরীণ যুক্তিগুলো উন্মোচন করবে বলে মনে করা হতো, এটি আসলে খুব কম ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। যে উপায়ে একটরস বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তা অনুসরণ করে তারা সহজেই সমস্যার সমাধান করেছেন।

> 'প্রাকটিসের' আপাতবিরোধীতা

মূলত এই পদক্ষেপটিকে গণতন্ত্রীকরণের জন্য একটি জোরালো প্রচেষ্টা হিসাবে বোঝানো হয়েছে। প্রাকটিস পূর্ববর্তী ধারণাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সমাজবিজ্ঞানের নতুন ধারাগুলো একটি নতুন রাজনীতিকে আমূলভাবে অগ্রসর করেছে যা নিচের দিক থেকে আগানোর কথা ছিল। বস্তুত, এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, এই পন্থাগুলো পূববর্তী পন্থাগুলোর তুলনায় অ্যাক্টরদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছে। এজেন্টদের সক্রিয় এবং প্রতিফলিত ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতে বা বিশ্লেষক এবং বিশ্লেষিতদের মধ্যে শক্তি সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে ে কে আপত্তি করতে পারে?

তবে অ্যাক্টরদের অনুসরণ একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে পারে। ১৯৮০-এর দশক থেকে এবং বিশেষ করে গত দুই দশকে আমরা দেখেছি আমাদের গণতন্ত্রের গুনমান নিয়ে অভিযোগ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ক্ষমতা এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে চ্যান্সেল এবং পিকেটি দাবি করেছেন যে, 'একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের নব্য ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ বিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের মতোই বৈষম্যে জড়িত।' জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি না বললেই নয়। প্রতিটি নতুন আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো সম্পর্কে ব্যাপক ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও এর সমাধান বিলম্বিত হচ্ছে। যদি এখানে কোনো সমস্যা থেকেত্ত থাকে এবং মূলত সমস্যা আছে; তাহলে এটাকে আত্ম-প্রতিফলনের অভাব বলা যায় না।

>>

এ জন্য প্রাকটিসের বিষয়টি একটি আপাতবিরোধীতা বলে মনে হয়। এজেন্সি এবং অ্যাক্টরদের 'আত্মবাচক ক্ষমতার' যতবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততবেশি এমন একটি বিশ্বের আবির্ভাব হয় যা আমাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করে না, আমাদের রূপান্তর প্রচেষ্টাকে বাঁধা দেয় এবং আমাদের এক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রাখে (যেমন, প্রতিটি নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে উঠছে)। যদিও জ্ঞানশাখার সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করা সামাজিক তাত্ত্বিকদের সহজাত অভ্যাস নয়, এটি আমাদের প্র্যাকটিস্থ এর ধারণাসমুহের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। সর্বোপরি, আমরা বিবেচনা করি না যে আমরা কীভাবে শক্তিশালী নিয়ম বা কাঠামোর সাথে কাজ করেছি? আমাদের নিজেদের দ্বারা নির্মিত, যুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ বাস্তবতা আমাদেরকে নিস্কৃতি দিতে পারে, তা আমরা কীভাবে অস্বীকার করতে পারি? একইরকম, কে নিজেকে আরও বেশি প্রশ্ন করতে পারে?

> যেকোনো কিছুর যুক্তি

আমরা অসাবধানতাবশত, সামাজিক কাঠামো এবং তাদের আপাত স্বায়ত্তশাসন থেকে অবগুণ্ঠিত প্রক্রিয়া ও অবচেতন উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তবুও এজেন্সি এবং স্ট্রাকচারের মধ্যকার তাত্ত্বিক বিকল্পকে কেবল নতুন করে বিবৃত করা এবং একটির বিপক্ষে অন্যটিকে সমর্থন করা একটি ভুল পদক্ষেপ হবে। কারণ, তাদের বিরোধিতা 'যুক্তির বিষয়বস্তু' এর সাথে সম্পর্কিত নয় বরং 'যেকোনোকিছুর যুক্তি'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এজেন্সি এবং স্ট্রাকচারের মধ্যকার নিরবচ্ছিন্ন বিরতি নিছক একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ত্রুটি নয় বরং সামাজিক বাস্তবতার ফলাফল যা আমাদেরকে উভয়পক্ষের সঙ্গে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে। সহজভাবে সক্রিয়, আত্মবাচক, গতিশীল এবং বহুমূখী হওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে অধিকমাত্রায় তাড়িত করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক বিষয় হলো, একই সময়ে আমরা এমন একটি বিশ্বের মুখোমুখি হচ্ছি যা মূলত বিচ্ছিন্ন, এমনকি এই ধরনের ক্ষমতার প্রতিকূল। আপত্তিজনকভাবে, ক্রমাগত আমাদেরকে নিজস্ব ইতিহাস তৈরি করতে বলা হলেও আমরা তা করতে অক্ষম। আমরা আমাদের নিজস্ব কার্যকলাপের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছি। আমরা আত্মবাচক এবং আত্ম-নেশাগ্রস্ত ।

এই অদ্ভুত যুক্তির জন্য, মার্কস এর নাম দিয়েছেন 'ফেটিশিজম' এবং লুকাকস এর নাম দিয়েছেন 'রিইফিকেশন' । তাহলে আমাদের কি ইতিহাসে আরও পিছনে, তাদের প্রাক্টিসের ধারণাগুলিতে ফিরে যাওয়া উচিত? হ্যাঁ, কিন্তু সম্ভবত একই ভাবে না। যাই হোক না কেন, এই ঐতিহ্যের একটি দিক ধরে রাখা অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ; মৌলিকভাবে প্রাক্টিস উপলব্ধি করার মতো একটি বিষয়। ফলাফল নির্বিশেষে এটি ে কেবল ক্রমাগত অভ্যন্তরীণকরণ এবং বাহ্যিকীকরণের মাধ্যমে গঠিত সামাজিক কাঠামোর বা প্রদত্ত এজেন্টিয়াল ক্ষমতার অগ্রীম নিশ্চয়তা নির্দেশ করে না বরং এই ধরনের ক্ষমতাগুলো প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্যতা বোঝায়, যা বাস্তবায়নে বর্তমান পরিস্থিতি বাধা সৃষ্টি করে। এই কারণে এজেন্সি এবং স্ট্রাকচারের মধ্যকার দ্বিধাবিভক্তির সমাধান করা যায় না এবং তাত্ত্বিকভাবে একটি ধারণা অন্যটিকে বর্জন করে। বাস্তবে 'যুক্তির বিষয়বস্তু' মাধ্যমে অবশ্যই এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। এখানে প্রাক্টিস হচ্ছে সমষ্টিগত রূপান্তর, মুক্তি এবং সংগ্রামের সমার্থক শব্দ। এজেন্সি এবং স্ট্রাকচারের মধ্যে মধ্যস্থতা রাজনৈতিকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়। এটি নিছক বর্ণনা করার মতো কোন বিষয় নয়।

> নিষ্ক্রিয়তা এবং শক্তি

এই ধারণাটি গ্রহণ করার মানে সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকপাত করা প্র্যাকটিসেস্থ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা নয় বরং এটি তাদেরকে ভিন্ন ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এটা সত্য যে, এক্টরদের সক্রিয় ক্ষমতা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়া, একটি সর্বদা বিরাজমান সিস্টেমকে স্ব-আরোপিত শক্তিহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। *একবার লাতুর পুঁজিবাদের ধারণা সম্পর্কে বলেছিলেন*, 'যদি আপনি ব্যর্থ হতে থাকেন এবং পরিবর্তন না হোন, তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি একজন অদম্য দানবের মুখোমুখি হচ্ছেন বরং আপনি পছন্দ করেন, উপভোগ করেন এবং ভালোবাসেন একজন দানবের কাছে পরাজিত হতে।' এবং এখনো অস্বীকার করা হয় যে, এসব পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াগুলো আমাদেরকে আংশিকভাবে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে এবং একই অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু একটি ভিন্ন পথে। যদি প্রতিবার আমরা পদ্ধতিগত বাধার মুখোমুখি হয়ে নিজেদেরকে বলি, এখনো কার্যকলাপ আছে, এখনো প্রতিরোধ হচ্ছে, এখনো প্র্যাকটিস আছে, তাহলে এগুলো বলার মাধ্যমে আমরা এই ধারণাগুলোকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলব। এভাবেই ধারণাগুলো চিরতরে ক্ষীণকায় ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। আমরা যত কম চাইব, তত কম পাব এবং পরবর্তীতে আমরা চাওয়ার সক্ষমতাও হারাব।

একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কেউ কেউ ক্ষমতাহীন হয়ে পরে এবং পরাজয়ের অনুভূতি নিয়ে শেষ হয়ে যায়। সমস্যাটি কাঠামো বা এজেন্সির নিজস্ব ধারণার মধ্যে নয় বরং তাদেরকে স্থির সত্তা হিসাবে বিবেচনা করার মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যটি নগন্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রাক্সিস সুনির্দিষ্টভাবে বিরোধিতাকে স্বীকার করে, প্রকাশ করে এবং রূপান্তর করে।

যেমনটা আমি আগেও বলেছি, প্রতিটি ব্যক্তিগত কার্যকলাপ লক্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও মুক্তির আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হচ্ছে স্বীকৃতি যা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাঠামোগত যুক্তির অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব-প্রদত্ত এজেন্সির ধারণার বিরুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করি। তবে প্রক্রিয়াটি সেখানেই শেষ নয়। পরাজয়ের অনুভূতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, কাঠামোগত যুক্তিগুলোর প্রতি আমাদের দূর্বলতার স্বীকৃতি, এজেন্সিগুলোর বস্তুগত শক্তিকে সম্মুখে আনতে পারে যা ছাড়া এই যুক্তিগুলো অর্থহীন। মার্ক্স থেকে বললে, (পুঁজির) পদ্ধতিগত আধিপত্যে মানব এবং অ-মানব (শ্রম) শক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। একবার স্বীকৃত এবং স্ব-সংগঠিত হলে এই শক্তিটি বিদ্যমান কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং নতুনদের ক্ষমতায়ন করবে। এজেন্সি ফিরে আসবে। যাই হোক, এটি আর বিচ্ছিন্ন এক্টরদের কাজ হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে না বরং এটি দূর্বল অবস্থার যৌথ জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি হিসেবে প্রদর্শিত হয়। যখন আমরা আমাদের নিষ্ক্রিয়তা চিহ্নিত করতে পারব, আমরা তখনই সক্রিয় হতে পারব। প্রাক্টিস যথাযথভাবে শেষ হয়ে যায়। কারণ, অনেকে স্বীকার করে যে, এটি শেষ হতে পারে। ■

তথ্যসূত্র:
Archer, M. (1982) "Morphogenesis Versus Structuration: On Combining Structure and Action." *British Journal of Sociology* 33(4): 455–83.
Boltanski, L. (2011) On Critique: A Sociology of Emancipation. Cambridge: Polity Press.
Schatzki, T.R., Knorr Cetina, K., von Savigny, E. (eds.) (2000) *The Practice Turn in Contemporary Theory.* London: Routledge.

সরাসরি যোগাযোগ :
আর্থার বুয়েনো <arthur.bueno@uni-passau.de> টুইটার: @art_bueno

> ঔপনিবেশিক বিরোধী

সামাজিকতত্ত্ব চর্চা

সুজাতা প্যাটেল, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত এবং (২০২১) কারস্টেন হেসেলগ্রেন, ভিজিটিং প্রফেসর, উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন।

ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাধারার একটি সমালোচনামূলক বোঝাপড়া থেকে যাত্রা শুরু করে যা ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাধারা বিভিন্ন উপায়ে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে স্তরবিন্যাস ও আধিপত্য বা কর্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্রমূল্যায়ন করে এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে 'নেটিভ' গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও হস্তক্ষেপের একটি প্রোটো-সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এটি করার জন্য ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাধারা বিদ্যমান ধারণা, নীতি ও অনুমানসমূহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার একটি পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করে যা উপনিবেশের মধ্যে ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে এই ধরনের আধিপত্যবাদী বা কর্তৃত্ববাদী জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস তৈরি করে। এছাড়াও এটি অনুমান করে যে, ঔপনিবেশিকতা একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এবং জাতি, এলাকা বা অঞ্চলগুলোর পুঁজিবাদী শোষণের একটি ক্ষেত্র। তাই এটি ঔপনিবেশিকতা বা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত সমসাময়িক আধুনিকতা বোঝার জন্য একটি নতুন এপিস্টেমের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে।

ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে সামাজিক তত্ত্বের বিকাশ একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। কারণ, দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিকতাবা সাম্রাজ্যবাদ এবং আধুনিকতার সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে প্রান্তিকে ঠেলে দিয়েছে। যাই হোক, ৭০-এর দশকের শেষ এবং ৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে, 'সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা তত্ত্বসমূহ' পরিভাষাটি ক্রমবর্ধমানভাবে 'সামাজিক তত্ত্ব' নামক আরেকটি ট্যাগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে; যেখান থেকে ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি আবির্ভূত হয়েছে। এই পরিবর্তনটি ঘটেছিল সমাজবিজ্ঞানের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভাঙ্গনের পরে, যা 'সামাজিক' বিষয়সমূহ বোঝার জন্য ধারাবাহিকতার মূল্যায়ন, আইনের মতো বিশ্লেষণএবং রিগ্রেশন-ভিত্তিক পরিবর্তনশীল মডেল ব্যবহার করত। যদিও কয়েকজন তাত্ত্বিক হারমেনিউটিক্স বা ব্যাখ্যামূলক ও গঠনবাদী বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছেন এবং অন্যেরা ইউরোপের অভ্যন্তরে বা বাইরে গঠিত নতুন আধুনিকতা বোঝার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক ক্লাসিক ও তাদের অনুশাসনগুলো প্রাসঙ্গিক কিনা তা বোঝার জন্য শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক করার প্রয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন।

> আধিপত্যবাদী ন্যায়শাস্ত্র ও যুক্তি প্রতিস্থাপনের জন্য মূল অনটোলজি ও পদ্ধতি

ফলস্বরূপ, সামাজিক তত্ত্বকে মেটা-তত্ত্ব সম্পর্কিত একটি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিযুক্ত দার্শনিক প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা তাদের অনটোলজিকাল-এপিস্টেমোলজিকাল বিষয়বস্তু অন্বেষণ করে। সামাজিক তত্ত্বের এই উদ্যোগ সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে 'আদর্শ' (Normative) গ্রহণের দিকে পরিচালিত করেছে (চের্নিলো এবং রাজা)। আমার মতে, ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব এই আদর্শিক প্রবণতাগুলোর মধ্যে একটি যা জ্ঞান এর ক্ষেত্র এবং এর পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী বিষয়বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এটি একটি পদ্ধতিগত হস্তক্ষেপ যা প্রকৃত অনটোলজি অনুসন্ধান করার সময় যুক্তিবাদীর প্রভাবশালীবা আধিপত্যবাদী গঠনগুলোর ব্যবহারকে অস্বীকার করে। এটি জানা ও চিন্তা করার নতুন নতুন উপায়কে বোঝায়। কারণ, এটি আধিপত্যবাদী বা কর্তৃত্ববাদী চিন্তাধারাকে বিশ্বের মধ্যে পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিকতার শোষণমূলক এবং অসমতার বর্জনীয় প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে চিহ্নিত করে। এটি আমাদেরকে সামাজিক বিজ্ঞান চর্চা করার একটি অভিনব উপায় উপস্থাপন করে; এটি জ্ঞান কী তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে জ্ঞান নির্মাণের রাজনীতিকে কীভাবে বোঝা যায় তা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি। ফলস্বরূপ, এটি সমাজতাত্ত্বিকভাবে পরীক্ষামূলক, তাত্ত্বিক এবং 'বৈজ্ঞানিক অচেতন'কে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা একটি নতুন বিকল্প উপস্থাপন করার জন্য ক্ষেত্র সংগঠিত করে (রুটজউ)।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে উপনিবেশবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে তার ছাপ তৈরি করেছে যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় ঔপনিবেশিক বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকাশ ঘটেছে। ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটো-সমাজতাত্ত্বিক ঔপনিবেশিক-বিরোধী চিন্তাধারারও অনেক সংস্করণ হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিগত অবস্থানগুলো হলো আদিবাসী সমাজবিজ্ঞান, আদিবাসিতা ও দেশীয় পদ্ধতি (অটল; আকিও; স্মিথ); অভ্যন্তরীণকরণ ও অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা; এক্সট্রাভার্সন (হাউন্টনজি); স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন সমাজবিজ্ঞান (আলাটাস), উপশ্রেণি (সাবঅল্টার্ন) তত্ত্ব, পরোক্ষ জাতীয়তাবাদ, ও ঔপনিবেশিক পার্থক্য (গুহ; চ্যাটার্জি); ঔপনিবেশিক আধুনিকতা (বারলো; প্যাটেল); অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ (মার্টিন); ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা (কুইজানো); সীমান্ত চিন্তা ও ডি-লিংকিং বা সংযোজন বিচ্ছিন্ন করা (মিগনোলো); সাউদার্ন তত্ত্ব (কনেল; ডি সুজা সান্তোস); সংযুক্ত সমাজবিজ্ঞান (ভাম্বরা); এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞান (গো)। নিঃসন্দেহে এই বিভিন্ন অবস্থানের অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে, তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, এই সাধারণ ডিনোমিনেটর বা বৈশিষ্ট্যটি একটি অনটোলজিকাল জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হিসাবে একটি ঔপনিবেশিক-বিরোধী সামাজিক তত্ত্বের সঙ্গে এই পদ্ধতির সংযোজন।

> কোথা থেকে শুরু

ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে আধিপত্য বা কতৃত্ববাদী অবস্থানগুলোকে বিনির্মাণ করার জন্য শুধু পদ্ধতিগুলোকে অনুসরণ করে না বরং এটি জ্ঞানের বৈশ্বিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে তাদের নতুন ও অভিনব উপায়ে পুনর্গঠনের পদক্ষেপগুলোও নির্ধারণ করে। এটি জ্ঞান সঞ্চালন ও পুনরায় উৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রবাহকে বিনির্মাণ করার উপায় উপস্থাপনের জন্য একটি কৌশল। এই আলোচনাগুলো বৈশ্বিক সামাজিক তত্ত্বের খণ্ডিত ক্ষেত্রটিকে পুনর্বিন্যাস করতে সাহায্য করে এই দাবির মাধ্যমে যে পার্থক্যগুলো ক্ষেত্রটি বন্ধ করার ইঙ্গিত দেয় না। এর পরিবর্তে উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের বিভিন্ন অনুশাসন একটি পদ্ধতিগত অনুমানকে নিশ্চিত করে যে 'সামাজিক' জ্ঞান ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে আদর্শগতভাবে যুক্ত এবং উপনিবেশিক সময়-স্থানের মধ্যে প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে। কারণ, এগুলো বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী বা আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা দাবি করে যে, সমসাময়িক সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে জ্ঞান উৎপাদনের রাজনৈতিক তত্ত্বের মাধ্যমে মধ্যস্থতা ও ফিল্টার করা প্রয়োজন এবং জ্ঞান উৎপাদন ও আধুনিকতার রাজনীতির তত্ত্বের মূল্যায়ন করার জন্য ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যিক ভূ-রাজনীতি বোঝা

>>

"ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব জ্ঞানের বৈশ্বিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে অভিনব উপায়ে প্রভাবশালী/আধিপত্যবাদী অবস্থান পুনর্গঠনের পদক্ষেপগুলিও তুলে ধরে"

একটি পূর্বশর্ত।

ঔপনিবেশিক বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোসেন্ট্রিজমের সমসাময়িক সমালোচনা হলো অনটোলজি নির্মাণের একটি সূচনা বিন্দু। প্রথমত, এটি বোঝায় 'আমি' এবং 'অন্য' এর ইউরোকেন্দ্রিক বাইনারির মধ্যে শক্তি সমীকরণের স্বীকৃতি। ঔপনিবেশিক বিরোধী তত্ত্ব এটিকে নির্মূল করার এবং 'আমি' সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক শব্দ খুঁজে বের করার উপায়গুলোর রূপরেখা দেয়। এটি পণ্ডিতদের ক্ষমতা বা জ্ঞানের রাজনীতি পরীক্ষা করার জন্য নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে পরিচালিত করেছে; পলিন হাউন্টোন্ডজির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীকরণ, রণজিৎ গুহের ক্ষেত্রে আর্কাইভের কাঠামোগত বিনির্মাণ এবং অ্যানিবাল কুইজানোর ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ইতিহাস রচনা। এই অনুসন্ধানটি ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোর মধ্যে পর্যায়বিন্যাস গঠনের উপর উপনিবেশিক শক্তির প্রভাব বিশ্লেষণের দিকে পরিচালিত করেছে। এটি জাতীয়তাবাদী অভিজাত ও সাবল্টার্নদের মধ্যে গুহের পার্থক্য এবং শ্রেণি ও বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত শোষণ সম্পর্কে কুইজানোর আলোচনার মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সময় বা ইতিহাসের রৈখিক তত্ত্ব এবং এর বিবর্তনবাদের তত্ত্ব থেকে দূরে সরে যায়। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, একটি এপিস্টেমিক বিরতি ঘটে এবং ইতিহাস সেখান থেকে শুরু করা দরকার। ফলস্বরূপ, ঔপনিবেশিক অঞ্চলের মধ্যে উল্লিখিত আধুনিকতার বেশিরভাগ ঔপনিবেশিক বিরোধী তত্ত্বগুলো ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যিক স্থানিক সংযোগগুলোকে মূল্যায়ন করে যা পণ্য, ধারণা, মতাদর্শ এবং বিশ্বের মেট্রোপলিটন, সেমি-পেরিফেরি ও পেরিফেরির মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর প্রবাহকে সংগঠিত করে।

> ইউরোকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই-বাছাই করা

আরও বিশেষ করে, সমসাময়িক ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব ইউরোকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কাঠামোবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ, নির্ভরতা তত্ত্বের সাথে বিনির্মাণ, ওয়ার্ল্ড-সিস্টেম এনালাইসিস এবং সমালোচনামূলক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান থেকে শুরু করে পদ্ধতিগত কৌশলগুলোর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। ফলস্বরূপ, এটি বিভিন্নভাবে যুক্তি দিয়েছে যে, প্রভাবশালী বা আধিপত্যবাদী সামাজিক বিজ্ঞানগুলো (ক) জাতিকেন্দ্রিক। কারণ, তারা আধুনিকতার ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার একটি শ্রেষ্ঠত্ব,দাবি করে; (খ) আধুনিকতার ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলোকে সর্বজনীন করে তোলে এবং এইভাবে নির্ভরতাকে উন্নীত করে; (গ) কখনও কখনও আংশিকভাবে পুনর্গঠন করে এবং কখনও কখনও নন-ইউরোপীয় ইতিহাসকে বাইনারির মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করে যা বর্ণবাদী, জাতিবাদী, লিঙ্গগত এবং অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে; (ঘ) সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সীমানা ও বিভাজন সৃষ্টি করে এবং (ঙ) নন-ইউরোপীয় বিশ্বের দিকে তাকানোর প্রাচ্যবাদী উপায় প্রচার করে।

ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব গবেষণার প্রশ্ন ও পদ্ধতিগুলো সংগঠিত করার জন্য প্রসঙ্গ, সময় ও স্থান ম্যাপ করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে এবং উপনিবেশক ও উপনিবেশিত বিশ্বে কর্ম ও কর্মকদের প্রভাবিত করে এমন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও ঘটনাগুলো বোঝার জন্য। এই সামাজিক তত্ত্বটি কীভাবে আধুনিকতার উপর মূল তত্ত্ব তৈরি করতে, তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে, অভিজ্ঞতামূলক তথ্য অনুসন্ধান করতে এবং একটি অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা পরিচালনা করতে তাদের প্রয়োগ ঘটাতে সহায়তা করে। সমাজবিজ্ঞানের দার্শনিক অনুমানের তদন্ত হিসাবে, ঔপনিবেশিক বিরোধী সামাজিক তত্ত্ব সমসাময়িক বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : সুজাতা প্যাটেল <patel.sujata09@gmail.com>

> ক্যানোনের বাইরে

সমাজতত্ত্ব বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা

লুনা রিবেইরো ক্যাম্পোস, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাম্পিনাস এবং **ভেরোনিকা টোস্টে ড্যাফলন**, ফেডারেল ফুমিন্স ইউনিভার্সিটি,ব্রাজিল।

কৃতজ্ঞতা: ফটো মন্টেজ, ভিতোরিয়া গঞ্জালেজ, ২০২৩।

১৮৩৮ সালে হ্যারিয়েট মার্টিনিউ সমাজে 'নিরাপদ সাধারণীকরণ'-এর নিয়মনীতি তৈরির বিষয়টি সমর্থন করেছিলেন। এমিল ডুর্খেইমের 'দ্য রুলস অফ সোসিওলজিক্যাল মেথড' প্রকাশের প্রায় ছয় দশক আগে, মার্টিনিউ 'হাউ টু অবজারভ মোরালস অ্যান্ড ম্যানারস' নামে জ্ঞানতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর উপর একটি চমৎকার কাজ প্রকাশ করেছিলেন। এটি মানুষ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত জ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত।

মার্টিনিউ সমাজকে একটি ডোমেইন হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠান, বস্তুগত জীবন, প্রতীক, অনুভূতি, দেহ এবং জনতাত্ত্বিক কারণগুলো একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর পূর্বসূরি মেরি ওলস্টোনক্রাফটের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, অভ্যন্তরীণ নৈতিকতা ও রাজনীতি প্রাকটিসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং বিজ্ঞানীরা শুধু বিশ্লেষণধর্মী কাজের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরকে আলাদা করতে পারতেন। সংক্ষেপে মার্টিনিউ এমন একজন তাত্ত্বিক ছিলেন যিনি সামাজিক জীবনকে জেন্ডারের ভিত্তিতে অনুধাবন করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরের বছরগুলোতে মার্টিনিউ, ফ্লোরা ট্রিস্টান, আনা জুলিয়া কুপার, মারিয়ান ওয়েবার, বিট্রিস পটার ওয়েব, জেন অ্যাডামস, শার্লট পারকিন্স গিলম্যান এবং আলেকজান্দ্রা কোলোন্তই-এঁর মতো অগ্রগামীরা অস্পষ্টতায় পড়েছিলেন। পাবলিক বির্তকে অ্যাংলো-ইউরোপের বাইরের নারীদের অংশগ্রহণ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রকাশনার বাজার এই প্রসঙ্গ দু'টিকে বিস্মৃত করা হয়েছিল। এমনটাই ঘটেছিল ভারতীয় ে লেখিকা পন্ডিতা রমাবাই এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লেখিকা অলিভ শ্রেইনারের সঙ্গে।

এই নারীদের গতিপথ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ছিল। তাদের কেউ কেউ সমাজ-বিজ্ঞান উদ্ভাবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। যদিও ঐ সময় অনেকেরই বিজ্ঞানভিত্তিক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তবে, বর্তমানে যে বিষয়গুলোকে আমরা সমাজতাত্ত্বিক হিসেব ধরে নিই এসব অন্তর্দৃষ্টিগুলো তৈরিতে তাদের অবদান আছে। এই নারীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস রৈখিক নয় বরং এর একাধিক উৎস রয়েছে এবং আমরা সাধারণত যা উপলব্ধি করতে পারি তার চেয়েও বৃহত্তর বৈষয়িক ও ভৌগলিক বৈচিত্র্য রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর ম্যাসকিউলাইজেশন একই সঙ্গে ঘটেছিল। একাডেমিক এবং রাজনৈতিক বিতর্ক যা কার্ল মার্ক্স, এমিল ডুর্খেইম এবং ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজবিজ্ঞানীদেরকে ক্লাসিক্যাল মর্যাদায় আসীন করেছিল এবং একই সঙ্গে সেটি সামাজিক বিজ্ঞান বিনির্মাণে নারীর ভূমিকাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এছাড়া এর নন-ইউরোপীয় উৎসগুলোর কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ আমাদের কল্পনা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং অনেক জেন্ডার ডোমেইন তত্ত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যেমন, ডরোথি স্মিথ উল্লেখ করেছেন যে, দৈনন্দিন অনিশ্চিত বিশ্ব সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত। তাই পরিবার, বিবাহ, যৌনতা এবং প্রজননের মতো অবহেলিত বিষয়গুলোরও সমাজতাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

> সমাজবিজ্ঞানে নারী উদ্ভাবিত প্রধান প্রসঙ্গসমূহ

ক্লাসিক সমাজবিজ্ঞানে নারীর অবদান এ যাবৎকাল পর্যন্ত পদ্ধতিগতভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তাদের অবদান ম্যাপিং করা সব সময়ের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেকে মনে করেন, তাদের কাজের বিষয়ে অজ্ঞতা, নতুন সংস্করণ এবং অনুবাদের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজচিন্তায় নারীর কোনো অবদান নাই কথাটির খোরাক জোগায়। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস ও শিক্ষায় নারীদের অবদানের প্রতি অবহেলা এই বিভাগের সংজ্ঞা, মূল ধারণা, তত্ত্ব ও পদ্ধতিসমূহকে প্রভাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পেরুর বংশদ্ভূত ফরাসি চিন্তাবিদ ফ্লোরা ট্রিস্টান, পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবি নারীদের অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করেছিলেন। অনেকে বলতে পারেন ফ্রেড্রিক এঙ্গেলসের বই প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর আগে প্রকাশিত এই ইংরেজ শ্রমিকদের উপর গবেষণায় তিনি 'পার্টিসিপ্যান্ট অবজার্ভেশন' পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কীভাবে নিপীড়নের সম্পর্কগুলো শুধু লিগাল অ্যাপারেটাসকে ভিত্তি করে নয় বরং গির্জা এবং পরিবারের মতো দৈনন্দিন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে।

পন্ডিতা রমাবাই ভারতের ধর্ম, বর্ণ, অসমতা এবং ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের মাধ্যমে নারীদের পরিস্থিতি এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে এই জটিলতাগুলোর দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অসংখ্য রচনা লিখেছিলেন। রমাবাই বর্ণের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তাদের আন্তঃবিবাহের ধরন, দৈনন্দিন জীবনের আচার-অনুষ্ঠান এবং নারীর উপর কর্তৃত্ব সম্পর্কে তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এমন সব পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন যার মাধ্যমে বর্ণগুলো যৌতুক, বিধবাদের চিকিৎসা এমনকি কন্যাশিশু হত্যার মতো অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর কাজের মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠী এবং সীমানা তৈরির জেন্ডারভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে শার্লট পারকিন্স গিলম্যানের কাজ ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিল। তিনি আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়া কাল্টের মাতৃত্ব ও নারীর গৃহজীবন সম্পর্কে

>>

সমালোচনা করেছিলেন। তিনি পরিবার এবং গৃহস্থালি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের ঐতিহাসিকীকরণ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। এছাড়া সামাজিক সম্পর্ককে তিনি পরিবার, রাষ্ট্র এবং বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি জটিল জাল হিসেবে চিহ্নিত করেন যা একটি পরস্পর নির্ভরশীল কাঠামো গঠনে সহায়তা করে।

জার্মান মেরিয়েন ওয়েবার নয়টি বই এবং কয়েক ডজন নিবন্ধ লিখেছেন; যেখানে তিনি আইন, বিবাহ, মাতৃত্ব, নারী স্বায়ত্তশাসন এবং পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। মারিয়ান বিভিন্ন সমাজে বিবাহের আইনি ব্যবস্থাকে এমনভাবে তুলনা করেছেন যা ঐতিহ-াসিক সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে পদ্ধতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বিবাহের বশ্যতার বিরুদ্ধে, অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক নির্মাণে ও নারীর ব্যক্তিসত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের উপায় হিসেবে আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করেছিলেন।

একই সময়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার চিন্তাবিদ অলিভ শ্রেইনার দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে বিতর্কে সক্রিয় কণ্ঠস্বর ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং খনিজ সম্পদ এবং স্থানীয় জনগণকে শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগের নিন্দা করেছিলেন। শ্রেইনার রাষ্ট্রগঠন, জাতি, ভূখণ্ড এবং জেন্ডারের সঙ্গে এর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

অবশেষে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এরসিলিয়া নোগুইরা কোবরা ব্রাজিলের যৌনতা এবং নারী দেহের প্রতি কর্তৃত্বমূলক যৌননীতির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, বিবাহের আগে কুমারী থাকার বাধ্যবাধ্যকতার মতো অনার কোডগুলো কীভাবে নারীর নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে আইনি শাসন সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এবং যৌনতা নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ক্ষমতা অনুশীলনের ভিত্তি হতে পারে।

নারীদের এই রচনাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার মাধ্যেমে আমরা এগুলোকে সামাজিক জীবনের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত, জেন্ডারের শ্রেণিবিভাগের বিশ্লেষণাত্মক হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। নারীদের দেওয়া তত্ত্বের ধারণাগুলো বিশেষ করে অর্ডার, অ্যাকশন, সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি পাওয়ার, সংহতি এবং অসমতা আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায় কিনা এটা বোঝা দরকার।

> ক্যানন সম্পর্কিত চিন্তার সমকালীন চ্যালেঞ্জ

সমাজতাত্ত্বিক ক্যাননের অবস্থান নিয়ে সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানে বিতর্ক রয়েছে। রাইউইন কনেল এবং প্যাট্রিসিয়া হিল কলিন্সের মতো লেখকেরা যুক্তি দেন যে, একটি ক্রমবর্ধমান জটিল এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সামনে ক্যাননের ধারণাটি টেকসই নয়। যাই হোক, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানীগণ এখনও পর্যন্ত ক্লাসিক লেখকদের উপর নির্ভর করে চলছে।

নতুন এবং পুরাতন ক্যানন গঠনের সামাজিক প্রক্রিয়াগুলো আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে সক্রিয় থাকে। যেগুলো ক্লাসিকাল সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় বা বিরোধের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়, সেগুলোই 'গ্রেট থিওরি' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলত, ক্লাসিকাল এবং সমসাময়িক তত্ত্ব একটি মৌলিক সম্পর্ক বজায় রাখে যা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব বলে মনে হয়।

জেন্ডার বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞানের মূলে প্রবেশ করাতে হবে এবং একে সমাজবিজ্ঞানে কোনো উপক্ষেত্র বা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষেত্র হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য ক্লাসিকাল সমাজবিজ্ঞানে নারী লেখকদের লেখাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের লেখা পাঠ্যবইয়ে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, প্রাটিসিয়া মাদু লেঙ্গারম্যান এবং জিল নিব্রুগ-ব্রান্টলি, কেট রিড, মেরি জো ডিগান এবং লিন ম্যাকডোনাল্ডের কাজগুলোর মতো দুর্দান্ত কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে, নারী পক্ষপাতের সঙ্গে ইউরোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুৎপাদন করা অর্থহীন। ইউরোপের বাইরেও ক্যাননের বাইরে গিয়ে সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণ করা প্রয়োজন। যেমনটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন আলাতাস এবং সিনহা।

ব্রাজিল থেকে আমরা *Pioneiras da Sociologia : Mulheres intelectuais nos séculos XVIII e XIX* (সমাজবিজ্ঞানের অগ্রদূত : আঠারো ও ঊনিশ শতকের বুদ্ধিজীবি নারী) সংগ্রহের প্রকাশনার মাধ্যমে বির্তকে আমাদের অবদান নিবন্ধিত করেছি। ই-বুকটি আপাতত শুধু পর্তুগিজ ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। দেশে নজীরবিহীন এ উদ্যোগ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ষোলজন নারী লেখককে একত্রিত করেছে এবং তাদেরকে শিক্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী লেখকদের সম্পর্কে একসঙ্গে এই ধরনের চিন্তা করা কিছু ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে আসে, হতে পারে সেটা ক্যানোনিকাল অথবা ক্যানোনিকাল না। তুলনাটি গ্লোবাল নর্থ থেকে এন্ডোসেন্ট্রিক সার্বজনীনতাবাদী তত্ত্বের আপেক্ষিকরণ এবং সমালোচনা উভয়েরই সমর্থন করে। একইসঙ্গে আধুনিক বিশ্বকেও চিহ্নিত করেছে এবং গ্লোবাল ম্যাক্রো সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণের জন্য সূত্র প্রদান করেছে।

সমাজতাত্ত্বিক ক্যাননের পুনর্বিবেচনা করা এবং এটিকে সমৃদ্ধ করা এমন একটি কাজ যেটা নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে। আমাদের গবেষণা প্রকল্পকে সমর্থন জানানোর জন্য আমরা Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ব্রাজিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে এর প্রতিশ্রুতিকে আমরা স্বাগত জানাই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
লুনা রিবেইরো ক্যাম্পোস <lunaribeirocampos@gmail.com>
ভেরোনিকা টোস্টে ড্যাফলন <veronicatoste@gmail.com> / টুইটার: @vetoste

> ওপেন অ্যাক্সেস, প্রিডেটরি জার্নাল

বা সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নাল

অধ্যাপক সুজাতা প্যাটেল, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত (অবসরপ্রাপ্ত) এবং
ভিজিটিং প্রফেসর কারস্টেন হেসেলগ্রেন, উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন।

কৃতজ্ঞতা: স্ট্যানিসলাউ কনড্রাটিভ, পেক্সেল।

সম্প্রতি একটি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকর্মী আমাকে তাঁর সম্পাদিত একটি ইংরেজি-ভাষার ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের একটি বিশেষ ইস্যুতে একটি নিবন্ধ দিতে বলেছেন। আমি জার্নালটির কথা শুনিনি কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধ দিতে রাজি হয়েছিলাম এটা ভেবে যে, যদি নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় (পর্যালোচনার পরে), তাহলে এটি হয়তো বিশ্বের যে কেউ পড়তে পারবে। জার্নাল সাবস্ক্রিপশন এবং নিবন্ধ ফি দ্বারা প্রভাবিত পেশাদার জ্ঞানের প্রবাহে বর্তমানের প্রচলিত বাধাকে এটি অতিক্রম করবে। আমরা সকলেই জানি, সাবস্ক্রিপশন ও নিবন্ধ প্রক্রিয়াকরণের ফি অধিকাংশ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা গবেষণা অনুদান থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয় না। ফলস্বরূপ, নিবন্ধের প্রচার সীমাবদ্ধ করা হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষক দলে তথ্য ও জ্ঞানের প্রবাহে বিভাজন তৈরি করা হয়। কিন্তু জার্নাল সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জানতে আমাকে উৎসাহিত করেছিল যে, কীভাবে একাডেমিকগণ ওপেন অ্যাক্সেসের বিষয়টি দেখে? আমার বেশিরভাগ সহকর্মী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালগুলো মূলত প্রিডেটরি এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালগুলো পেশাদার। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম কেন আমার সহকর্মীরা এমনটা মনে করেন, যেখানে ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল বিনামূল্যে নিবন্ধ প্রচারের অনুমতি দেয় এবং একাডেমিক পরিমণ্ডলে কথোপকথন ও আলাপচারিতাকে উৎসাহিত করে?

> একটি আশাবাদী সূচনা

ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে ১৯৯০-এর দশকে যখন ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সহজলভ্য হয় এবং ফলস্বরূপ প্রকাশনাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয় যা এর আগ পর্যন্ত মুদ্রিত উপাদানের উপর ভিত্তি করে ছিল। আন্দোলনটি শীঘ্রই গুরুত্ব লাভ করে এবং ২০০১ সালে বুদাপেস্ট ওপেন অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভ (BOAI) ওপেন অ্যাক্সেস (OA)কে সংজ্ঞায়িত করে পিয়ার-রিভিউড রিসার্চের বিনামূল্যে প্রাপ্যতা হিসাবে 'সর্বজনীন ইন্টারনেটে, ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস পাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য আর্থিক, আইনি বা প্রযুক্তিগত বাধা ছাড়াই যে কোনো ব্যবহারকারী কর্তৃক এইসব নিবন্ধের সম্পূর্ণ টেক্সটি পড়া, ডাউনলোড, কপি, বিতরণ, প্রিন্ট, অনুসন্ধান বা লিঙ্ক ব্যাবহার করা, সূচিকরণের জন্য সেগুলোকে ক্রল করা, সফ্টওয়্যারে ডেটা হিসাবে প্রেরণ করা বা অন্য কোনও বৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।' ইঙঅও আরও বলেছে যে নিবন্ধটির সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার লেখকের। এই সংজ্ঞাটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অনুরূপ।

ব্যান্ডউইথ ক্রমাগত বাড়ার সঙ্গে এটি প্রত্যাশিত ছিল যে, সার্বিক বাজেট থেকে মুদ্রণ ও বিতরণ বাদ যাওয়ায় গবেষণাপত্র প্রকাশনার খরচ কমবে এবং অনুমান করা হয়েছিল এর ফলে বেশিরভাগ জার্নাল ওপেন অ্যাক্সেস হয়ে উঠবে।

> ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া

তবে, এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। একটি সাম্প্রতিক মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে, ২০১৩ সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের মাত্র ২৫% ছিল ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালের। কেন এই আন্দোলন গবেষকদের ভাবনাচিন্তাকে বুঝার চেষ্টা করে নি? এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এক ধরনের অনুমান অর্থাৎ বেশিরভাগ ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল নিবন্ধ প্রক্রিয়াকরণের

>>

ফি নেয় এবং তারা প্রিডেটরি জার্নাল: 'আপনি অর্থ প্রদান করলে যে কোনো কিছু প্রকাশিত হতে পারে।' একটি ব্যাপক ধারণা রয়েছে যে, ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালগুলো পেশাগতভাবে দক্ষ নয়, নকল সম্পাদকীয় বোর্ড রয়েছে এবং প্রায়শই কাগজপত্র যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে না।

এই ধরনের জার্নালগুলোর জন্য 'প্রিডেটরি' " শব্দটি সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক জেফরি বেল কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি ২০১০ সালের শুরু থেকে, ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল-এর (ওএ) বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তিনি *ইন্টারনেটে প্রিডেটরি জার্নাল-এর একটি তালিকা* তৈরি করেছেন। বেল-এর জন্য 'প্রিডেটরি প্রকাশকরা গোল্ড (লেখক ফি প্রদান করে) ওপেন অ্যাক্সেস মডেল ব্যবহার করে এবং প্রায়শই যথাযথ পিয়ার রিভিউয়ের আগে যতটা সম্ভব আয় বাড়ানোর লক্ষ্য থাকে।'

নতুন তথ্য অনুযায়ী শুধু জেফরি বেল-ই ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) জার্নালের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়নি। উপরন্তু,বড় বড় প্রকাশক ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের লবিস্টরা এই ধারণাটি প্রচার করেছে যে, ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) পিয়ার-রিভিউ সিস্টেমের জন্য ঝুঁকি। তাদের প্রধান যুক্তি হলো যে, সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালগুলো ভালো অনুশীলন বিশেষ করে পিয়ার-রিভিউ সিস্টেমের চাবিকাঠি এবং এগুলো গবেষক দল, পেশাদার সমিতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মৈত্রীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়। তাদের ব্যবসায়িক মডেলগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা। এটা স্বীকার করা সত্ত্বেও, তারা এও দাবি করে যে, তারা তাদের মুনাফা এই ধরনের সংস্থাগুলোর সঙ্গে ভাগ করে নেয় (যেমন, ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিকাল এসোসিয়েশন-এর বাজেট প্রকাশনা রয়্যালটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল) এবং এইভাবে জ্ঞান উৎপাদনকে উন্নীত করে যা একই সঙ্গে পেশাদার ও বৈশ্বিক। উপরন্তু, তারা পরামর্শ দেয় যে তারা লেখক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মেধা সম্পত্তি অধিকার রক্ষা করে।

অতএব, শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই ও বৃত্তিমূলক সংঘ বড় প্রকাশকদেরকে সমর্থন দেয়। পালাক্রমে এই প্রকাশকরা আক্রমণাত্মকভাবে পাবলিক ডোমেনে হস্তক্ষেপ করেছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, তাদের জার্নালের অধিকার যেকোন ধরনের ওপেন অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালে কিছু প্রকাশক (অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এবং টেলর এবং ফ্রান্সিস) ফটোকপি করা বই ও পৃষ্ঠা বিক্রির জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জেরক্স দোকানের বিরুদ্ধে ভারতীয় আদালতে একটি মামলা করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট উভয়ই দোকানকে সমর্থন করে এবং মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

> প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা

প্রিডেটরি জার্নাল যে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারত ও ইরানের সঙ্গে একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে সর্বাধিক সংখ্যক এই জাতীয় জার্নাল রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য তাদের প্রকাশিত নিবন্ধকে স্বীকৃতি দেয় না। যাই হোক, সকল ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) জার্নাল কি প্রকৃত অর্থেই প্রিডেটরি? বেল-এর প্রকাশিত তালিকার উপর *সাম্প্রতিক এক গবেষণায়* দেখা যায় যে, ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) জার্নালে আবেদন করার জন্য তিনি যে প্রধান ত্রুটিসমূহ তালিকাভুক্ত করেছেন তা সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালেও রয়েছে। উপরন্তু, সকল ওপেন অ্যাক্সেস (ওএ) জার্নাল নিবন্ধ প্রক্রিয়াকরণ ফি চার্জ করে না। ডিরেক্টরি অফ ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালস (উঙঅঔ) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ইন্টারনেটে ১৮,০০০+ ওএ (OA) জার্নাল পাওয়া যায়, প্রায় ১৩,০০০ ওএ জার্নাল প্রক্রিয়াকরণ ফি চার্জ করে না। উল্লিখিত একই গবেষণা থেকে জানা যায় লেখকরা মনে করেন যে ওপেন অ্যাক্সেস এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালগুলোর মধ্যে একটি দ্বি-বিভাজন উপস্থাপন করার পরিবর্তে, কীভাবে ভালো পর্যালোচনার অনুশীলন শুরু করা যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক করা যায় এবং ওপেন অ্যাক্সেস এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক উভয় জার্নালের জন্যই এগুলো স্বচ্ছ করে তোলা যায়, সে সব বিষয়ের ওপর অধিক জোর দিয়ে প্রশ্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, এই চর্চাগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চলে নিখুঁত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করাও গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। আমার যুক্তি হচ্ছে যে, প্রকাশনা শিল্প জ্ঞানের বাস্তুতন্ত্রের অংশ যা জ্ঞানের উৎপাদন ও প্রচলনের ক্ষেত্রে অঞ্চল ও ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রকাশনা শিল্প এই ব্যবস্থায় যোগদান করে এবং এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। এই ইকোসিস্টেমটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সংগঠিত হয়েছিল যখন বিশ্বব্যাপি ও গ্লোবাল নর্থে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রসারের সঙ্গে গ্লোবাল নর্থে চালু হওয়া বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিকের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহের যে পরিপ্রেক্ষিত ছিল সেটা সার্বজনীন এবং সারা বিশ্বের একাডেমিক সম্প্রদায় কর্তৃক অনুকরণ করা যেতে পারে এমন একটি দৃষ্টিকোণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল।

সেই ইকোসিস্টেম তখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও গবেষণাগারগুলোতে জ্ঞান উৎপাদনের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয় এবং জ্ঞান তখন বেসরকারি খাত কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত জার্নাল এবং বইয়ের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। শীঘ্রই, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচিত জার্নাল ও বইয়ের প্রধান ভোক্তা হয়ে ওঠে। এইভাবে ব্যক্তিগত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রকাশ-করা তাদের পণ্যগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে, যেখানে অন্যান্য দেশের জ্ঞান-পণ্যগুলো অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিকরণ করা হয়। সাম্প্রতিক এই ইকোসিস্টেমটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক জার্নালকে আরও বৈধতা দিয়ে শিক্ষকের কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য কঠোর নিরীক্ষার দাবি করেছে। ওপেন অ্যাক্সেস আন্দোলন এই ইকোসিস্টেমকে ধ্বংস করে এবং এইভাবে যারা এটি গ্রহণ করে তাদের জন্য একটি হুমকি।

এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকদের যারা নতুন গবেষণা প্রকাশ করতে বা পড়তে চান তাদের কোথায় রাখবে? এটি বিশ্বজুড়ে সেই সব প্রকাশনাগুলোও কোথায় রাখবে যেগুলো স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু (গুলো), লেখার নতুন শৈলী এবং বিভিন্ন পর্যালোচনা অনুশীলনকে উৎসাহিত করতে চায়? গবেষক হিসেবে যারা বিশ্বব্যাপি কথোপকথনে আগ্রহী। আশা করি, আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে পারি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : সুজাতা প্যাটেল <patel.sujata09@gmail.com>

> ভারতের বিহার প্রদেশে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা

আদিত্য রাজ এবং **পাপিয়া রাজ**, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি পাটনা, ভারত।

কৃতজ্ঞতা: আনা শভেটস, পেক্সেল।

কোভিড-১৯ দ্বারা উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যেকোনো সম্প্রদায়ে এই ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন একটি আদর্শ নিয়ামক হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সরকার বেশ কয়েকবার দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছে এবং মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, স্বেচ্ছা নিবৃত্তি, গৃহ সঙ্গ নিরোধ (Home Quarantine), জনবহুল জায়গায় মাস্ক এবং গ্লাভস ব্যবহার করা, ঘন ঘন হাত ধোয়া ইত্যাদি পরামর্শ দিয়েছে। এই ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ভারত সরকার পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের জনপ্রিয় মিডিয়াগুলোর ক্রমাগত প্রতিবেদনে উঠে আসে ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলো মানতে ব্যর্থ হয়। সবথেকে লক্ষণীয় বিষয় হলো জনগণের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা করার অনীহা ছিল।

এছাড়াও, যারা পরীক্ষা করে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হোন তারাও তাদের শারীরিক অবস্থা খুব গুরুতর না হওয়া পর্যন্ত তা অন্যদের কাছে অপ্রকাশিতই রাখেন। জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাবে, ভারতের একটি অনুন্নত প্রদেশ বিহারে পরিস্থিতি বিশেষতই সংকটাপন্ন ছিল। এই পরিস্থিতি যেকোনো সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রবণতায় জড়িত হবার পরামর্শ দেয়। প্রাক্কলিত অসুস্থতা নিরাময় করতে বা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যেকোনো সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত প্রতিরোধমূলক এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের একটি ক্রমই হলো উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা। সুতরাং, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা মানুষকে 'সুস্বাস্থ্যবিধি' বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই ধরনের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা স্থানিক এবং গোষ্ঠীগত পার্থক্যের কারণে পরিবর্তিত হয়। অবস্থার উন্নতির জন্য, যে সকল বিষয় মানুষের মাঝে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা তৈরিতে বাঁধা প্রদান করে সেগুলোকে চিহ্নিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা বিকাশের জন্য জনসাধারণ কীভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে তা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে বা বিশেষ করে বিহারে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা এবং সহায়তাকারী নিয়ামক বোঝার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা নেই।

>>

> বিহারে পরিচালিত বহু শাখাভিত্তিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান

আমরা বিহারের রাজধানী পাটনায় একটি বহু শাখাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করেছি। সমগ্র ভারতে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অসুস্থতা এবং মৃত্যুর ঘটনায় পাটনা দেশটির সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আমরা মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে মহামারী চলাকালীন প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমাদের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমস্ত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৩ শতাংশই কোভিড-১৯ আক্রান্ত। অন্যদিকে ৩৪ শতাংশ উত্তরদাতাদের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কোভিড আক্রান্ত ছিলেন। এছাড়াও ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা নিজেরা এবং একইসাথে তাদের পরিবারের সদস্যরা কোভিড ১৯ আক্রান্ত ছিলেন। যারা কোভিড-১৯ সংক্রমণ শনাক্তকরণ পরীক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে জেন্ডারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তথ্য মতে, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা কোভিড আক্রান্ত তাদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ পুরুষ, অন্যদিকে মাত্র ৩১ শতাংশ নারী। শারীরিকভাবে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং একই পরিস্থিতিতে নারীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং টিকে থাকার সম্ভাবনাও পুরুষদের তুলনায় বেশি। এছাড়াও, সামাজ কাঠামো এবং লৈঙ্গিক গতিশীলতার দরুণ এটি পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবারে পুরুষ সদস্যগণ স্বাস্থ্যসেবায় সবসময় অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। অতএব, এ থেকে বোঝা যায় যে পরিবারের নারী সদস্যদের কোভিড-১৯ উপসর্গ দেখা দিলেও তারা সংক্রমণ নিশ্চিত করতে পরীক্ষা করেন নি।

জেন্ডার সূচক ছাড়াও এ গবেষণায় আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা কোভিড ১৯ সংক্রমণের শিকার তাদের ৪০ শতাংশ ২৫-২৯ বছর বয়সী। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাদের বাইরে যাতায়াত বেশি এবং বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া বেশি তারাও কোভিড সংক্রমণের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের পরিবারে এক বা একাধিক সদস্যের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন। এ গবেষণায় আরও দেখা যায়, বহুতল ভবনে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা (৮৮%) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অন্যদিকে, নিজস্ব বাড়িতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের মাঝে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম (১২%)।

এছাড়াও এ গবেষণায় আরও লক্ষ্যণীয় ছিল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ পরিষেবা খাতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, ২৬ শতাংশ আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু বাকিদের পেশা অপ্রকাশিত ছিল। সামাজিক জনমিতি নির্বিশেষে উত্তরদাতাদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরীক্ষায় এক ধরনের অনীহা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং গবেষণা এলাকার সামাজিক-জনসংখ্যাগত পটভূমি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই লক্ষণীয় যে, উত্তরদাতাদের সকলের মধ্যেই কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ নিশ্চিতের পরীক্ষা করায় অনীহা ছিল। এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিশ্চিতের প্রশ্নের জবাবে তাদের বেশিরভাগ বলেছেন যে, তাদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ পরিলক্ষিত হওয়ায় তারা নিজেদেরকে কোভিড সংক্রমিত ধরে নিয়েছেন। পরীক্ষার মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিশ্চিত না করার কারণ জানতে চাইলে তাদের মতামতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কোভিড পরীক্ষার সুবিধা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব (২৭%), চিকিৎসা কর্মীদের পরামর্শের অপ্রতুলতা (১২%)। এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় কোভিড-১৯ সংক্রমণের পর সামাজিক অবজ্ঞার ভয়। ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, তাদের মধ্যে একটি ভয় কাজ করত যে তারা কোভিড-১৯ সংক্রমিত এটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হলে তাদের সামাজিক অবজ্ঞার শিকার হতে হবে। যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারীকালীন হাসপাতালের শয্যা এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাই পরিস্থিতি সংকটজনক না হওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা খোঁজার পরিবর্তে বাড়িতে থাকতেই পছন্দ করত।

কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রান্ত সহযোগিতা চাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য এবং চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুলতা একটি বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং যেকোনো সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতার জন্যেও এটি একটি বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করে। এ গবেষণায় দেখা যায় ২৭ শতাংশ উত্তরদাতা ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন, ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা ফোন কলে ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন, ১১ শতাংশ উত্তরদাতা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যা মোট উত্তরদাতার প্রায় ৪৬ শতাংশ, কেবল বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার তথ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। যারা কোভিড-১৯ সংক্রমণের শিকার তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে পৃথক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই ধরনের আচরণ ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সংক্রমিত ব্যক্তিরা সামাজিক অবজ্ঞার ভয়ে অন্যের কাছে তাদের সংক্রমিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকত। এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যদিও মানুষের মাঝে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা ছিল, তবুও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এ প্রবণতা বাঁধাগ্রস্থ হয়।

মানুষ তাদের ভয় এবং অজ্ঞতার কারণে কোভিড সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা সহায়তা নিতে অনাগ্রহী ছিল। তাই, বিহারের মতো অনুন্নত প্রদেশে জনগণের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা এখন সময়ের দাবী।

> অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত

কোভিড-১৯ এখনও জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি চলমান হুমকি। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্যবিধিচর্চা জনসাধারণের কাছে টেকসই এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এ গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা উন্নত করার জন্য প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক হস্তক্ষেপ জরুরিভাবে প্রয়োজন এবং তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করা উচিত। স্বাস্থ্যনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার সমন্বিত পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে এবং স্বাস্থ্য প্রচারের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

আমাদের সাম্প্রতিক ফলো-আপ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোভিড-১৯ এর পরে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারা অনুশীলনের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্যবিধি জ্ঞান বর্ধিতকরণ এবং তথ্য যোগাযোগে বিনিয়োগ মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা সম্পর্কে একটি নতুন সামাজিক জ্ঞান বিকাশ করতে সহযোগিতা করে যা সুস্বাস্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। এটি বিদ্যমান স্বাস্থ্য বৈষম্য কাটিয়ে উঠে স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে জনগণকে সক্ষম করে। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা এখন একটি সময়ের দাবি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
আদিত্য রাজ <aditya.raj@iitp.ac.in> / টুইটার: @draditya raj
পাপিয়া রাজ <praj@iitp.ac.in>

> স্পেনে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট :

সমাজবিজ্ঞান কেন গুরুত্বপূর্ণ

সিজিতা ডবলিট, ওভিইডো বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা: আদ্রিয়ান সোয়ানকার, আনস্প্ল্যাশ ।

স্পেনে বর্তমান মানসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে বিবেচিত এবং ফলস্বরূপ (একটি) সিস্টেমের (অন্তর্ভূক্ত) মনে করা হলেও, মানসিক স্বাস্থ্য মূলত জীবজগতের একটি অংশ গঠন করে এবং ব্যক্তির সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একীভূত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য ও ক্লেশ আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞানের অনেক জোরালো ভূমিকা রয়েছে। এখানে আমি এই সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে সমাজবিজ্ঞানের একটি বৃহত্তর ভূমিকার পক্ষ নিয়ে বলতে চাই যে, আমরা সাংস্কৃতিক প্রতিলিপি এবং সামাজিক একীকরণে ব্যঘাত ঘটতে দেখেছি। এগুলো সাংস্কৃতিক স্থিতিবোধ, বিচ্ছিন্নতা এবং ফলস্বরূপ সাইকোপ্যাথোলজির ক্ষতি হিসাবে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে, আমার যুক্তি স্পেন কেন্দ্রিক হলেও, এই পাঠটি অন্যান্য দেশের পাঠকদেরও জন্যও প্রযোজ্য।

বিগত বছরের পুরোটা জুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা স্প্যানীয় জনসাধারণের অভূতপূর্ব মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং অ্যাক্টিভিস্টদের সকলেই দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের নিম্নগামীতা প্রদর্শন করে এ ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে আসছেন। বেড়েছে আত্মহত্যার হার। বিগত বিশ বছরে এন্টিডিপ্রেসেন্ট (অবসাদ নিরোধ) ওষুধের ব্যবহার তিনগুণ বেড়েছে যা ইউরোপে সর্বোচ্চ। আরও খারাপ খবর এই যে, স্পেনই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ জনিত ওষুধের (এনএক্সিওলাইটিক) ক্রেতা। ২০২২ সালে স্প্যানিশ সরকারি কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সমীক্ষা এই উপাত্তগুলো আলোচনায় আনেন। এ সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক সরকারি কর্মচারীই তাদের কর্মক্ষেত্রের উদ্বেগ দূর করতে সাইকোফার্মাসিউটিক্যালের উপর নির্ভরশীল।

এই পরিসংখ্যানগুলো, যাই হোক, শুধু ব্যক্তিগত সমস্যাই নয় বরং এ সমস্যাগুলোর পেছনে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোকেও প্রতিফলিত করে। অপরদিকে, স্প্যানিশ গণমাধ্যম অবিলম্বে সমাজবিজ্ঞানীদের চেয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের মনোযোগ স্থির করে। ব্যক্তি পর্যায়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মনো-বিদ্যাসমূহ অপরিহার্য হলেও, মানসিক উদ্বেগের নিরাময় পদ্ধতি (বায়ো) মেডিকেল মডেলের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার প্রবণতা রাখে যা ব্যক্তির সামাজিকতাকে অপ্রাসঙ্গিক ও পৃথক করে ফেলে। প্রেকটিশনারদের মন্তব্য প্রায়ই মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য সম্পদ আর বিশেষজ্ঞদের চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলো বিবেচনা করা উচিত।

> সংস্কৃতি এবং আত্ম-মূল্য

সাংস্কৃতিক অবস্থানসমূহ শুধু জনসাধারণেরই নয় যারা কিনা সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্গঠিত একক ব্যক্তিরাও যারা সামাজিকীকরণের মধ্যমে রূপায়িত–এই দুই বাস্তবতায় দৈনন্দিন চর্চার যথেষ্ট জ্ঞানের সংগতি রক্ষা করার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশা, সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপকে পরিচালিত করে (হ্যাবারমাস, ১৯৮৭)। নব্য উদারনীতি এমনভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, যেখানে সংস্কৃতি ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদের উপর আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার বয়ানসমূহ চাপিয়ে দেয়। ফলে যা আমাদের প্রতিযোগী, বস্তুগত সাফল্য এবং নির্দিষ্ট জীবনাচরণমুখী হতে জোর দেয় (ল্যামন্ট, ২০১৯)। প্রধানত সামাজিক মূল্যের অপরাপর মানদণ্ড, উৎপাদনশীল কর্মক্ষমতা এবং ভোগের উপর ভিত্তি করে যথাযথ জীবনের সংজ্ঞাগুলো আরও একজাতীয় হয়ে ওঠে।

উল্লেখিত লক্ষ্যগুলো কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য অর্জনযোগ্য বলে মনে করা হয়, যার ফলস্বরূপ 'বিজয়ীদের' শ্রেণিবিভাগ করা হয়, যারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজেদেরকে প্রেষণা দেয় বলে বিশ্বাস করা হয় এবং একইভাবে 'পরাজিতরাও' যাদের মধ্যে এই ধরনের যোগ্যতার অভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু আত্ম-মূল্যের এই মানদণ্ডগুলো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রত্যেকের জন্য প্রবেশগম্য নয়। ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী একজন স্পেনীয়কে একটি বিশেষ সুবিধা দেয়। আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক কম যদি আপনি আপনার ধনী নাগরিকদের তুলনায় গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; যতই আপনি অধ্যয়ন এবং পরিশ্রম করুন না কেন।

বেশিরভাগ মানুষই তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বস্তুগত সাফল্যের আদর্শে প্রোথিত অবলম্বিত সাংস্কৃতিক বয়ানের ভিত্তিতে তৈরি করে। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই উদ্দেশ্যমূলক সম্ভাবনার সম্মুখীন হন যা এই ধরনের কল্পনার সঙ্গে

>>

সংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়, তবুও দেখুন যে, ভাগ্যবানেরা এটি সহজে পেয়ে যায়। মূর্ত প্রত্যাশা এবং উদ্দেশ্যমূলক সম্ভাবনার মধ্যে এই অমিল সাংস্কৃতিক স্থিতিবোধ এবং দুঃখ, ক্রোধ বা লজ্জার অনুভূতিতে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। আমি মনে করি ভবিষ্যতের উপর থেকে বিশ্বাস হারানো হলো দুঃখের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণগুলোর মধ্যে একটি।

> কাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক

বস্তুগত বঞ্চনার পাশাপাশি, সমাজবিজ্ঞান অবস্থানগত দুর্ভোগের দিকেও ইঙ্গিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও, একজন তরুণ শিক্ষাবিদ যিনি শালীন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারেন না কিন্তু যিনি বছরের পর বছর অধ্যয়ন এবং প্রচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' চাকরির নিরাপত্তা স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি সমানভাবে অস্তিত্বের আশঙ্কা বোধ করেন। ন্যায্য বেতনের বিষয়সহ এর বাইরে গিয়ে, স্পেনের জরিপগুলো প্রকৃতপক্ষে মানসিক যন্ত্রণা এবং এই ধরনের কর্মক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্দেশ করে অর্থাৎ, কাজের অর্থপূর্ণতা বা এর অভাব।

প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক যা কর্মক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন, মর্যাদা এবং স্বীকৃতিকে উৎসাহিত করে। তার ফলে সংস্থার সদস্যদের মধ্যে এবং এর বাইরে সংহতি বৃদ্ধি করে, পুরস্কৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং এইভাবে, বিষয়গত সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক সুযোগগুলো আনতে সাহায্য করার মাধ্যমে কর্মচারী কল্যাণের উন্নতি ঘটবে। প্রত্যাশা অর্থপূর্ণ কাজ জীবন জগতের সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে। তবুও, স্পেনে এই ধরনের কাজের বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি লক্ষণীয় অবনতি ঘটেছে; কম স্বায়ত্বশাসন, মর্যাদা এবং স্বীকৃতি এবং আরও মানসিক কষ্ট।

কাজের সম্পর্কের বিঘ্ন, তা সত্ত্বেও, অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সংহতি দ্বারা প্রশমিত হতে পারে। বিশেষ করে, দক্ষিণ ইউরোপীয় সমাজে যেগুলো দুর্বল অ-পারিবারিক বন্ধনসহ শক্তিশালী পারিবারিক সংস্কৃতি হিসাবে বিবেচিত হয়। যাই হোক, সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক পারিবারিক এবং অ-পরিবার স্পেনে তাদের শক্তি এবং কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে (আয়লা ক্যানন এট আল, ২০২২)। এই প্রক্রিয়াটি কোভিড-১৯ মহামারীর আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু ক্রমান্বয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে। লোকেরা তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে কম দেখা করে, তাদের নেটওয়ার্কগুলোতে কম সামাজিক এবং মানসিক সমর্থনের উপর নির্ভর করে এবং মূলত একাকীত্ব বোধের জন্ম দেয়।

এইভাবে, যখন সাংস্কৃতিক ডোমেইনে বিশৃঙ্খলার ফলে সাংস্কৃতিক অভিমুখীতা নষ্ট হয়, সামাজিক সম্পর্কের বিঘ্ন ঘটে, সেই কর্ম সম্পর্কই হোক বা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক বন্ধন, ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে, মানুষ তাদের সামাজিকীকরণের ভিত্তিতে যা প্রত্যাশা করে এবং তাদের জীবন কীভাবে চলছে তার মধ্যে অমিল তৈরি করে, কিছু মানুষের জীবন অন্যদের তুলনায় বেশি বসবাসের অযোগ্য যার ফলস্বরূপ সাইকোপ্যাথলজি হিসাবে প্রকাশ হতে পারে।

> পদ্ধতি

যদিও আমি এখানে জীবনজগতের উপর আলোকপাত করছি, সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের দুটি স্তরকে সংযুক্ত করা, যেখানে প্রক্রিয়াটিকে তার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনজগতের রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত পূরণ করতে হবে' (হ্যাবারমাস, ১৯৮৭)। এটি মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতার বাইরে চলে যায় যা প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তির কষ্ট কমাতে পারে। তবুও, বর্তমান পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিরা জীবনজগতে ফিরে আসে যা বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন। প্যাটার্নসমূহ স্থায়ী হয়ে যায়। যদি মূল্যের প্রক্রিয়াগুলোকে প্রসারিত না করে যেখানে আরও বেশি মানুষ মূল্যবান বোধ করতে পারে। শ্রম সম্পর্ক এবং সুযোগগুলোকে উন্নত না করে যাতে কাজের প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করা যায় বা আবাসন এবং পরিবারের মতো সামাজিক নীতিগুলোতে বিনিয়োগ না করে যা মূল্যের অনুক্রমে প্রচার এবং প্রেরণ করে কিন্তু এটি স্পেনে ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল। অন্য কথায়, একদিকে বিচ্ছিন্ন এবং অর্থহীন জীবনজগতের দুষ্টচক্র চলতে থাকে, অন্যদিকে কারণসমূহের পরিবর্তে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা মোকাবেলা লক্ষণসমূহ অব্যাহত থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে, আমরা এই প্রক্রিয়া এবং ব্যাখ্যাগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে পারি। যাই হোক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতার সঙ্গে জড়িত থেকেও, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের সীমানা অতিক্রম করা সত্ত্বেও, জ্ঞান এবং অনুশীলনকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করতে পারে। আর তাই আমার যুক্তি হলো যে, বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক উপ-শাখার মধ্যে এই কথোপকথনটিকে তীব্র করার এটাই উপযুক্ত সময়। ■

তথ্যসূত্র:
Ayala Cañón, L., Laparra Navarro, M. and Rodríguez Cabrero, G. (eds.) (2022) *Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España.* Madrid: Fundación FOESSA.
Habermas, J. (1987) *The Theory of Communicative Action. Lifeworld and System: A critique of Functionalist Reason.* Vol. 2. Cambridge: Polity Press.
Lamont, M. (2019) "From 'having' to 'being': self-worth and the current crisis of American society." *The British Journal of Sociology* 70(3): 660–707.

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সিজিতা ডবলিট <doblytesigita@uniovi.es>

> মগ্নচৈতন্যগত সহিংসতা চিহ্নিত করে মানবাধিকার আলোচনার

পরিসর বিস্তৃতি করা

প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচায, ভারতীয় সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

'আমরা একে অপরকে বাঁচাতে চাই' শীর্ষক ইলাস্ট্রেশনটি ব্রাজিলিয়ান শিল্পী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রিবস (twitter.com/o_ribs এবং instagram.com/o.ribs) সামাজিক তত্ত্ব এবং ল্যাটিন আমেরিকান স্টাডিজ সেন্টারের (NETSAL-IESP/UERJ) *সামাজিক আন্দোলন পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করেছেন।*
কৃতজ্ঞতা: রিবস, ২০২১।

বিশ্বকে দেখার একটি গভীর সহানুভূতিশীল ভঙ্গি হলো মানবাধিকার দৃষ্টান্ত। মৌলিক অনুমানের উপর ধরে নেয়া হয় যে, মানব জীবন যোগ্যতা, মর্যাদা এবং অর্থবহ মানদণ্ডের উপর দণ্ডায়মান। ইতিহাস জুড়ে নারী-পুরুষেরা যে নৃশংসতার শিকার হয়েছে, সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এই দৃষ্টান্তটি কাঠামোগতভাবে বিকশিত হয়েছে। অন্য সব দৃষ্টান্তের মতো এটিও একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে যা আইনি প্রত্যক্ষবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শাণিত এবং বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাবাদ ও স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিসত্ত্বাকে প্রাধান্য দেয়। এখন সময় এসেছে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার উৎসগত প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনপূর্বক ব্যক্তির মতাদর্শিক বিভিন্নতা এবং স্থান-কাল-পরিবেশভেদে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র্য জ্ঞানের মূল্যায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার দৃষ্টান্তের পরিসীমাকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করার। সম্ভাব্য অশ্লীভবনের যেকোনো ইঙ্গিত অবশ্যই আমাদেরকে মানবাধিকারের আরও সূক্ষ্ম ও প্রসঙ্গ-নির্দিষ্ট প্রথাগত আন্তর্জাতিক

>>

আইনের বিকাশ ঘটাতে প্ররোচিত করবে যা নিপীড়িতদের কণ্ঠরোধকারী এবং স্বাধীনতা খর্বকারী সকল অদৃশ্য সাংস্কৃতিক সহিংসতা ও সমাজে গেঁথে বসা পক্ষপাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

> লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার জট উন্মোচনে মানবাধিকার আলোচনার ব্যর্থতা

এই নিবন্ধটি মানবাধিকার আলোচনার বিদ্যমান অপর্যাপ্ততা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার দমনে সহগামীসামাজিক ও আইনি উপাদানগুলোর উপর আলোকপাত করে। বিশেষ করে এটির মগ্নচৈতন্য প্রকৃতি এবং যার ফলে এটি সাধারণত 'শান্তিকালীন' '" ঘটে থাকে। উপরন্তু এটি সহিংসতার ধরনগুলো চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে মানবাধিকার আলোচনার পরিসর বিস্তৃতি করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে যা প্রায়শই পরিমাপযোগ্য প্রায়োগিক পরিধীর ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসরমান এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে বসে এবং যা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। তৃতীয়ত, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রাত্যহিক ধরনগুলোর দিকে মানবাধিকারের রক্ষক এবং আইনের প্রতিনিধিদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য এবং অব্যাহতির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং জবাবদিহিতার বিকাশসাধনের জন্য একটি আবেদন জানানো হয়।

যদি বর্ণালি বা ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা হয়, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিশেষ দর্শনীয় থেকে খুবই জাগতিক, আবার একেবারে বাহ্যিক থেকে অতি সাধারণ মাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। মানবাধিকার কাঠামোতে উল্লিখিত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার নৃশংস কর্মকাণ্ড যেমন নির্বিচারে হত্যা, যুদ্ধকৌশল হিসেবে ব্যবহৃত যৌন সহিংসতা, মানব পাচার এবং এই জাতীয় নৃশংসতাগুলো সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেই বেশি ঘটে এবং যথার্থই আন্তর্জাতিক মহল এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যা ে হোক, গুরুতর এবং প্রকাশ্য সহিংসতার ধরন থেকে অপেক্ষাকৃত কম তীব্র এবং সূক্ষ্ম প্রতারণাপূর্ণ সহিংসতার " 'কর্মকাণ্ডের' দিকে আমাদের মনোযোগ পরিবর্তনের জন্য প্রতীকী (ইড়ঁৎফরবঁ, ১৯৭০) এবং মগ্নচৈতন্যগত সহিংসতার ধারণা একটি নির্দেশনামূলক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে যা প্রায়শই 'শান্তিকালীন' সংঘটিত হয় কিন্তু সংঘাত কিংবা সংকটকালীন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। *Scheper-Hughes এবং Bourgois* তাঁদের লেখায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের সবচেয়ে বিরক্তিকর যন্ত্রণাগুলোর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং আলোচনার সামাজিক উদাসীনতা সকলের দৃষ্টিগোচর করার জন্য 'প্রাত্যাহিক সহিংসতা' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন।

ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে ছিদ্রযুক্ত সীমানার কারণে আমাদের সমসাময়িক অবস্থা আমাদেরকে সহিংসতার জটিলতার কাছে, বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার উৎসগত প্রকৃতির স্তরগুলোর সামনে দাঁড় করিয়েছে। যেখানে প্রকাশ্য সহিংসতাকে গুরুত্বের সাথে সমস্যা হিসেবে পরিমাপ করা হয়, সেখানে 'শান্তিকালীন' ঘটে থাকা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাগুলোকে প্রায়শই যথাযথ নীতি-স্তরের এবং আই-নি মনোযোগ দেয়া হয় না। যা পরিমাপ করা হয় না তা প্রায়শই নিরুত্তর ও বিস্মৃত থেকে যায় এবং আলোচনা ও বিতর্ক থেকে মুছে ফেলা হয়। *Gayatri Spivak* যেমনটি বলেছেন, যা দেখা যায় পরিমাপ তা চিহ্নিত করে, আর যা 'শনাক্ত করা যায় না' তা মুছে ফেলে।

> অপ্রকাশিত দৈনন্দিন সহিংসতার দৃশ্যমানকল্পে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা

বৈজ্ঞানিকতার সন্ধানে দৃষ্টবাদ পরিমাপযোগ্য সূচকগুলো বিকাশের চেষ্ঠা করেছে। মানবাধিকারের আলোচনা সাধারণত দৈহিক আঘাত এবং সহিংসতার ধরনগুলোর উপর আলোকপাত করে যা মূলত সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সংঘটিত হয় এবং ধ্বংসাত্মক, বিচ্যুত ও বিভ্রান্তিকর আচরণ প্রকাশ করে। কারণ, ব্যাপকতা এবং ঘটনার দ্বারা এগুলো বিচক্ষণতার সাথে পরিমাপ করা যায়। দৃষ্টবাদ পদ্ধতি এবং নব্যউদারনীতিবাদী রাশিকরণ ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক জোটে মানবাধিকার দৃষ্টান্তের অনিবার্যভাবে প্রচুর বিস্তারিত বর্ণনাকে উপেক্ষা করার প্রবণতা থাকতে পারে। ফলস্বরূপ *'নিবিড় আলোচনা'* এবং 'পাল্টা বিবরণী' দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় মূর্ত হয় যার জন্য সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ থেকে একটি সত্তাতত্ত্বীয় বিরতি এবং একটি ব্যাখ্যামূলক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানান্তর প্রয়োজন যা লঙ্ঘিতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাদের মৌখিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার অনুমতি দেয় এবং সর্বোপরি ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতার আলোকে সহিংসতাকে পরিমাপ করে। *Cecilia Menjívar* পূর্ব গুয়াতেমালায় সহিংসতার উপর তার তীব্রভাবে উপলব্ধিমূলক নৃতাত্ত্বিক গ্রন্থে লাডিনা নারীদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতালব্ধ এবং সহ্য করা অবগুণ্ঠিত সহিংসতার বর্ণনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন যা অবমূল্যায়ন, অবমাননা ও অবজ্ঞার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটের শিকার এবং যা নারীহত্যাযজ্ঞের ভয়ঙ্কর দিক প্রকাশ করে। গবহলল্লাধৎ নারীদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করে 'আগুয়ান্টার' অর্থাৎ, সহ্য করা– ব্যথার প্রাত্যহিকতা নির্দেশ করে সহিংসতাকে স্বাভাবিকতার অবকাশ থেকে পুনরুদ্ধার করেন; যেখানে সহিংসতাকে সাংস্কৃতিকভাবে 'সাধারণ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

যাদের কথা সর্বদাই অশ্রুত ছিল সেই বিশেষ জ্ঞাতদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করে নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাদের জায়গা করে দিয়ে তাদের *'অনুপস্থিত অভিজ্ঞতা'* পুনরুদ্ধার করে। এই পদ্ধতি সেইসব অংশীজনের বৃহত্তর দৃশ্যমানতাকে উন্নীত করে এবং তাদের জ্ঞান সংক্রান্ত কর্তৃত্ব প্রদান করে যারা আর অভিজ্ঞতার বিবরণী থেকে বাদ পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, আদালতের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিকতা কিংবা বিচারের কথা বিবেচনা করুন যেখানে অবমাননার শিকার ব্যক্তিকে তাদের আচরণ এবং কর্ম দ্বারা রক্ষিত স্থিতাবস্থা থেকে প্রতীয়মান আপাত 'সম্মতি' বিবেচনা করে আইনের প্রতিনিধিগণ তাদের রচিত প্রতিবেদনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করতে বলেন যে সহিংসতার কোনো 'প্রমাণ' আছে কিনা। একটি মানবাধিকারের অবস্থানকে নারীর 'প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা'র অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে অবশ্যই আরও অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে প্রেক্ষাপটের পটভূমি তৈরি করতে হবে যার সবচেয়ে কঠিন উদাহরণ হলো *'বিষয়গুলোর ক্রম'* দ্বারা প্রয়োগ করা।

যখন ন্যায়বিচারের প্রতিনিধিগণ, আইনের সমর্থক এবং *'প্রতীকী শক্তি'* এই ধরনের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে বসা পক্ষপাত বহন করে এবং তাদের 'রায়' অপ্রতিরোধ্য অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠা করে, তখন অন্যায় অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ন্যায়বিচার রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ওজনের নিচে চাপা পড়ে যায়।

> একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতার জন্য নতুন সরঞ্জাম

নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব উল্লেখ না করলেও অপ্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয় ধারণাগত সংশ্লেষ ব্যবহারিক ও আইনি জটিলতা বর্জিত নয়। এটি আরও প্রকট হয় যখন নারীবাদী পর্যালোচনাসমূহ প্রায়শই প্রতীকী সহিংসতার জন্য একটি অন্ধ স্থান নির্দেশ করে যেটি একটি শ্রেণিবর্গ হিসেবে আয়ত্ত করার জন্য নিতান্তই অস্পষ্ট। যা হোক, মানবাধিকারের সারসংগ্রহ কখনই একটি সম্পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া হতে পারে না। তবে, এটি অবশ্যই একটি সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক শক্তি এবং পরীক্ষামূলক আবিষ্কারের দ্বারা অবহিত হতে পারে যা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামের সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রাত্যহিক প্রতীকী সহিংসতা সংবিধিবদ্ধকরণ এবং দণ্ড নিরূপণের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পদক্ষেপ হল *Belém do Pará Convention* এবং MESECV মডেল আইন যা এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে। এই নিয়মপত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ নারীদের 'সর্বপ্রকার বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা কিংবা চলিত নিয়ম এবং নারীকে নগণ্য বা অধস্তনকারী কিংবা তাদেরকে অপরিবর্তনীয় আচরণবিধির মধ্যে আবদ্ধকারী নিয়ম থেকে মুক্তি প্রদান করে'। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী উদাহরণ হলো পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় চর্চিত 'সম্মান রক্ষার্থে অপরাধ' এবং এর অনুমিত 'লজ্জা' যা নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা

>>

এবং দমন করে। যা হোক, অপেক্ষাকৃত কম তীব্র সহিংসতার অনুচ্চারিত রূপ যা নারী এবং তার পরিবারের সামাজিকভাবে একঘরে করে ব্যবহারিকভাবে নারীর 'সামাজিক মৃত্যুর' পথ সুগম করে, তার খুব কমই স্পষ্ট উল্লেখ কিংবা রাষ্ট্রীয় নিন্দা প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সহিংসতার দৃশ্যমানতাকে চাপা দেয়ার মাধ্যমে এই ধরনের সহিংসতাকে বৈধতা প্রদান করা হয়।

> মানবাধিকারের প্রতি গভীর অঙ্গীকার

সহিংসতার অপ্রকাশিত রূপগুলো কার্যকরভাবে অভ্যন্তরীণ এবং বিদ্যমান মতাদর্শগত বর্ণনা, প্রথা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা দ্বারা সমর্থিত। মানবাধিকারের আলোচনাকে অবশ্যই সহিংসতার সম্ভাবনার প্রতি মনযোগী হতে হবে যা নির্লজ্জ কর্মে প্রকাশ না পেলেও ঐতিহাসিকভাবে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ এবং *'কর্মপ্রণালী'তে* শক্ত-সমর্থ উপস্থিতির মাধ্যমে দৈনন্দিন লোকাচারের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়।

'স্বাভাবিক' সামাজিক অনুশীলনের বাহ্যাবরণের অন্তরালে বেড়ে এই ধরনের মগ্নচৈতন্যগত সহিংসতা যা অপেক্ষাকৃত কম দৃশ্যমান ক্ষতির কারণ হতে পারে তা আদর্শিক সামাজিক স্থান, অনুশীলন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়া থেকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। তাই মানবাধিকারের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিকে এমন একটি ভাষায় প্রকাশ করতে হবে যা নারীর একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত অসম লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমাজে অনুবিদ্ধ অধস্তনতা এবং আধিপত্যের প্রতিবিধান করে। এই সাংস্কৃতিক অবস্থানগুলো প্রায়শই স্থায়ীকরণ এবং পুনরুৎপাদনকে বৈধ্য করে, যার মাধ্যমে প্রাত্যহিক অভ্যাসগত পুনর্বিন্যাস স্বাভাবিক হয়। অতএব, 'হাল্কা' অন্যায় কর্মকাণ্ড যা অনুচ্চারিত থাকে তা পরিমাপের জন্য ভিন্ন সরঞ্জামের প্রয়োজন।

আত্ম-প্রতিফলন এবং সমালোচনামূলক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের নির্নয়ককে অবশ্যই মানবাধিকারের আলোচনা পরিমার্জিত করতে হবে এবং শিকার করতে হবে যে, প্রাত্যহিক জাগতিকতা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শক্তিশালী রূপের জন্ম দেয়। Arendt এর *banality of evil* আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, '*ইতিহাসের গভীরতম মুহূর্তের* অপরাধসমূহ চরমপন্থী বা মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয় না; বরং সাধারণ মানুষ–সম্ভাব্য আপনি বা আমি–দ্বারা সংঘটিত হয়, যেহেতু আমরা বিদ্যমান সামাজিক নিয়মের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করে এসেছি' । নীরবতা এবং প্রতিগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অসম শক্তি সম্পর্ক পুনরুৎপাদিত হয়।

একটি অনুন্নত মানবাধিকার পর্যালোচনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেবল মৌনতা প্রকাশ করে না, *সমষ্টিগত বিবেকের মৌনতাকেও প্রতিফলিত করে*। নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ব এবং 'প্রাত্যহিক সহিংসতা' নিরূপণের সরঞ্জাম মানবাধিকার দৃষ্টান্তকে আরেকটি লেন্স দিতে পারে যা আমাদের, 'বিদগ্ধ নায়কদের' গভীর মৌনতা এবং ম্লান অথচ উদ্ধারযোগ্য কণ্ঠের জন্য আরও মানানসই এবং যারা অবশ্যই একটি সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের জ্ঞানীয় নিপীড়ন থেকে উদ্ভাসিত হতে পারে। শ্রুতিমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রাত্যহিক অদৃশ্য অন্যায় কর্মকাণ্ডকে দৃশ্যমান করে মানবাধিকারের স্বীকৃতির রাজনীতিতে পুনর্নির্মাণ করা সেই সকল অদৃশ্য এবং অসহনীয় ক্ষতের কথকদের সম্মিলিত নিরাময় সাধনের জন্য একটি যোগ্য প্রকল্প হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচায <priyadarshini.bhattacharya@gmail.com>
টুইটার: @BhattacharyaIAS

> খালদুনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউক্রেনের রুশ আক্রমণ

আহমেদ এম. আবোজাইদ, ইউনিভার্সিটি অফ সাউদাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

কৃতজ্ঞতা: ফটো মন্টেজ, ভিতোরিয়া গঞ্জালেজ, ২০২৩।

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) একজন মুসলিম পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি বিশ্বব্যাপি সামাজিক বিজ্ঞানে অনেক গুরুত্ব পেয়েছেন। তাঁর আন্তঃবিভাগীয় কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; তারমধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ্য অর্থনীতি, অর্থ, নগর অধ্যয়ন, মানব ভূগোল, ইতিহাস, রাজনৈতিক তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব অধ্যয়ন, দর্শন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছে। তাঁর লেখা, আল-মুকাদ্দিমাহ প্রোলেগোমেনন এবং কিতব আল-ইবার ইবনে খালদুনের ইতিহাস, ১৯৬৭ সালে বার্থেলেমি ডি'হারবেলটের বিবলিওথেক ওরিয়েন্টাল-এ প্রথম পাশ্চাত্যে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ইবনে খালদুনের লেখার অসংখ্য অনুবাদ এখনও কথ্য ভাষায় রয়েছে এবং অনেক পণ্ডিত তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন।

২০২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে যখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ পুরোদস্তর আক্রমণে রূপ নিয়েছিল আমি ইবনে খালদুন ও রাষ্ট্রীয় সহিংসতার উপর আমার পিএইচ.ডি প্রবন্ধ ও গবেষণা শেষ করছিলাম। আমি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি কিন্তু একজন ইউক্রেনীয় অংশীদার হিসেবে এবং কিয়েভে আমার পরিবার থাকার কারণে এই সহিংসতার ফলে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অনেকের মতো আমি এই নতুন বৈরী বাস্তবতা বোঝার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং প্রায়শই 'ওয়েস্টপ্লেইনিং' বিশেষজ্ঞদের দেওয়া যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ও সীমিত ব্যাখ্যা আমাকে হতাশ করেছে। তখন ইবনে খালদুনের লেখা আমাকে হঠাৎ আগ্রাসনের গতিবিধি এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ সরকার কর্তৃক অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রীয় সহিংসতার কৌশল বুঝতে সাহায্য করেছিল। আজকে অত্যন্ত দরকারি সমসাময়িক বৈশ্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে আমি আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো শেয়ার করব।

> খালদুনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি

নীতিগতভাবে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এবং পরবর্তী সময়ে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠনমূলক প্রক্রিয়ার ফলে অনেক বৈশ্বিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাসমূহের গঠনমূলক প্রক্রিয়া চলাকালীন উদ্ভূত সমস্যাগুলো কখনও সমাধান করা হয়নি। খালদুনিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অঙ্গীভূত সামাজিক-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক রূপরেখা 'আসাবিয়ার' (অর্থাৎ শাসক অভিজাত শ্রেণির) প্রকৃতি এবং আধুনিক সমাজের মধ্যে যেভাবে ক্ষমতা কাঠামো গঠিত হয়েছে তা প্রতিফলিত করে। বিশেষ করে, ক্ষমতাসীন অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা, আধিপত্য, ও উৎপাদনের উপায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সহিংসতার একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করার জন্য কীভাবে সেই কাঠামোগুলো সহিংসতা ও নিপীড়নের মাধ্যমে একীভূত করা হয়েছিল তা নির্দেশ করে। ক্ষমতাসীন অভিজাতদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা বজায় রাখার জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ রাষ্ট্রকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সহিংসতার উদ্বৃত্ত রপ্তানির দিকে ধাবিত করে তা খালদুনের ধারণা ব্যাখ্যা করে। ইবনে খালদুনের তত্ত্বসমূহের পুনর্বিবেচনা আজকের বৈশ্বিক রাজনীতিতে শাসন ও বৈধতার সংকট, উদার গণতন্ত্র থেকে সামরিক স্বৈরাচার, কর্তৃত্ববাদ ও রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সেই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে বড় বড় শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকে প্রসারিত করে। ক্ষমতা কাঠামো গঠনের বিষয়ে খালদুনের বিশ্লেষণের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা আমার কাছে অতীতের উপস্থিতি এবং আজকের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও আইনগত (আধুনিক ও প্রাক-আধুনিক) কাঠামোর সংকর প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

>>

খালদুনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবশালী রাজবংশীয় গোষ্ঠী, দেশপ্রেম বা অলিগার্কিক শাসনের চক্রকে হাইলাইট করে। এটি সমন্বিত সামাজিক গোষ্ঠীকর্তৃক ক্ষমতার জন্য অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের উপরও জোর দেয় যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা ও উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের (বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ) হাত থেকে নিরাপদ থাকা। এই সক্রিয় নৈতিক শক্তি সাধারণভাবে অন্যান্য দেশের প্রতি 'আমাদের বনাম তাদের' মনোভাব এবং সেইসব তথাকথিত শত্রু বা শত্রুদের সঙ্গে শূণ্য-সম চিন্তাভাবনার (Zero-sum thinking) দিকে ধাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউক্রেনের ক্ষেত্রে পুতিন তাঁর আসাবিয়্যা ক্ষমতার বলয় হিসাবে যা উপলব্ধি করেন তার পটভূমিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি নতুন ট্রান্স-রিজিওনাল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান অর্থাৎ সোভিয়েত পরবর্তী সময়ে পরিচয়-ভিত্তিক আসাবিয়্যা প্রতিষ্ঠা ও ইইউ এবং ন্যাটোর বর্ধিতকরণ স্কিম প্রতিনিধিত্ব করে এমন বহিরাগত প্রতিযোগীদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে চান পুতিন।

> পুতিনের আসাবিয়্যা

ক্ষমতাসীন রুশ আসাবিয়্যা'র প্রধান হিসাবে পুতিন সহিংসতা ও জবরদস্তির মাধ্যমে আধিপত্য আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যার মধ্যে কর্তৃপক্ষ গালবাহ এবং কাহর ব্যবহার করে অর্থাৎ আসাবিয়্যা'র বৈধতা ও ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জকারী প্রতিপক্ষ ও প্রতিযোগীদের কমানো ও নির্মূল করার জন্য হত্যা ও নির্যাতনের মতো নৃশংস উপায়ের ব্যবহার। অন্য কথায়, পুতিন সহিংসতার উদ্বৃত্ত (বস্তু এবং প্রতীকী) রপ্তানি করছেন যা এই আসাবিয়্যার' উত্থানের সঙ্গে জড়িত। তিনি অভ্যন্তরীণভাবে বিরোধী দলগুলোকে দমন করে, তার শাসনের নিরাপত্তা সুসংহত করে এবং বাহ্যিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণবাদী আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে এটা করছেন। ইবনে খালদুনের মতে, একবার একজন 'আসাবিয়্যা' তার (দেশীয়) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলে, সে নিজেকে অন্যদের উপর আধিপত্যের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য অধস্তন গোষ্ঠীকে পরাজিত করে। যার ফলে সেই গোষ্ঠীর অনুভূতি যা অন্যান্য প্রতিযোগীকে একত্রিত করে এবং প্রভাবশালী অভিজাতদের হুমকি দেয় তা ধ্বংস করে এবং ভেঙ্গে দেয়, নয়তো এর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

খালদুনিয়ান কাঠামোর মাধ্যমে ইউক্রেনে চূড়ান্ত বিজয় লাভ বা ইউক্রেনীয় প্রতিরোধের মূল ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলতে ব্যর্থতার মুখে পুতিন শাসনের ভাগ্য একইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ইবনে খালদুন বলেছিলেন যে শাসনব্যবস্থার প্রধান শত্রু হল 'আসাবিয়্যা'র বিচ্ছিন্নকরণ বা বিভেদ যা প্রথম পর্যায়ে শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ এবং রক্ষা করেছিল। এই বিচ্ছেদ ঘটে মূলত আসাবিয়্যার প্রভাব কমে যাওয়ার মাধ্যমে (অর্থাৎ পরাধীনতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা)। এই ধরনের রূপান্তরের ঘটনা (একইভাবে আর্থিক সক্ষমতা হ্রাসের সাথে সঙ্গে) শাসনব্যবস্থার ধ্বংসের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তদুপরি, ইয়াসিন আল-হাজ সালেহ যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, পুতিনের পরাজয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বেলারুশ, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরাচারী শাসকদের জন্য খারাপ খবর হতে পারে, যাদের টিকে থাকা ও স্থিতিশীলতা ট্রান্সরিজিওনাল সহায়তা এবং পুতিনের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল। তাই, ইউক্রেনে তাঁর পরাজয় সিরিয়ায় আসাদের মতো বর্বর ও বিশ্বাসঘাতক সরকারকেও দুর্বল করে দেবে।

> বাস্তববাদী এবং উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় উন্নতিসাধন

সংক্ষেপে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত ও সংকটের ছড়িয়ে পড়ার কারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঘটনাসমূহের প্রভাবকে উপেক্ষা করে শুধু কিছু স্বৈরাচারীর হিংস্রতায় অনুসন্ধান করা ভুল হবে। খালদুনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয় বরং ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের ঘটনা (এবং সিরিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ইত্যাদির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে), উদাহরণস্বরূপ, ইবনে খালদুনের সেই বক্তব্যকে সমর্থন করে যেখানে তিনি সহিংস কর্তৃত্ববাদী শাসনের ক্ষমতা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রকাশ করতে অন্যান্য পদ্ধতিগত নির্দেশনার পাশাপাশি প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণির (অর্থাৎ ঐতিহাসিক ব্লক ও সামাজিক শক্তি) ভূমিকা ও কার্যকারিতা (পুনরায়) পরখ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এইসব সহিংস কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার বৈধতা তার নাগরিকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের মাধ্যম এবং অন্যান্য দেশের প্রতি রাষ্ট্রীয় কৌশল হিসাবে হিসেবে উদ্বৃত্ত সহিংসতা রপ্তানি করে সৃষ্টি করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, যখন গবেষকরা আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহিংসতার দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পরিস্থিতি কল্পনা করার চেষ্টা করছেন, তখন এই ধরনের উদ্ভাবনমূলক অন্তর্দৃষ্টি মূলত উপেক্ষা করা হয়েছে। যাই হোক, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের সমালোচনা এবং বৈশ্বিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য খালদুনিয়ান কাঠামো তৈরির সম্ভাবনার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই যুক্তিটি ২০০৮ সালে পুতিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করার পর থেকে রাশিয়ান আগ্রাসনের সর্বশেষ পর্বের বাস্তববাদী ও উদারনৈতিক ব্যাখ্যার ত্রুটিসমূহ কাটিয়ে উঠতে কার্যকর। ইবনে খালদুনের তত্ত্ব শান্তির জন্য সংবিধান এবং ক্ষমতা, নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের ভারসাম্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ এড়ানো এবং জাতি-রাষ্ট্র কর্তৃত আধিপত্য বিস্তারকারী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের উপর বাস্তববাদের অপ্রতিরোধ্য ফোকাসকে ছাড়িয়ে গেছে যা এটি কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠার গতিশীলতার গোপনীয় অভ্যন্তরীণ কার্যতৎপরতা এবং সামাজিকভাবে সমন্বিত গোষ্ঠী (আসাবিয়্যা) কর্তৃক দলীয় চিন্তার (গ্রুপথিঙ্ক) প্রভাবের মাধ্যমে তা করে। একইভাবে, ইবনে খালদুনের তত্ত্ব আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার উপর যা সহযোগিতার মূল্যবান তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, নব্যউদারবাদী তত্ত্বের অত্যধিক জোরকে চ্যালেঞ্জ করে। আসাবিয়্যার আপেক্ষিক-লাভের যুক্তির আধিপত্য নিরঙ্কুশ লাভের অগ্রাধিকারকে ক্ষুণ্ন করে যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করা। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
আহমেদ এম আবোজাইদ <a.ahmed@soton.ac.uk> ,টুইটার:@AbozaidahmedM

ISA PUBLICATIONS

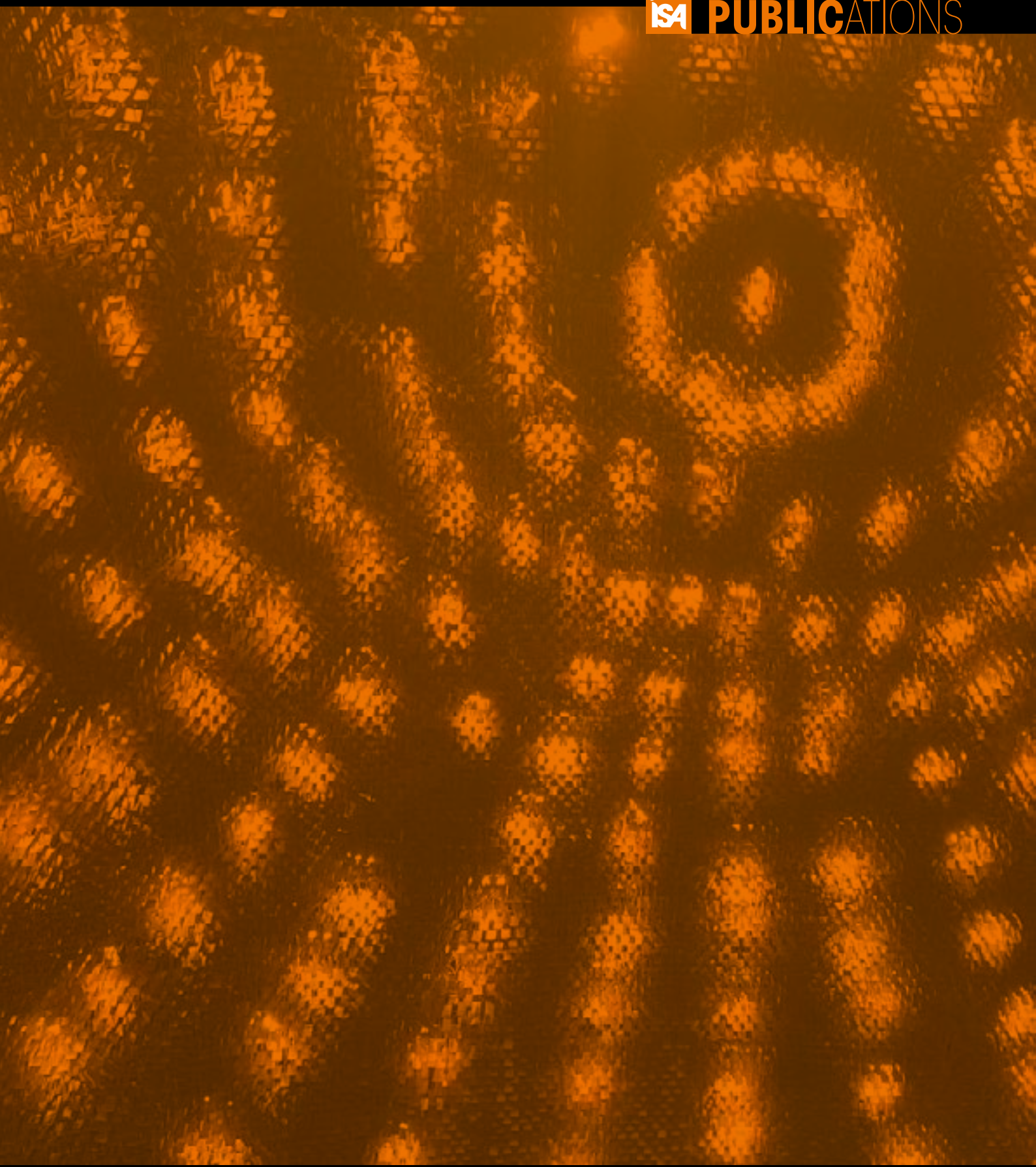

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org